পুরুষকার

প্রথম ভাগ

মহাবীর গারফীল্ড

'জীবনালোক' ও 'ব্রহ্মচর্য্য' (ভগিনী ডোরা) প্রভৃতি লেখক

শ্রীউমাপদ রায় সঙ্কলিত

CALCUTTA.

PRINTED AND PUBLISHED BY K. C. DATTA, B. M. PRESS,

13, CORNWALLIS STREET.

1886.

ভূমিকা

অরণ্যবাসী দরিদ্র ও মূর্খ চাষার সন্তানও
এবং অধ্যবসায় বলে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার ক
পাবে, মহাবীর জেম্‌স এব্রাম গাব্‌ফীল্‌ডের জীবন
তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল। আবার পিতা মাতার
ভা পূর্ণ জীবন এবং ধার্ম্মিক পরিবারে যে শিশু জী
মহত্বের বীজ রোপণ করে, জননী এলীজা তাহার ব
প্রমাণ। গাব্‌ফীল্‌ডের রাজনৈতিক জীবনের ক
এ পুস্তকে সবিস্তারে বিবৃত হইল না। অসহায়, পিতৃ
ও নিরক্ষর কৃষক বালক যে কি প্রকারে দুঃখিনী ধা
জননীর উপদেশে, এবং নিজ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র
বলে প্রকৃত মানুষ হইতে পারে তাহা দেখান
পুস্তকের উদ্দেশ্য।

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, আ
শ্রদ্ধা প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ
মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া
পুস্তকের আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন।

কলিকাতা
জানুয়ারি, ১৮৮৮

শ্রীউমাপদ রা

এই গ্রন্থ

অগ্রজ

৺বামাপদ রায়ের

পবিত্র নামে

উৎসর্গ

করিলাম।


ARTIST PRESS

পুরুষকার

মহাবীর গার্‌ফীল্‌ড

১

পুরাতন কথা

বহুশস্যশালিনী, বহুধনপূর্ণা, বহুরত্নগর্ভা ভাবতভূমি যুগে যুগে বিদেশীয় লোকের অতি প্রলোভনেব সামগ্রী ছিল। ইয়ুবোপীয় বণিকেবা সোণার লোভে অতি প্রাচীনকাল হইতে এই দেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। তৎকালে বণিকগণ যে পথে ভাবতে আগমন কবিতেন তাহা বহুবিপদ্‌জনক এবং বহুসময়-সাপেক্ষ ছিল, এই নিমিত্ত সহজ পথে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে আসিবেন মনে করিয়া আজ প্রায় চাবি শত বৎসর অতীত হইতে চলিল, ক্ষণজন্মা নাবিক ক্রিষ্টোফার কলম্বাস ভারতভ্রমে, বিশাল জলরাশি মন্থনপূর্ব্বক বিস্তীর্ণ আমেরিকাভূখণ্ড আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে কত আশা হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক, রাশি রাশি বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম

করিয়া এই সুমহৎ কার্য্য সংসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। তিনি কখনও বা আশামদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া ভূতলে স্বর্গ দর্শন করিয়াছেন, আবার পরক্ষণেই নিরাশার গভীর কূপে পড়িয়া গিয়া দিশাহারা হইয়াছেন; তিনি কখনও বা কোন রাজার কৃপাপ্রসাদ লাভের লালসায় রাজপ্রাসাদের বহির্ভাগে বসিয়া বসিয়া অনাহারে অনিদ্রায় দিন কাটাইয়াছেন; কখনও বা লোকের নিকট উন্মাদ বলিয়া উপহাস বিদ্রূপ সহ্য করিয়াছেন, এইরূপে দরিদ্র কলম্বাস কত মনের ক্লেশ ও কত যাতনা ভোগ করিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে? তিনি নূতন দেশ, নূতন পথ, নূতন রাজ্য আবিষ্কার ও অগাধ সুবর্ণরাশি লাভ করিবার এক অব্যর্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া একদিকে যেমন তাহারই সংসাধনে উন্মাদের ন্যায় ছুটাছুটী করিতেছিলেন, অপর দিকে আবার নিজের দারিদ্র্য ও তন্নিবন্ধন এই বহুব্যয়সাধ্য সমুদ্রগমন-ব্যাপারে বিলম্ব হইতে দেখিয়া নিদারুণ মনঃপীড়ায় কালযাপন করিয়াছিলেন। সংকল্পের দৃঢ়তা নষ্ট করিবার জন্য এই সময় কত লোক তাঁহার চারিদিকে ঘোর কোলাহল করিয়াছিল।

কিন্তু সংকল্প যদি অটল থাকে, তবে কার্য্যসংসাধনের একটা না একটা উপায় বাহির হইবেই হইবে। বহু লাঞ্ছনা, বহু মনোবেদনা ও বহুবার নিরাশ অন্ধকার অতিক্রম করিয়া ভাগ্যবান্ ক্রিষ্টোফার কলম্বাস স্পেন-রাজ্ঞী ইজাবেলার প্রসাদ লাভে সমর্থ হইলেন। তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল। আট্‌লাণ্টিক ভেদ করিয়া ভারতবর্ষ আবিষ্করণার্থ পোত সকল প্রস্তুত হইল। কলম্বাস ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট পোতে আরোহণ করিলেন। বহুশত নরনারী আনন্দে করতালি দিতে লাগিল। কলম্বাস সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নাম লইয়া তরী ভাসাইয়া দিলেন।

অকূল সমুদ্রে পড়িয়া তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ প্রাণভয়ে ভীত হইল এবং পুনরায় স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া অটলভাবে নিজ সংকল্প অনুসারে তরী বাহিয়া, সমুদ্র-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া অভি-লষিত পথে চলিতে লাগিলেন। কয়েকদিন পরে আবার তাঁহার সহচরগণ ক্ষেপিয়া উঠিল। এবার তাহারা কলম্বাসকে পোত হইতে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। কিন্তু

তাহাদের মন্ত্রণা কার্য্যে পরিণত করিবার আর অবসর রহিল না।

দুই মাস নয় দিন পরে অর্থাৎ ১২ই অক্টোবর, আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের জলরাশি মাঝে নূতন স্থলভাগ দেখিতে পাইয়া সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইল। মহা আড়ম্বরে স্পেনরাজ্যের নামে এই নূতন ভূখণ্ডে বিজয়-নিশান প্রোথিত করা হইল। প্রথমতঃ সবল ও সুন্দর-কায় বন্যলোকেরা এই অভিনব ব্যাপার দর্শন করিয়া সভয়ে ও সসম্ভ্রমে দূরে পলাইতে লাগিল। কিন্তু তাহারা যখন দেখিল যে, কলম্বাস তাহাদিগের প্রতি স্নেহভাব প্রদর্শন করিতেছেন, তখন তাহারা নবাগত শ্বেতকায়-দিগকে স্বর্গের দেবতা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই সরলস্বভাব লোকেরা সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় বিচরণ করিতেছিল। ইহাদের শরীর নানা প্রকার রঙ্গে চিত্রিত। শরীরের স্বাভাবিক রং তাম্রবর্ণ। কলম্বাস ইহা-দিগকে আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া সোণা আনিতে বলিলেন। তাহারা তাঁহার ভাষা বুঝিল না। কলম্বাস আবার তাহাদিগকে সোণা দেখাইয়া ইঙ্গিত দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন সেই সোণা কোথায় আছে। তাহারা তাঁহাকে ভাল করিয়া সে কথা কিছুই বলিতে পারিল না।

কলম্বাস তাহাদিগকে খেলনা দিতে লাগিলেন; তাহারা কলম্বাসকে তুলার সূতা আনিয়া দিতে লাগিল।

আহা! তাহারা জানিত না যে, আজ তাহাদের ভাগ্যে মহাবিপদের সূত্রপাত হইল। ভগবান তাহাদিগকে যে অবস্থায় রাখিয়াছিলেন, বর্ব্বর হউক আর মূর্খই হউক, এতদিন মনের সুখে দিগম্বর বেশে মাঠে মাঠে ও বনে বনে তাহারা মনের আনন্দে বিচরণ করিতেছিল। সভ্যতার প্রখর উত্তাপ তাহাদিগকে এতকাল উত্তপ্ত করে নাই। আজও তাহাদের মনে সন্দেহ হয় নাই; তাহারা ভাবিল স্বর্গ হইতে দেবগণ তাহাদের কল্যাণমানসে তাহাদের রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছেন। তাহাদের ভাগ্যে এখন কত না সুখসমৃদ্ধি বর্ষণ হইবে! কিন্তু হায়! অচিরেই তাহাদের সে ভ্রম দূর হইয়া গেল। তাহারা সেই দেবতাদিগের হস্তে নিহত হইতে লাগিল। দেবতারাও এক্ষণে তাহাদের চক্ষে রাক্ষসবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহারাও সেই স্বভাবসন্তানদিগের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। আমেরিকায় সভ্য ও "তাম্রবর্ণ অসভ্যের" এই প্রথম সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। এখন তাহারা ক্রমেই গভীর অরণ্যমধ্যে গিয়া আশ্রয়

লইয়াছে। শ্বেতকায় পুরুষেরা এক্ষণে ইহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন।

জানিনা এই পাপেই বুঝি কলম্বাসের নাম নবাবিষ্কৃত দেশের নামের সঙ্গে একীভূত হইল না। ক্রিষ্টোফার কলম্বাসের নামানুসারে দেশের নাম রাখা হইল না; কলম্বাসের পক্ষে ইহাইত এক অতি গুরুতর শাস্তি বলিতে হইবে। তার পর ইহাই কি শেষ? বলিতে ক্লেশ হয়, অবশেষে রাজবিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক প্রবঞ্চক বলিয়া সন্দেহ হওয়াতে স্পেনবাসীরা কলম্বাসকে এই নূতন রাজ্য হইতে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া বন্দীবেশে স্পেনে আনয়ন করিল। বন্দী অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইল। সেই শৃঙ্খল পরিধান করিয়াই কলম্বাস সমাধিস্থ হইলেন!

আমেরিকার প্রাচীন ইতিহাসের এই গেল এক অধ্যায়। অপর অধ্যায় এপ্রকার বিষাদপূর্ণ নহে। আমেরিকা আজ কাল সভ্যতার প্রবল স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া, দিন নিয়তই উন্নতির পর উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছে। এই রাজ্যে স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছে। এখানে ছোট বড় ভেদ নাই, সকলেরই সমান অধিকার। রেলগাড়ীতে শ্রেণী বিভাগ পর্য্যন্ত নাই। যাহার ক্ষমতা আছে, যাহার

গুণ আছে, যাহার দক্ষতা আছে, যাহার তেজ আছে, সেই এখানে আদর পায়। এখানে দারিদ্র্য উন্নতির পথের কণ্টক নহে; গুণ থাকিলেই হইল। সুসভ্য ইংরাজ-রাজ্যও এসম্বন্ধে আমেরিকার নিকট পরাস্ত মানিয়াছে। কিন্তু ইহাঁরাও আবার এই শ্বেতকায় ইংরাজবংশ সম্ভূত। ইহাঁদেরও মাতৃভূমি ইংলণ্ড।

ধর্ম্ম চিরকালই মনুষ্যের প্রাণের জিনিস্। এই ধর্ম্মধন রক্ষা করিবার জন্য দেশ বিদেশের শত শত নর নারী হাসিতে হাসিতে প্রিয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ইংলণ্ডে এক ধর্ম্ম-সংগ্রাম উপস্থিত হয়। কতকগুলি দরিদ্র ধার্ম্মিক লোক তদানীন্তন রাজার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে আট্লাণ্টিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর আমেরিকায় গমন করেন। প্রথমতঃ ইহাঁরা ১০২ জন লোক প্রকৃত মনুষ্যত্ব-পূর্ণ হৃদয়ে স্বাধীনতা ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ধর্ম্মধন রক্ষার মানসে ফকিরের বেশে নূতন রাজ্য আমেরিকার অরণ্যে গমন করিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। রাজ্য লাভের আশায় ইহাঁরা তখন এদেশে যান নাই। অতি হীন ও দুঃখীর বেশে সন্ন্যাসিগণ ধর্ম্মধনকে লইয়া

আমেরিকার অরণ্যে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন ; এখানে মনের সুখে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া সামান্য ভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এই প্রাচীন ধর্ম্মাত্মা মহাত্মাগণের বংশ পরম্পরাই আজ উত্তর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অধিকারী। তাঁহাদের পুণ্যের অতি সূক্ষ্ম ক্ষীণালোক যেন একটু একটু আজও ইহাদের মধ্যে নিভু নিভু করিয়া জ্বলিতেছে। তাঁহাদের সেই মনের তেজ কিঞ্চিৎ পরিমাণে আজও ইহাঁদের রক্তে মিশিয়া রহিয়াছে বলিয়াই যেন ইহাঁরা তাঁহাদের পুণ্য ও প্রসাদবলে তর তর বেগে উন্নতির সোপানে উঠিয়া যাইতেছেন।

উক্ত মহাজনেরা ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রথম গমন করিয়া জঙ্গল কাটিয়া তথায় চাসাবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অরণ্যে জীবন যাপন করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে আরও অধিক লোকের সমাগম হইতে লাগিল। কুঠার ও কোদাল লইয়া সকলেই গভীর অরণ্য কাটিয়া কুঁড়ে বাঁধিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। অরণ্যের মধ্যে দূরে দূরে ও নিকটে নিকটে ঋষির ন্যায় সকলে আনন্দ মনে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

ইহাঁদের মধ্যে অত্যন্ত সরলতা, অত্যন্ত আত্মীয়তা এবং স্বভাবতঃ অত্যন্ত সদ্ভাব জন্মিয়া গেল।

আমাদের বর্ণনীয় মহাবীর গার্‌ফীল্‌ড ও মহাত্মা লিঙ্কল্‌ন উভয়েই এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা উভয়েই অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন। উভয়েই স্বহস্তে কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন; উভয়েই একই প্রকার হীনাবস্থা হইতে জনসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। উভয়েই ন্যায়ের সুহৃদ্‌ ও অন্যায়ের ঘোর শত্রু ছিলেন।

আমেরিকার যুক্তরাজ্য স্বাধীনতার লীলাস্থল। এখানে যেমন গুণের আদর পৃথিবীর আর কুত্রাপি তেমন দেখা যায় না। এখানে জাতিভেদ নাই। পৃথিবীর আর প্রায় সর্ব্বত্রই কোন না কোন আকারে জাতিভেদ রাজত্ব করিতেছে। ইংলণ্ডের অর্থগত জাতিভেদ আরও প্রবল-ভাবে আপন আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। দারিদ্র্য-দোষ গুণরাশিকে নাশ করে, একথা সুসভ্য ইংলণ্ড আজও মিথ্যা বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারিলেন না। ইহা অতিশয় দুঃখের কথা হইলেও কথাটি অতীব সত্য। আমেরিকার যুক্তরাজ্য না জন্মিলে আমরা আজ কোনও দেশ হইতে এই পুরাতন অসত্য কথা

অপ্রমাণিত করিবার সুযোগ পাইতাম কি না জানি না।

কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন নিখুঁত সুখ, নিখুঁত ন্যায়, প্রায় কুত্রাপি দেখা যায় না। এই যে তাম্রবর্ণ আদিম আমেরিকাবাসিগণ, তাহাদিগকে ইহাঁরা কেমন চক্ষে দেখিতেছেন? তাহাদিগকে কি ইহাঁরা সমসুখের ভাগী করিতে পারিয়াছেন? না—ইহাঁদের কাছে তাহাদের অত্যন্ত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তাহারা ইহাঁদের নিকট অতিশয় নৃশংস বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

বিধাতার বিধান কি আমরা সে রহস্য বুঝিতে সমর্থ নহি? যাহারা মনের সুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অরণ্যে, সমুদ্র ও নদীবক্ষে স্বভাবদত্ত স্বাধীনতার সহিত বিচরণ করিতেছিল, হঠাৎ সভ্যতাভিমানী বিজ্ঞানালোকে আলোকিত, ধন ও ক্ষমতামদে উন্মত্ত লোকরাশি আসিয়া তাহাদিগকে পশুযূথের ন্যায় দেশের কোন্ এক কোণে তাড়াইয়া দিল! হায়! বলিতে ক্লেশ হয়—এই সকল আদিম অধিবাসী দিন দিনই অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। তাই জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি প্রকৃতির নিয়ম? কাহাকেই বা দোষ দিই? কেন না বিধাতার ইচ্ছা বুঝা কঠিন।

২

পিতৃবিয়োগ

উত্তর আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, নিউইয়র্ক প্রদেশে উব্‌ষ্টার নামক স্থানে টমাস গার্ফীল্‌ড নামক জনৈক চাসা বাস করিত। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহার একটী পুত্র জন্মে। পুত্রের নাম এব্রাম রাখা হইয়াছিল। দুর্ভাগ্য-বশতঃ এব্রামকে বহু দিন পিতার কোলে বাস করিতে হয় নাই। এব্রামের বয়স দুই বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই টমাস গার্ফীল্‌ডের মৃত্যু হইল। টমাস গার্ফীল্‌ডের মৃত্যু হইলে এব্রামের জননী অনেকগুলি সন্তান লইয়া অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। দরিদ্র চাসার ঘরে ধন ছিল না; টমাস গার্ফীল্‌ড যাহা আনিত তাহাই খাইত; অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে নাই। সুতরাং তাহার মৃত্যুতে তদীয় দুঃখিনী বিধবা পত্নীকে সমূহ বিপদে পড়িতে হইল।

সংসারে কাহাকেও চিরকাল দুঃখে পড়িয়া হাহাকার করিতে হয় না। গার্ফীল্‌ডপত্নীর জনৈক সদাশয় প্রতি-বেশী তাঁহার দুঃখে ব্যথিত হইয়া একদিন তাঁহাকে বলি-

লেন, "যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার এব্রামকে আমার আলয়ে রাখেন তাহা হইলে আমি তাহাকে যথাসাধ্য প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করি।" গারফীলড-পত্নী প্রতিবেশী ভদ্রলোকের এই প্রকার অমায়িক আচরণে অত্যন্ত প্রীত হইয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন, "আপনি আমার এই বিপদের সময় আমার এব্রামকে যদি পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব।" এব্রাম উক্ত প্রতিবেশী মহোদয়ের পরিবারভুক্ত হইয়া পুত্র নির্ব্বিশেষ স্নেহ ও যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

ক্রমে এব্রামের বয়স যখন দশ বৎসর হইল, তখন বালু নাম্নী একটী বিধবা তাহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা লইয়া উক্ত পল্লীতে আসিয়া বাস করিল। কন্যাটীর নাম এলীজা। এলীজা এব্রামের এক বৎসরের ছোট; সুতরাং এলীজা ও এব্রাম উভয়ে উভয়ের খেলার সঙ্গী হইল। এব্রাম ভাবিত এলীজা ভাল এবং সে নিজে মন্দ; আবার এলীজা ভাবিত এব্রাম সাধু আর সে নিজে মন্দ। উভয়ে উভয়কে এমনই ভাল বাসিত। এলীজা অতিশয় বুদ্ধিমতী ও ধীরপ্রকৃতি বালিকা বলিয়া সকলের আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিল।

কিন্তু তাহারা চারি পাঁচ বৎসর একত্র বাস করিতে না করিতেই এলীজার মাতা ওহিও নামক প্রদেশে চলিয়া গেলেন।

এলীজার জননীও দরিদ্র ছিলেন ; পুত্র ও কন্যাটীকে লইয়া তিনি অতি কষ্টে সংসার চালাইতেছিলেন। এই সময় তিনি শুনিলেন যে, ওহিও প্রদেশের উর্ব্বরা ভূমিতে খুব শস্য উৎপন্ন হয়, এবং সেখানে বাস করিয়া লোকে স্বচ্ছন্দে অন্নসংস্থান করিতে পারে। ওহিও প্রদেশের এই সুনামে আকৃষ্ট হইয়া বিধবা বালু আপন পুত্র ও কন্যাটীকে লইয়া তথায় গিয়া বাস করিলেন।

ক্রমে ওহিও প্রদেশের নাম সোণার লঙ্কার মত চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। "ওহিওতে লোকের অন্ন কষ্ট নাই ;" "ওহিওর লোকে ভাল খায়, ভাল পরে" এই সকল কথা লইয়া সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল। যত গরিব দুঃখী চাসা সকলেই পেটের দায়ে ওহিওর দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। অবশেষে সকলকেই এই "ওহিও রোগে" ধরিতে লাগিল। "ওহিও রোগ" সংক্রামক হওয়াতে এব্রামও কুড়ি বৎসর বয়সের সময় আপন আশ্রয়দাতার অনুমতি লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ওহিও প্রদেশে গমন করিল। এব্রাম

নিউবার্গ নামক স্থানে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া বনের কাঠ কাটিয়া এক খানি কুঁড়ে বাঁধিয়া লইল।

এখানে থাকিতে থাকিতে কিছু দিন পরে এব্রামের মনে হইল, সে একবার বিধবা বালুর পুত্র ও কন্যাকে দেখিয়া আসে। এই মানস করিয়া এব্রাম একদিন তাহাদের তত্ত্ব লইতে আরম্ভ করিল এবং অনুসন্ধান-দ্বারা জানিতে পারিল যে, নিউবার্গের নিকটবর্ত্তী জানিস্‌বিল নামক স্থানে বিধবা বালু বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। অবশেষে এব্রাম একদিন জানিস্‌বিলে গিয়া উপস্থিত হইল। বিধবা বালু ও তাহার পুত্র কন্যা অনেক দিন পরে এব্রামকে পাইয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইল এবং তাহাকে কয়েক দিন তাহাদের সঙ্গে বাস করিতে অনুরোধ করিল। ক্রমে এলীজার সহিত এব্রামের পরিণয় হইল। এব্রাম নিউবার্গে আসিয়া আপনার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে লইয়া কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। এব্রাম একজন অতি সামান্য দরিদ্র কৃষক ছিল, সে নিজের ক্ষেত্রে নিজের হাতে চাস করিত এবং নিজের কায শেষ হইলে অপরের ক্ষেত্রে খাটিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত।

এব্রামের বাসগৃহ ১২ হাত দীর্ঘ এবং ৮ হাত প্রস্থ একখানি জঙ্গলি কাঠের কুঁড়ে ঘর। রাজা রাজ-প্রাসাদে বাস করিয়া যে সুখ না পায়, এব্রাম ও এলীজা এই সামান্য কুঁড়ে ঘরে বাস করিয়া তদপেক্ষাও অধিক সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কখনও ভূমি কর্ষণ, কখনও বা ঠিকা কায করিয়া এব্রাম সচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এব্রাম এই স্থানে এইরূপে ৯ বৎসরকাল বাস করিলেন। ক্রমে এই স্থানে ইহাঁদের দুইটী সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল।

যখন এব্রামের পরিবারের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল তখন তিনি কিঞ্চিৎ অর্থ ঋণ করিয়া চাসের ভূমি আরও কিছু বাড়াইয়া লইলেন। কিন্তু এই ভূমির অনু-রোধে এবং আর একটী শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় প্রতিবেশীর অনুরোধে তাঁহাকে নিউবার্গ হইতে উঠিয়া গিয়া অরেঞ্জ নামক স্থানে বাসস্থান প্রস্তুত করিতে হইল। প্রথমতঃ কিছুকাল তাঁহাদিগকে উক্ত পরিবারের সঙ্গে একখানি কুঁড়েতে বাস করিতে হইত। কিছু দিন পরে এব্রাম স্বয়ং আর একটী কুঁড়ে প্রস্তুত করিয়া লইলেন এবং আপন পরিবারের সহিত তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। এবারে অপেক্ষাকৃত একটী প্রশস্ত কুঁড়ে নির্ম্মাণ করা

হইল। খুব বড় বড় কাঠ একত্র করিয়া তাহার ফাঁকে ফাঁকে কাদা লেপিয়া ঘরের দেওয়াল প্রস্তুত হইল। ঘরে তিনটী অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জানালা এবং কেবল একটীমাত্র দরজা রাখা হইল।

এবার এব্রাম যে স্থানে বাস করিলেন, তাহার নিকটে উক্ত আত্মীয় পরিবার ভিন্ন আর অন্য প্রতিবেশী ছিল না। চারিদিকে অরণ্য। রজনীতে হিংস্র জন্তুসকল ভয়ঙ্কর রব করিত। এই অবস্থায় এব্রাম আপন স্ত্রীপুত্র ও বালিকাদিগকে লইয়া অরণ্য মাঝে বাস করিয়া চাসাদিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই স্থানে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর জেম্‌স এব্রাম গার্ফীল্‌ডের জন্ম হয়।

এব্রাম দীর্ঘাকৃতি, সুশ্রী, হৃষ্টপুষ্ট ও খুব কষ্টসহিষ্ণু লোক ছিলেন। তাঁহার মনের তেজ ছিল, প্রতিজ্ঞার বল ছিল এবং স্থিরবুদ্ধি ছিল। লোকালয় হইতে দূরে চলিয়া গিয়া, অরণ্যমাঝে বাস করিতে হইলে যে প্রকার বীর্য্য ও সাহস থাকা আবশ্যক, এব্রামের তৎসমুদায়ের অভাব ছিল না। আবার জনসমাজে যশস্বী ও কৃতী হইতে হইলে যে সমুদায় সদ্‌গুণ থাকা আবশ্যক, এব্রামের সে সমস্ত গুণও ছিল। এ সমস্ত

সত্ত্বেও এব্রাম জনসমাজে সুনাম কিনিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন না। মাথাব ঘাম পায়ে ফেলিয়া উদব পোষণেব উপযুক্ত অন্ন ও শবীব আচ্ছাদনেব উপযুক্ত বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া সন্তুষ্টেব সহিত আবণ্যজীবন যাপন কবিতে তাঁহাব বাসনা হইল। অন্য কোন সুখের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাব সেই প্রিয় বাসনাকে অতিক্রম কবিতে পাবিল না। এব্রামেব আব একটী পুত্রের নাম টমাস ও কন্যাটীব নাম মেহেতাবেল। টমাস ও মেহেতাবেল পিতাব কৃষিকার্য্যেব সহায়তা কবিতে লাগিল। এব্রাম যখন ক্ষেত্রে কায কবেন, টমাস ও মেহেতাবেলও তখন তাঁহার সঙ্গে গিয়া ক্ষেত্রে কায কবে। এইরূপে অতি আনন্দে তাহাদেব দিন চলিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু বিধাতাব ইচ্ছা অন্যরূপ। বৈশাখ মাসেব প্রচণ্ড বৌদ্রে একদিন এব্রাম ক্ষেত্রে কায কবিতে-ছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন যে, বনে আগুণ লাগিয়াছে। দূরে লোক সকল মহাকোলাহল করি-তেছে। এব্রাম জানিতেন, অরণ্যে আগুণ লাগিলে তাঁহার সমূহ বিপদ। দেখিতে দেখিতে আগুণ তাঁহার শস্যক্ষেত্রেব কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। এব্রাম তাড়াতাড়ি মেহেতাবেলকে ডাকিলেন, "মেহেতাবেল! এই

কোদালখানা কুঁড়েয় রাখিয়া সাবলখানা দৌড়িয়া লইয়া আইস।” মেহেতাবেল তাহাই করিল। এব্রাম টমাস ও মেহেতাবেলকে সঙ্গে করিয়া বনের ধারে গিয়া ভীমবলে অগ্নির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এব্রামের পত্নীও সেই ভয়ঙ্কর দাবানলের শব্দ শুনিয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সেই দিকে দৌড়িয়া গেলেন। সেই খানেই যদি সেই অগ্নির গতিরোধ না করা হয়, তাহা হইলে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাদের ঘর পুড়িয়া যাইবে। এব্রামের মুখে কথা নাই, তিনি একবারে জ্ঞান-হারা হইয়া সেই সর্ব্বভুক্ অগ্নির সহিত ভয়ানক সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। একাকী হইয়াও দশজনের বল ধারণ করিয়া অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অগ্নির প্রকোপ একবার একটু থামিয়া আসে, এব্রামের মনে একটু আশার সঞ্চার হয়; আবার পরক্ষণেই মহা গর্জ্জনে সেই অগ্নি জ্বলিয়া উঠে; এইরূপ একবার আশা, একবার নিরাশা আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে দোলাইতে লাগিল। পরে বহু পরিশ্রমের পর আগুণ নিবিয়া গেল এবং এব্রাম আপনার অরণ্যস্থ কুঁড়ে ঘরখানিকে তাহার গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। সকলেরই আনন্দের সীমা রহিল না। কিন্তু পরিণাম অতিশয় ভয়ানক হইয়া পড়িল।

প্রচণ্ড রৌদ্রে উৎকট পরিশ্রম করাতে এব্রামের শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল—তিনি তখনই এক খণ্ড কাষ্ঠের উপর ছায়াতে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্দ্দিগরমি হইল—এব্রাম দিনকয়েকের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন! মরিবার সময় আপন সন্তানগুলির মুখের দিকে তাকাইয়া এলীজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই অরণ্যের মধ্যে চারিটী শিশুবৃক্ষ রোপণ করিয়া চলিলাম—এখন তোমার হাতেই ইহাদের জীবন।"

আহা! আজ এলীজার কুটীর আঁধার! আজ চারিদিকে অরণ্যও আঁধার—তরুরাজি শোকে নীরব! আজ এ বনস্থলী এলীজার নিকট যথার্থই অরণ্য। যে স্বামীর সহবাসে এতদিন অরণ্য নগরী ছিল, সেই স্বামী আজ আর নাই! আজ অরণ্য যেন তাঁহার স্বামীর শোকে কাঁদিতে লাগিল! এই অরণ্যে কেমন করিয়া তিনি সন্তানগুলিকে লইয়া বাস করিবেন এবং কেমন করিয়াই বা তাহাদিগকে মানুষ করিবেন, তিনি তাহাই ভাবিয়া আকুল হইতে লাগিলেন। অপগণ্ড শিশু জেম্‌স কিছুই জানে না। তাহার দশাই বা কি হইবে? এলীজা গভীর ভাবনায় ডুবিয়া গেলেন।

এব্রামের মৃত্যুসংবাদ চারি দিকে পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত ছুটিয়া গেল—পাঁচ ক্রোশ দূর হইতে অরণ্যবাসী চাসারা তাঁহাকে দেখিতে আসিল। পাঁচ ক্রোশের মধ্যে চারিটী কি পাঁচটী পরিবার ছিল, সকলেই আজ এলীজার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তথায় আগমন করিল। শোক-সন্তপ্তহৃদয়ে সকলে সমবেত হইয়া এব্রামের মৃতদেহ গোধূমক্ষেত্রের এক কোণে সমাধিস্থ করিল!

সমুদয় অরণ্য যেন অঙ্গে আঁধার মাখিয়া এলীজাকে ভীত করিতে লাগিল। কিন্তু ভগবান্ অনাথের চির-সহায়। ধীরে ধীরে এলীজার অন্তরে শান্তি আসিতে লাগিল। ধীরে ধীরে তিনি বুঝিতে পারিলেন, বৃথা শোক করিয়া মনুষ্যত্ব হারাইলে চলিবে না। সন্তানগুলিকে মানুষ করিতে হইবে। গুরুতর কর্ত্তব্যভার তাঁহার মস্তকে রহিয়াছে, ভগবান্কে সহায় করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হওয়াই তাঁহার এখন কর্ত্তব্য, এই মনে করিয়া তিনি একদিন টমাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "টমাস, তোমার পিসে মহাশয়কে ডাকিয়া আন, তাঁহার সঙ্গে একটা পরামর্শ করিব।"

পূর্ব্বে যে আত্মীয় প্রতিবেশীর উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই আত্মীয়ই টমাসের পিসে মহাশয়। এব্রামের

সহোদরা ভগিনীকে বইণ্টন নামক জনৈক চাসা বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনিই এই আত্মীয় প্রতিবেশী।

বুইণ্টন আসিয়া এলীজাকে বলিলেন, "আপনি স্ত্রীলোক হইয়া কিপ্রকারে এই বনে বাস করিবেন? এই সমস্ত বিক্রয় করিয়া আপনি আপনার আত্মীয়দের নিকট চলিয়া যান।"

তখন টমাস বলিল, "মা! আমিও তাই বলি। যখন বনে নেকড়ে বাঘ ডাকে, আর আমাদের কুঁড়ের দ্বারের কাছে যখন তারা রাত্রিতে বেড়ায়, তখন আমার বড় ভয় হয়! যখন বাবা ছিলেন, তখন আমার আদৌ ভয় হ'ত না।"

এলীজা বলিলেন, "যেখানে আমার ধার্ম্মিক পতির মৃতদেহ সমাধিস্থ করিয়াছি, আমি জীবন থাকিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এই বনভূমি তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে এক নূতন ও পবিত্রভাব ধারণ করিয়াছে। তাঁহার মৃতদেহ বন্য হিংস্রপশুর গ্রাসে ফেলিয়া দিয়া আমি কখনই এ স্থান পরিত্যাগ করিব না।"

বইণ্টন তখন বলিলেন, "তবে আপনি কি করিতে ইচ্ছা করেন?"

এলীজা বলিলেন, "আমি যে এই সমস্ত ভূমি, এই ক্ষুধের ছেলে টমাসকে লইয়া চাস করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। তবে আমার ইচ্ছা যে, তাঁহার যে ঋণ আছে, তাহা পরিশোধ করিবার মত টাকা পাওয়া যায়, সেই পরিমাণ ভূমি বিক্রয় করিয়া অবশিষ্ট ভূমি লইয়া আমি চাস করিয়া খাই।"

বইণ্টন তখন বলিলেন, "আমার মনের ভাব এই যে, আপনি আত্মীয় বন্ধুদের আশ্রয় লইয়া জীবন যাপন করেন। এখানে থাকিয়া জীবন ধারণ কি সম্ভব হইবে? সেখানে গেলে অনেকে অর্থ সাহায্য করিতে পারেন।"

বইণ্টনের এই বাক্য শুনিয়া এলীজার অন্তর যেন জাগ্রত হইল। তিনি সদর্পে বলিয়া উঠিলেন "কি বলিলেন, আমি আত্মীয় বন্ধুদের দয়ার ভিখারী হইব? যত দিন এই দেহ সুস্থ থাকিবে—দয়াময় পিতা আমার এই হাত দুই খানিকে বজায় রাখুন, আমি যেন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া এই সন্তানগুলিকে মানুষ করিতে সমর্থ হই। আমার স্বর্গীয় স্বামী তাঁহার বিন্দু বিন্দু রক্ত জল করিয়া এই কুঁড়েখানি রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার এক একখানি কাষ্ঠ আমার নিকট এক একটী পবিত্র পদার্থ। আমি যেমন অতি যত্নে ও ভক্তির

সহিত তাঁহার সমাধিটী রক্ষা করিব, তেমন অতিশয় আদবের সহিত এই কুঁড়ে খানিও রক্ষা করিব।"

তখন বইণ্টন বলিলেন "তবে আপনি এই সমস্ত বিক্রয় করিবেন না?"

এলীজা বলিলেন "না তা কখনই না, ঋণ পরিশোধ করিবার মত কতক অংশ বিক্রয় করিতেই হইবে।"

তখন বইণ্টন বলিলেন "আমি বোধ করি সমস্ত বিক্রয় করিয়া চলিয়া যাওয়াই ভাল ছিল। যা হ'ক যদি আপনি একান্ত তাহাতে সম্মত না হন, তাহা হইলে যাহাতে কতক অংশ বিক্রয় করা যাইতে পারে আমি তাহার চেষ্টায় থাকিব।"

এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। এলীজা এতক্ষণ মানুষের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন, এখন তিনি মানুষের বুদ্ধিদাতা যিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার অবস্থার কথা বলিতে লাগিলেন। করযোড়ে ঊর্দ্ধ মুখে ভগবানকে ডাকিয়া বলিলেন "হে পরমেশ্বর! তুমি আমার এই অরণ্যমাঝে একমাত্র সহায়—তুমি আমাকে এই অবস্থায় সুমতি বিধান কর।" তার পর ভক্তির সহিত তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া নির্ভয় হইয়া বাহিরে গিয়া টমাসকে বলিলেন, "টমাস এস

আমাতে তোমাতে চাস আরম্ভ করি; এস্থান ছেড়ে কোথাও যা'ব না। মা বসুমতী এই খানেই আমাদের কোল দিয়েছেন।”

টমাসের বয়স এখন ১১ বৎসর। টমাসও অতিশয় উৎসাহ ও আদরের সহিত মাকে বলিল, “মা! আমি লাঙ্গল ধরিতে পারি—চসিতে পারি—কোদাল পাড়িতে পারি—বুনতে পারি। তোমাকে কিছুই করিতে হ'বে না, আমি একাই সব করিব।”

এই পরামর্শমত শীঘ্রই খরিদার জুটিল। কতকটা ভূমি বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করা হইল। ঋণ পরিশোধ করিয়া একটী পয়সাও এলীজার হাতে রহিল না। স্বামীর ঋণ পরিশোধ করিয়া এলীজা যেন মাথার বোঝা নামাইয়া সুস্থির হইলেন।

এখন নিশ্চিন্ত মনে ধীরভাবে জননী এলীজা টমাসকে লইয়া চাসে প্রবৃত্ত হইলেন। টমাস গোধূম বুনিবার জন্য ভূমির পাট আরম্ভ করিল। এলীজা বনের কাঠ কাটিয়া সেই ক্ষেত্রের চারিদিকে বেড়া দিতে লাগিলেন।

এই সময় এলীজা একদিন দেখিলেন, ঘরে যে খাবার আছে, আগামী ফসলের সময় পর্য্যন্ত তাহাতে

চলিবে না। মাতা অমনি একাহার করিতে লাগিলেন। সন্তানেরা এ কথা কিছুই জানিল না। সন্তানেরা পূরা আহার পাইতে লাগিল—মাতার তাহাতেই সুখ। কিছু দিন এইরূপে অনাহারে এবং অল্পাহারে দিন কাটাইবার পর খুব ভাল ফসল হইল। মাতার আর কষ্ট রহিল না।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আর একটী পরিবার আসিয়া ইহাদের প্রতিবেশী হইল। এই নবাগত পরিবারের কিছু কাপড় সেলাইয়ের আবশ্যক ছিল। এলীজা স্বহস্তে সেই সমস্ত সেলাই করিয়া দিলেন, এবং তাহাতে যে বেতন পাইলেন, তদ্বারা তাঁহার সংসারের আরও কুলান হইতে লাগিল। টমাসকেও তাহারা সময়ে সময়ে কাযে নিযুক্ত করিত, তাহাতে টমাসও কিছু কিছু পয়সা পাইত। এইরূপে ক্ষেত্রে যেমন একদিকে পর্য্যাপ্ত ফসল হইল, তেমনি অপর দিকে আবার নগদও কিছু কিছু পয়সা আসিতে লাগিল, সুতরাং এখন অতি সুখেই তাহাদের দিন চলিতে লাগিল।

এই সময় টমাসের মনে বড় সাধ হইল, জেম্‌সকে সে এক জোড়া জুতা কিনিয়া দেয়। এ পর্য্যন্ত জেম্‌সের

পায়ে জুতা উঠে নাই। টমাস আপন মাতাকে নিজের মনের সাধ জানাইল। মাতা টমাসের এই সাধে বাধা দিলেন না। সুতরাং জেমসের পায়ে জুতা হইয়া গেল। জেম্‌স জুতা পাইয়া মহা খুসী হইল। অরণ্যের মাঝে কোন ছেলের পায়ে জুতা জুটিত না—কাযে কাযেই জেম্‌সের ভাগ্য খুব ভাল বলিতে হইবে। জেম্‌সের ভাই বোনেদের পায়েও জুতা ছিল না।

৩

পাঠশালা

জেম্‌সের বয়স এখনও চারি বৎসর পূর্ণ হয় নাই। যে অরণ্যের মাঝে এলীজার বাস,সেখানে ভাল বিদ্যালয় থাকিবার কথা নয়। কখনও কখনও কোন কোন লোক আসিয়া ফসল কাটা হইয়া গেলে চাসার ছেলেদের জন্য ঐ সকল স্থানে পাঠশালা বসাইত, আবার চাসের সময় আসিলে তাহারা চলিয়া যাইত। কিছু কিছু পয়সা রোজগারই তাহাদের উদ্দেশ্য। বনের চাসারাও বৎসরান্তে ফসল কাটা হইয়া গেলে যৎকিঞ্চিৎ শিখিবার নিমিত্ত আপনার আপনার ছেলেপিলেদিগকে

এই পাঠশালায় পাঠাইয়া দিত। এইরূপে কৃষকবালকেরা বর্ণবিন্যাসাদি কিছু কিছু শিখিয়া আসিত।

এলীজার বাড়ীর প্রায় এক ক্রোশ দূরে এইরূপ একটী পাঠশালা হইল। টমাস তাড়াতাড়ি আসিয়া মাতাকে বলিল, "মা! আমাদের বনে একটী পাঠশালা হইয়াছে। জিমিকে সেখানে পাঠাইয়া দাও। মা! জিমি লেখা পড়া শিখুক, আর আমি ক্ষেতে খাটিয়া তোমাদিগকে খাওযাইব।"

এলীজা বলিলেন, "টম্ তুমিও যদি পাঠশালায় যাইতে পারিতে, তাহা হইলে খুব ভাল হইত।"

টমাসেরও ইচ্ছা পাঠশালায় যায়, কিন্তু সে বলিল, "মা। বাবা যে কায করিতেন, আমি সে কায না করিলে ত চলে না—তাই আমি ক্ষেতের কায করি, আর জিমি পাঠশালে যাক্!"

অবশেষে তাহাই স্থির হইল। টমাসের আনন্দের সীমা রহিল না। জেম্স জুতা পায়ে দিয়া বিদ্যালয়ে যাইতে চলিল। টমাস নিজে রোজগার করিয়া জিমির পায়ে জুতা কিনিয়া দিয়াছিল, তাই আজ সে মহা আনন্দে জিমির দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। জিমি যে চলিয়া এত পথ যাইতে পারিবে না, এই জন্য

টমাসের বড়ই চিন্তা হইল, কিন্তু মেহেতাবেল তাহার সে চিন্তা দূর করিল। কিয়দ্দূর যাইয়া জিমি মেহেতাবেল দিদির স্কন্ধে চাপিয়া পাঠশালায় গমন করিলেন।

জিমি যদিও এই প্রথম পাঠশালায় গেল, তথাপি তাহার আজ হাতে খড়ি নয়। এলীজা বাড়ীতে ইতি-পূর্ব্বেই তাহাকে কিছু শিখাইয়াছিলেন। তিনি ক্ষেত্র ও গৃহের কাজকর্ম্ম করিয়া যখনই একটু অবসর পাইতেন, তখনই ছেলেগুলিকে লইয়া পড়াইতে বসিতেন। ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে গল্প বলিতেন। পুনঃ পুনঃ এই সকল গল্প শুনিয়া জিমি অনেকগুলি গল্প কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়া-ছিল। জিমির অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। বাল্যকালেই জেম্‌সের প্রবীণতা দেখা যাইতে লাগিল। সকলে তাহাকে খুব বুদ্ধিমান্ বলিয়া বুঝিয়া লইল। জেম্‌স্ যেমন বুদ্ধিমান্ ও চতুর তেমনি আবার সদাই প্রফুল্ল। অরণ্য মাঝে দরিদ্রের সামান্য কুঁড়ে ঘরে জিমি ঠিক্ যেন আঁধার ঘরের মাণিক হইয়া পড়িল। এলীজা তাহার সদানন্দ ভাব দেখিয়া ক্রমে আপনার মনের দুঃখভার দূরে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন।

জিমি পাঠশালায় যাহা শুনে, তাহাই শিখিয়া ফেলে। প্রথম সাহিত্য পুস্তকের প্রায় অধিকাংশই তাহার কণ্ঠস্থ

হইল। ৪ বৎসর বয়সে জিমির এই অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দেখিয়া শিক্ষক মহাশয় জিমিকে খুব ভাল বাসিতে লাগিলেন। জিমি পাঠশালার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র হইয়া উঠিল।

শৈশবাবস্থাতেই জেম্‌সের আর একটী অতি আশ্চর্য্য স্বভাব দাঁড়াইয়া গেল। সে অতি অনুকরণপ্রিয় হইল। তাহার সম্মুখে যে যে প্রকার আচরণ বা ধরণ দেখাইত, সে তখনই তাহা শিখিয়া ফেলিত। এই জন্য তাহার সম্মুখে কোন প্রকার অসদাচরণ করা শিক্ষক ও এলীজার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইল। কারণ জেম্‌স যাহা দেখিবে, তাহাই অনুকরণ করিবে।

শিক্ষক যেরূপে ছাত্রদিগকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, জেম্‌স্‌ও শিক্ষক মহাশয়ের অনুপস্থিতি কালে সকাল সকাল পাঠশালায় আসিয়া শিক্ষকের মত গম্ভীরভাব ধারণ পূর্ব্বক ধর্ম্মপুস্তক হইতে বড় বড় বালকদিগকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। তাহার প্রশ্ন শুনিয়া তাহারা তাহাকে শিশু বলিয়া অবজ্ঞা করিত না। তাহার প্রশ্নের ধরণ দেখিয়া তাহারা অবাক্ হইয়া যাইত। অনেক সময় তাহারা সমুদয় প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিত না এবং তখন জেম্‌স স্বয়ং তাহাদের হইয়া প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করিত।

জেম্‌স খুব চৌকস্‌ ছিল। পথ চলিতে চলিতে যাহা কিছু দেখিতে ও শুনিতে পাইত, সে তাহাই শিখিয়া লইত। এইরূপে অতি অল্প বয়সেই তাহার খুব অভিজ্ঞতা বাড়িয়া গেল।

কোন কথার অর্থ না বুঝিয়া সে ক্ষান্ত হইত না। কোন বস্তু, কোন ঘটনা বা কোন বিষযেব ভিতর যতক্ষণ না উত্তমরূপে প্রবেশ কবিযা তাহা বুঝিতে পাবিত, ততক্ষণ কোন মতেই তাহাব পিপাসা মিটিত না।

পরবৎসব এলীজা ও তাঁহাব প্রতিবেশী বইণ্টনেব যত্নে তাঁহাদেব কুঁড়েব নিকট একটী পাঠশালা খোলা হইল। শিক্ষক মহাশয় এলীজাব ঘবে আহারাদি কবিতেন। এই সময় ইহাঁব সাহায্যে জেম্‌স অনেক বিষয় শিক্ষা কবিল।

৪

"আমি পারি"

জেম্‌স কখনও কোন কাজে 'না' বলিতে জানিত না। শৈশবকাল হইতে তাহাব মনে কেমন একটা আশ্চর্য্য বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, পরিশ্রম করিলে

এবং মনোযোগের সহিত কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সংসারেব কি শারীরিক, কি মানসিক যে কোন ব্যাপারে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে ; এই জন্য তাহাব মাতা তাহাকে যে কোন কাযেব কথা বলিতেন সে তখনই সেই কার্য্য কবিতে প্রবৃত্ত হইত এবং কার্য্যে সফল-কাম হইযা সহাস্য মুখে মাতাব নিকট আসিয়া বলিত "মা আমার কাজ শেষ হইয়াছে।" মাতাও অমনি আনন্দে অধীব হইয়া তাঁহার মুখ চুম্বন করিতেন।

জেম্‌সেব বয়স যখন ৮ বৎসব হইল তখন তাহাকে টমাসেব মত চাসেব কাযে প্রবৃত্ত হইতে হইল। এখন জেম্‌স বড হইয়া উঠাতে টমাস চাসের কায কতকটা তাহার উপব দিয়া অপবের ক্ষেত্রে কার্য্য কবিয়া পয়সা রোজগাব কবিতে লাগিল। জেম্‌স এখন জঙ্গলে কাঠ কাটে, শস্য কাটে এবং ক্ষেত্রের আর সব কায করে। এমন নয় যে, জেম্‌স পড়া শুনা ছাড়িয়া এই সকল কায কবিয়া বড়ই আমোদ ও মনের সুখে থাকিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জেম্‌স কোন কার্য্যে 'না' বলিতে জানিত না। সে যে কার্য্য করিত, তাহা খুব মন দিয়া করিত। বয়স অল্প হইলেও সে বুঝিতে পারিত ক্ষেত্রে না খাটিলে তাহাদের খাওয়া পরা চলিবে না ;

তাই সে ক্ষেত্রে খাটিত। আবার এই সঙ্গে সঙ্গে পড়িবার ও জ্ঞান উপার্জ্জন করিবার ইচ্ছা এতই প্রবল হইল যে, অনেক দূর দূর স্থান হইতে লোকের বাড়ী গিয়া পুস্তক চাহিয়া আনিত এবং তৈল অভাবে রাত্রিতে খড় ও কাঠের আগুণ জ্বালিয়া কুঁড়ের মেজেয় শয়ন করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেই সকল পুস্তক অধ্যয়ন করিত। জেম্‌স যখন যে বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিত, সেখানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এমন মনোযোগের সহিত পড়িত যে, তাহার সমুদয় কথা ও সমুদয় বিষয় তাহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত।

টমাস যে অর্থ আনিত তাহাদ্বারা গৃহের নিতান্ত আবশ্যকীয় সামগ্রী সকল প্রস্তুত করা হইতে লাগিল এবং সকলের পুস্তক, জুতা ও কাপড় ক্রয় করা হইতে লাগিল।

এই সময়ে এক দিন পাঠশালার এক জন সঙ্গীর সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে তাহাদের কথা হইল যে, এমন কোন কার্য্য নাই যাহা জেম্‌স পারে না। তখন সেই বালক একটী ছোট ডিম্ব লইয়া বলিল, "জেম্‌স তুমি এই ডিম্‌টা গিলিতে পার?"

জেম্‌স তখনই বলিল "হাঁ পারি!" এই বলিয়া

সে ডিম্বটা মুখে ফেলিয়া গিলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু খোলা সমেত ডিম্ব গিলিয়া ফেলা ত সহজ কথা নয়! জেম্‌স পারিল না। তাহার মুখ বিবর্ণ হইল—সঙ্গিটী মহা আনন্দে করতালি দিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু জেম্‌সের গর্ব্বিতস্বভাব এ অপমান সহ্য করিতে পারিল না। অবশেষে দৃঢ় সংকল্প করিয়া আবার ডিম্বটী মুখের ভিতর ফেলিয়া দিল এবং এবারে সত্য সত্যই সেটী গিলিয়া ফেলিল। মাতা এলীজা যখন এই কথা শুনিতে পাইলেন, তখন হাসিয়া বলিলেন—"নির্ব্বোধ ছেলে!"

জেম্‌স অহঙ্কারী ছিল না। অহঙ্কার কাহাকে বলে সে তাহা জানিত না। সে বড়ই সবলপ্রকৃতির বালক ছিল। সে বুঝিত যে, সে যে কার্য্যে হাত দিবে তাহাই করিতে পারিবে, এই জন্য কোন কার্য্য 'করিতে পারি না,' এ কথা সে বলিত না। তাহার সহজ বুদ্ধিতে 'পারি না' আসিত না। সে 'পারিই' জানিত—'পারিই' বুঝিত, তাই সে ওকথা বলিত। 'পারিব উল্‌টা' 'পারি না,' যে কি জিনিস্ তা সে কখনও যেন দেখেও নাই জানেও নাই। তবে সে কেন বলিবে 'পারি না'। এ ত সহজ কথা, অহঙ্কারের কথা নয়।

বালক জেম্‌সের এই বিশেষ গুণ দর্শন করিয়া

মাতা এলীজার হৃদয়ে যারপর নাই আশা ও আনন্দের সঞ্চার হইল। জেম্‌স একদিন ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছে —অনেকটা ভূমির পাট করিতে বাকী আছে, জেম্‌সকে ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হইতেছে। তাহাকে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিবার এই উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া জননী বলিতে লাগিলেন, "জেম্‌স! কোন কায করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে যদি তুমি একবার এই দৃঢ় সংকল্প করিতে পার যে তুমি সে কার্য্য যে প্রকারে হউক, সম্পন্ন করিবেই করিবে, তাহা হইলে তোমার সেই সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেক কার্য্য সমাধা হইয়া যাইবে। বাল্যকালে আমার পিতাকে প্রায়ই এই পুরাতন কথাটী বলিতে শুনিতাম, 'ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়।'

জেম্‌স বলিল, "ওকথাটীর অর্থ কি?"

এলীজা—"অর্থ এই যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য 'করিবই করিব' বলিয়া একবার প্রতিজ্ঞা করে এবং প্রাণপণে তাহাতে লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। যে বালক আপনার শক্তির উপর নির্ভর পূর্ব্বক নানাপ্রকার বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও স্বকার্য্য সাধন করিতে কৃতসংকল্প হয়, তাহাকে কখনই বিফলমনোরথ হইতে হয় না। জেম্‌স! তুমি

কি এইরূপে চলিতে পারিবে?" এই বলিয়া চতুরা জননী পুত্রকে বুঝিবার অভিপ্রায়ে উত্তর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। জেম্‌স সজোরে বলিল, "হাঁ পারিব।"

তখন জননী আবও উৎসাহের সহিত বলিতে আরম্ভ করিলেন। "সর্ব্বদাই নিজের শক্তি সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিবে। যখন যে কার্য্য হাতে পড়িবে, সর্ব্বদাই 'আমি পারি' এই কথাটী মনে রাখিও, তাহা হইলে তুমি কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। 'যাহারা উদ্যমশীল, পরমেশ্বর তাহাদিগের সহায়' এই কথাটীতে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। তোমার পিতার মৃত্যুর পর হইতে তিনি আমাকে আশ্চর্য্যরূপে সহায়তা করিতেছেন! যখন তাঁহার মৃত্যু হইল, তখন আমি কোন্ পথে চলিব, তাহার কিছুই জানিতাম না। এই অরণ্যে কেমন করিয়া বাস করিব, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, এবং অরণ্য ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া বাস করিবারও কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না। এইরূপে আর অন্য উপায় না দেখিয়া আমি তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর পূর্ব্বক মানুষের পরামর্শ পরিত্যাগ করিয়া নিজের শক্তির দিকে দৃষ্টি রাখিলাম—আমার সকল দিক্ রক্ষা হইল। আমি এই রূপে আশাতীত সফলতা লাভ

করিয়াছি। আমরা যদি যথাশক্তি কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, পরমেশ্বর আমাদের যত্ন ও আমাদের শক্তির সহায় অবশ্যই হইবেন।"

জেম্‌স জিজ্ঞাসা করিল, "যদি আমরা যথাশক্তি কার্য্যে প্রবৃত্ত না হই তাহা হইলে তিনি কি করেন ?"

উত্তর—"তিনি সহায় হইবেন না। মানুষের এতদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর হইতে পারে না। তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমরা কোনও কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না।"

জেম্‌সের মনে এখন একটী সন্দেহ উপস্থিত হইল। জেম্‌স জানিত পরমেশ্বর মানুষকে কেবল ধার্ম্মিক হইতে সহায়তা করেন। তাই সে জননীকে বলিল, "আমি ভাবিতাম পরমেশ্বর শুধুই মানুষকে ভাল হইতে সাহায্য করেন। তিনি যে কার্য্যেরও সহায়, তাহা জানিতাম না।" জেম্‌স অতি ধীর ও গম্ভীরভাবে এই কথাগুলি বলিল।

ধার্ম্মিকা জননী এলীজা বলিলেন, "হাঁ, পরমেশ্বর মানুষকে ভাল হইতেই সহায়তা করেন। তিনি আমাদিগকে সকল বিষয়ে ভাল হইতে সহায়তা করেন—তাঁহার আশীর্ব্বাদে ভাল বালক হওয়া যায়, তাঁহার আশীর্ব্বাদে ভাল মানুষ হওয়া যায়, তাঁহার আশীর্ব্বাদে

ভাল শ্রমজীবী হওয়া যায়, তাঁহার আশীর্ব্বাদে ভাল পণ্ডিত হওয়া যায়, তাঁহার আশীর্ব্বাদে ভাল শিক্ষক হওয়া যায় এবং তাঁহারই আশীর্ব্বাদে আবার ভাল চাসা হওয়া যায়, তাঁহার আশীর্ব্বাদে সকল বিষয়েই ভাল হওয়া যায়।" এই কথা বলিতে বলিতে জননী এলীজার বদন মণ্ডলে এক সুন্দর আভা প্রকাশ হইল। বালক জেম্‌স মাতার উৎসাহ ও ভাবপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। প্রত্যেক কথা যেন তাহার হৃদয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার এখন বেশ বিশ্বাস হইল যে, পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহারা উভয়ে উত্তমরূপে কৃষিকার্য্য করিতে পারিবে।

জেম্‌সের জননী আবার বলিলেন, "যদি তুমি একটা কায ভাল করিয়া করিতে পার, তাহা হইলে আর একটা কাযও ভাল করিয়া করিতে পারিবে। এইরূপে উত্তরোত্তর যত কায করিবে ততই তুমি দিন দিন নূতন নূতন কার্য্যে সফলমনোরথ হইবে। অপরের মুখের দিকে না তাকাইয়া নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিতে শিখিবে এবং তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে।"

জেম্‌সের জননী নীরব হইলেন। জেম্‌স বাল্যকাল

হইতে এইরূপে আপন জননীর নিকট আত্মনির্ভর শিক্ষা করিতে লাগিলেন। আত্মনির্ভর জেম্‌সের হৃদয়ে দৃঢ় ভিত্তি লাভ করিল। আমরা আজ কাল সচরাচর দেখিতে পাই সংসারে লোককে মুরুব্বির পদানুসরণ করিয়া চলিতে হয়। বিশেষতঃ আমাদের দেশে এ' বিষয়ে যেমন জীবন্ত প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় এমন আর অন্য দেশে পাওয়া যায় কিনা জানি না। অনেকে বলে, "লেখা পড়াই শেখ আর যাই কর, মুরুব্বি না হইলে কোনও কায হইবে না।" আজ কাল যেন সমাজের যত পদ সমস্ত এই মুরুব্বিদিগের মুষ্টির ভিতর। যাহাদের পিতা, খুড়া, জ্যেঠা এই প্রকার মুরুব্বি তাহাদের ত কথাই নাই। আমরা জানি অনেকে মূর্খ হইয়াও এই প্রকার মুরুব্বির জোরে উচ্চ পদ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু দরিদ্র পিতৃহীন কৃষকবালক জেম্‌স গার্ফীল্‌ডের এই প্রকার মুরুব্বি ছিল না। তাঁহার হাতে ধরিয়া তুলিবার বা পশ্চাৎ হইতে ঠেলিয়া দিবার লোক ছিল না। তিনি বাল্যকাল হইতে নিজের দু খানি ক্ষুদ্র পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছিলেন।

সংসারে যাহারা অপরের মুখের দিকে তাকাইতে অভ্যস্ত হয় তাহাদের জীবন এমনই অসার হইয়া দাঁড়ায়

যে, তাহারা মনুষ্য নামের উপযুক্ত কিনা, তাহা বুঝা যায় না। এই সকল লোক মৃত। কিন্তু যাহারা বাল্যকাল হইতে সংসারে সকল কাযে নিজের দু খানি হাত, দু খানি পা ও সর্ব্বোপরি ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে শিখে তাহারা প্রকৃত মানুষ। সংসারে তাহাদের অস্তিত্ব আছে। বালক গারফীল্ড জানিত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া না খাটিলে সংসারে তাহার অন্ন বস্ত্র মিলিবে না। তাহার মুখপানে তাকায় এমন আর কেহই ছিল না। সুতরাং তিনি নিজেই নিজের সহায় সম্বল ছিলেন। গারফীল্ডের চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি একবার যুবকদিগকে সম্বোধন করিয়া যে উপদেশ দেন তাহাতেই তাঁহার বাল্যজীবনের অতি উত্তম পরিচয় পাওয়া যায়। উপদেশটী এই :—

"হে যুবক! তোমরা বেশ জানিও অবস্থা স্বয়ং আসিয়া তোমাদের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিতে পারে না। যদি সংসারে রাজমুকুট পরিতে বাসনা থাকে তবে তাহা লাভের জন্য উদ্যোগী হও—অনবরত সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাক। বিনা সংগ্রামে অক্ষত শরীরে যে মুকুট লাভ করা যায় তাহার আবার মূল্য কি? যে অলস তাহার আবার বিশ্রাম সুখ কি? জীবনে

যে সৌভাগ্য বা যে ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে সমস্তই যেন স্বয়ং পরিশ্রম ও সংগ্রাম করিয়া করিতে পার। তুমি নিজে পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিলে না তাহাতে তোমার গৌরবই বা কি আর আত্ম-প্রসাদই বা কি? দারিদ্র্য যেন তোমার উন্নতির পথের কণ্টক না হয়। আমি আমার নিজ জীবনে দেখিয়াছি দারিদ্র্য স্পৃহনীয় নহে বটে; কিন্তু আবার ইহাও বলিব যে, জীবনসংগ্রামে যদি জয়যুক্ত হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে চাও তাহা হইলে তোমাকে .বার বার ধাক্কা খাইয়া পড়িতে হইবে এবং উঠিতে হইবে। যতই তুমি উদ্দেশ্য-লাভে ভগ্নমনোরথ হইবে, ততই তোমার শক্তির বিকাশ হইবে—ততই তুমি মানুষ হইতে থাকিবে। যে যুবক জীবনসংগ্রামে ধাক্কা খায় না তাহার মূল্য হয় না, এটী নিশ্চয় জানিও। আমি যতদূর জানি তাহাতে এমন এক জনকেও দেখি নাই যে জয়ী হই-বার উপযুক্ত হইয়াও জীবনসংগ্রামে মারা গিয়াছে। যে যুবাপুরুষ জীবনের মূল্য বুঝিয়াছে, যে জীবনের গৌরব সাধন করিতে বাসনা করে, সে যেন চিরকাল অপরের নিকট দাসখত লিখিয়া আত্মবিক্রয় না করে; এমন কি সে যেন চিরদিন অপরের আজ্ঞার অধীন

হইয়াও না চলে। হে যুবাপুরুষ! তুমি আজ্ঞাবহ না হইয়া আজ্ঞাদাতা হইবে। তুমি চিরদিন যেন অপরের কার্য্যে নিযুক্ত না থাক—তুমি অপরকে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে। পৃথিবীতে এমন অক্ষম অথবা ক্ষুদ্র কেহই নাই যে কোন না কোন প্রকারে সর্দ্দারের কায করিতে পারে না। অতএব সকল সময় ও সারা জীবন ভৃত্যের কার্য্য না করিয়া যুবকগণের আপন মনুষ্যত্ব সাধনের জন্য প্রভুর কার্য্য নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া উচিত। একটা ঘোড়া অথবা এক খানা গাড়ীর চালক হওয়াও ভাল।"

জেম্‌সের বয়স যখন আট কি দশ বৎসর তখন তাহার জীবনে আর একটী সুন্দর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। জেম্‌স একদিন আপন পিশির সন্তান ভ্রাতা হেন্‌রী বইণ্টনের সহিত পাঠশালায় বসিয়া অত্যন্ত চঞ্চলতা প্রকাশ করে। তাহারা যে ইচ্ছাপূর্ব্বক এই প্রকার আচরণ করে তাহা নহে, বালকস্বভাবসুলভ চাপল্য প্রযুক্তই তাহারা এইরূপ করে। শিক্ষক মহাশয় দেখিলেন যে, বালক দুটী মধ্যে মধ্যে বড়ই হাসিয়া উঠিতেছে এবং তদ্দ্বারা বিদ্যালয়ের নিয়মভঙ্গ হইতেছে। তিনি ভাবিলেন যে তদ্দণ্ডেই বালকদিগকে শাসন করা

উচিত। এই ভাবিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "জেম্স আর হেন্‌রী তোমরা দুজনেই বই রাখিয়া এই মুহূর্ত্তে বাড়ী যাও।"

শিক্ষক মহাশয় খুব কড়া লোক ছিলেন। বালকগণ তাঁহার বজ্রগম্ভীর চীৎকার শব্দে হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিল এবং হেন্‌রী ও জেম্স অবাক্ হইয়া গেল। তাহারা কি করিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। এই সময় আবার তিনি বলিয়া উঠিলেন, "যাও এখনই যাও একটুও বিলম্ব কর না!" জেম্স বলিল, "আমি চলিলাম।" কিন্তু হেন্‌রীর মুখে কথা সরিল না। উভয়েই বিদ্যালয় হইতে বাহির হইল। হেন্‌রী এদিক্ ওদিক্ করিয়া থতমত খাইয়া একটু পরে বাড়ী চলিয়া গেল আর ফিরিল না। এদিকে জেম্স পাঠশালা হইতে বাহির হইয়াই এক দৌড়ে বাড়ী গেল এবং সেখানে কাহাকেও কিছু না বলিয়া আবার তখনই বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিল। জেম্স এত অল্প সময়ের মধ্যে বাড়ী গেল এবং বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিল দেখিয়া শিক্ষক মহাশয় মনে করিলেন, সে আদৌ বাড়ী যায় নাই; এই জন্য তিনি বলিলেন, "জেম্স! তুমি বাড়ী গেলে না! আমি তোমাকে যে বাড়ী যাইতে বলিলাম?"

জেম্স অমনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "আমি ত বাড়ী গিয়াছিলাম!" শিক্ষক মহাশয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কি বাড়ী গিয়াছিলে?" তখন জেম্স বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, আমি বাড়ী গিয়াছিলাম। আপনি ত আমাকে বাড়ীতে থাকিতে বলেন নাই।" শিক্ষক মহাশয় জেম্সের সরল আচরণে যারপর নাই প্রীত হইয়া আবার তাহার পাঠে মনোনিবেশ করিতে বলিলেন।

৫

মা ও ছেলে

আজ রবিবার—খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে রবিবার অতি পবিত্র দিবস। আজ জেম্সের মাতা এলীজা পুত্রকে বলিলেন, "জেম্স! আজ নগরের উপাসনালয়ের উচ্চ চূড়া হইতে মুহুর্মুহু ঘণ্টারব হইতেছে—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উপাসনালয় সকল আজ বালক বালিকাতে পরিপূর্ণ হইতেছে। আমরা এই নির্জ্জন স্থানে বাস করিতেছি, ঘণ্টারব আমাদিগকে উপাসনালয়ে ডাকিতেছে না বলিয়া কি আমরা আজিকার দিনের কথা ভুলিয়া যাইব? কখনই না—যতদিন জীবিত থাকিবে তত-

দিন আজিকার বারের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য স্মরণ করিতে ভুলিও না।"

জেম্‌স বলিল, "মা! আমাদের এখানে ঘণ্টা থাকিলে বেশ ভাল হইত। সহরের চেয়ে অরণ্যে ঘণ্টার রব কেমন ভাল শুনা যায়!"

মাতা বলিলেন, "অরণ্যে ঘণ্টারব শুনিলে সহরের ভাব মনে হয়—নির্জ্জনতা যেন চলিয়া যায়।"

জেম্‌স বলিল, "মা, আমার সহরে বাস করিতে ইচ্ছা করে। তুমি বলিলে সেখানে কেমন বড় বড় উচ্চচূড়া উপাসনালয় আছে!"

এই অরণ্য মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারকগণের গতিবিধি ছিল। এই সময় যেমন অরণ্যবাসীরা বেশী লেখা পড়া জানিত না সেইরূপ এখানকার এই সময়ের প্রচারকগণও লেখা পড়ায় পণ্ডিত ছিলেন না। ধর্ম্মের জন্য যাঁহাদের প্রাণ ব্যাকুল হয়, তাঁহারা সংসারে মোহান্ধ হইয়া মানব জীবনের গুরুত্ব ও মহৎভাব ভুলিয়া অবুঝ ও ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া থাকিতে পারেন না। সংসারে যে সকল লোক মানবজীবনের এই প্রকার উচ্চভাব বিস্মৃত হইয়া জড়ভাবাপন্ন হইয়া বাস করিতেছে, তাহাদিগকে জাগ্রত করিবার নিমিত্ত চিরদিনই ধর্ম্মপরায়ণ লোকেরা ব্যাকুল

হইয়া ধর্ম্ম প্রচার ব্রতে ব্রতী হইয়া থাকেন। এই প্রকারেই জগতে ধর্ম্ম প্রচারকের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং যে সকল মহাত্মা মানবের এই প্রকার দুর্গতি দেখিয়া ধর্ম্ম প্রচার ব্রতে ব্রতী হন, তাঁহারা সকলেই যে পণ্ডিত হইবেন এমন কোন কথা নাই। আমরা যে সকল ধর্ম্মপ্রচারকের কথা বলিতেছি, তাঁহারা সাধু লোক ছিলেন। তাঁহারা সভ্যতা কাহাকে বলে জানিতেন না, কিন্তু তাঁহারা অতিশয় সবল ও কর্ম্মক্ষম ছিলেন। তাঁহাদের চরিত্রের এমন একটা প্রভাব ছিল যে, তাঁহাদের সম্মুখে কেহ অসৎ কার্য্য করা দূরে থাকুক, অসৎ চিন্তাও হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিত না।

এব্রাম গারফীল্ডের মৃত্যুর পূর্ব্বে হইতে এই সকল ধর্ম্মপ্রচারক তাঁহাদের আবাসে প্রচারার্থ আগমন করিতেন। ইহাঁরা শিষ্য নামক একটী সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। এব্রামস সস্ত্রীক এই শিষ্য সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হন। ইহাঁরা যখন এই সকল স্থানে ধর্ম্মের কথা বলিতে আসিতেন, তখন চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে চাসাগণ গরুর গাড়ীতে, ঘোঁড়ায় অথবা তাদৃশ অন্য কোন যানে চাপিয়া বালক বৃদ্ধ যুবা স্ত্রী পুরুষ সকলে

মিলিয়া এই সকল লোকের নিকট আসিয়া ধর্ম্মের কথা শুনিয়া পরম প্রীতি লাভ করিত।

এই সকল ধর্ম্মপ্রচারক প্রকৃত তেজস্বী ও ভক্ত লোক ছিলেন। তাঁহারা জল কাদা ভাঙ্গিয়া অরণ্যে অরণ্যে, লোকের কুঁড়েতে কুঁড়েতে পবিত্র ধর্ম্মের সংবাদ লইয়া ঠিক্ যেন স্বর্গীয় দূতের ন্যায় আগমন করিতেন। বিনা সম্বলে পথ পর্য্যটন করিতে করিতে যেখানে আহারের সময় হইত অথবা রজনী আসিত সেই থানেই ইহাঁরা আহার, বিশ্রাম ও রাত্রিবাস করিতেন। ইহাঁদের দ্বারা সে সময়ে অরণ্যপূর্ণ স্থানে অরণ্যবাসী জনগণের বিশেষ উপকার সাধিত হইত।

জেম্‌স যখনই এই প্রকার প্রচারকের আগমন বার্ত্তা শুনিতে পাইত, তখনই অতি আগ্রহের সহিত তাঁহাদের কথা শুনিতে যাইত।

প্রতিদিন অথবা প্রতি রবিবারে কিছু এই সকল প্রচারকদিগকে পাওয়া যাইত না। কিন্তু জননী এলীজা প্রায়ই বাইবেল ধর্ম্মপুস্তক লইয়া এই সময় আপন পুত্রকে অতি ভক্তিপূর্ব্বক ধর্ম্মের কথা শুনাইতেন। জননী সন্তানকে ধর্ম্মভীরু করিতে চাহিয়াছিলেন। দরিদ্র জননীর ভগবান বিনা আর কে আছে? সেই জন্য এলীজা

বাল্যকাল হইতে আপন সন্তানকে সেই ভগবানের কথা অতি যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করাইতেন। জেম্‌স সর্ব্বদাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে আপন মাতাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। মাতাও যথাসাধ্য পুত্রকে ধর্ম্মের কথা বুঝাইয়া দিতেন। ক্রমে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনেক গল্প ও অনেক ইতিবৃত্ত তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম পুস্তককে তাঁহার জননী ঈশ্বরের গ্রন্থ বলিতেন। এক দিবস জেম্‌স মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে ভগবান স্বয়ং এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন?"

জননী এলীজা উত্তর করিলেন, এই পুস্তক মানুষের লিখিত অপর কোনও প্রকার গ্রন্থের মত নহে। "এই জন্য বলি ইহা স্বয়ং ঈশ্বর লিখিয়াছেন, মানুষ যে সকল গ্রন্থ প্রচার করিয়াছে তাহার একখানিও ইহার মত নহে।"

জেম্‌স—"মা তুমি না একদিন বলিয়াছিলে যে মুশা, পল প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই ধর্ম্ম পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।"

এলীজা বলিলেন, "হাঁ সত্য বটে তাঁহারা এই ধর্ম্মপুস্তক লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ে নিজ বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে না চলিয়া সম্পূর্ণরূপে ভগবানের

দ্বারা চালিত হইয়া এই কার্য্য করিয়াছিলেন। ভগবানের সাহায্য বিনা তাঁহারা কখনই এইরূপ কার্য্য করিতে পারিতেন না। পরমেশ্বর স্বয়ং তাঁহাদের অন্তরে আবির্ভূত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাঁহারা তাহাই লিখিয়াছিলেন।”

জেম্‌স এইরূপে বুঝিলেন যে, বাইবেল ভগবানের গ্রন্থ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহাতে যে সকল গল্প আছে, সে সকল গল্প কি সত্য?” মাতা বলিলেন “হাঁ সকল গল্পই সত্য।”

বাইবেলে উল্লেখ আছে যে, জোসেফ তাঁহার একটী পুত্রকে অপর পুত্রগণ অপেক্ষা বেশী ভাল বাসিতেন, এই জন্য তাঁহাকে একটী ভাল জামা দিয়াছিলেন। জেম্‌স এই গল্প শুনিয়া আপন জননীকে জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁ মা! জোসেফ যদি ভাল লোক ছিলেন তবে তিনি কেন এমন অন্যায় কার্য্য করিলেন? তিনি তবে একটী ছেলেকে বেশী ভালবাসা দিতেন কেন?”

এলীজা বলিলেন, “কখনও কখনও ভাল লোকেরাও অন্যায় কায করিয়া ফেলেন।”

জেম্‌স—“তবে ভাল লোক আর মন্দ লোক পৃথক্ করিব কিরূপে?”

বালকের প্রশ্নের উত্তরে এলীজা বলিলেন, "ভাল লোক মন্দ লোকের মত ক্রমাগত অন্যায় কার্য্য করিতে পারেন না।"

জেম্‌স—"ভাল লোকেরা একেবারেই কি মন্দ কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারেন না?"

এলীজা—"হাঁ। তা পারেন বই কি—ভগবানের কৃপা হইলেই পারেন।"

জেম্‌স—"পরমেশ্বর কি নিয়ত তাঁহাদিগকে ভাল হইতে সাহায্য করেন না?"

এলীজা বলিলেন,—"না"। জেম্‌স আবার প্রশ্ন করিল, "কেন তিনি সাহায্য করেন না?" উত্তর—"বোধ হয় তাহারা তাহার উপযুক্ত নয়।"

জেম্‌স আবার জিজ্ঞাসা করিল, "মানুষ কি তাঁহার সাহায্য ব্যতীত ভাল হইতে পারে না?" এলীজা এবার অতি স্পষ্ট স্বরে এবং সজোরে বলিলেন, "না—তাঁহার সাহায্য ও তাঁহার কৃপা ভিন্ন মানুষ কোনও মতেই ভাল হইতে পারে না। মানুষ এমনই দুরন্ত যে সহজে ভাল হওয়া তাহার সাধ্য নয়।"

যে সকল লোক ভাল বলিয়া জনসমাজে পরিচিত

তাহারা যে আবার মন্দ কার্য্য করিতে পারে—জেম্‌সের সে ধারণা হইল না।

জেম্‌স এইরূপে মাতাকে ধর্ম্ম পুস্তক ও নীতি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। এতদ্দ্বারা আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জেম্‌সের কতদূর অনুসন্ধিৎসা ও কেমন সূক্ষ্ম বুদ্ধি ছিল। যে বালক কালে এত বড় উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিল সে যে বাল্যকালে এই প্রকার তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

মাতা এলীজার ধন বলও ছিল না লোক বলও ছিল না। তিনি যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া ও ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া এইরূপে আপন পুত্র কন্যাদিগকে ধর্ম্মোপদেশাদিদ্বারা মানুষ করিতে লাগিলেন। টমাস, মেহেতাবেল ও জেম্‌স তিনটীই যেন এক একটী রত্ন হইয়া উঠিল। যে গৃহে মাতার এইরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠা সেখানে সন্তান ভাল হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সে নির্ম্মল স্বর্গীয় অন্তর লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। যেমন আকাশ হইতে নির্ম্মল জল ভূতলে পতিত হইয়া সমল হয়, সেইরূপ শিশুসন্তান গৃহের পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের ও সমাজের সঙ্গ দোষে মলিন-অন্তর হইয়া উঠে। মাতা এলীজা সেই

জন্ম অতি সাবধানে প্রথম হইতেই আপন তনয় তনয়াকে ধর্ম্মাবরণে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

জেম্‌সের বয়ঃক্রম যখন ৮ বৎসর তখন যুক্তরাজ্যের সহরতলীতে মদ্যপান নিবারণের এক আন্দোলন উত্থিত হয়। ক্রমে সেই আন্দোলনের তরঙ্গ সমস্ত রাজ্যময় ছড়াইয়া পড়িল। এলীজা বাল্যকাল হইতেই পুত্রের নিকট মদ্যপানের দোষ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রায় প্রতিদিন মদ্যপানের দোষ উল্লেখ করিয়া যাহাতে আপন পুত্র কন্যাদিগকে সেই পাপে কস্মিন্‌কালেও লিপ্ত না হইতে হয়, তন্নিমিত্ত সাবধান করিতেন। তিনি বলিতেন, "মদ্যপান অতিশয় পাপ। তোমার পিতা মদ্যপায়ীদিগের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। মানুষ মনে করে একটু পান করিয়াই ক্ষান্ত হইবে; কিন্তু প্রায় সকলেই প্রলোভনে পড়িয়া ঘোরতর মাতাল হইয়া পড়ে এবং ক্রমে মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। মদ্য বিষবৎ অনিষ্টকারী সামগ্রী অথচ লোকে যে কেন এই বিষপান করিয়া ঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়, তাহা বুঝা যায় না।" মাতার কথা শুনিয়া জেম্‌স বুঝিতে পারিল যে সুরাপান অত্যন্ত দোষাবহ, এবং তাহার পিতা সুরাপায়ীকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। জেম্‌স

প্রতিজ্ঞা করিল, এমন পাপ কখনও করা হইবে না।

মহাত্মা ওয়াশিংটন আমেরিকাকে যখন মহামূল্য স্বাধীনতা ভূষণে বিভূষিত করিলেন, তখন তাঁহার সাহায্যার্থ জেম্‌স গারফীল্‌ডের পূর্ব্বপুরুষেরা সমরক্ষেত্রে নিজ নিজ শোণিতপাত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার ঘোরতর সংগ্রাম হয়! এই সংগ্রামকালে অসংখ্য লোক স্বাধীনতারূপ রত্নলাভের নিমিত্ত ভীষণ যুদ্ধানলে জীবন আহূতি প্রদান করিয়াছিল। তাহাদের সেই পবিত্র কার্য্যে অকাতরে জীবনদান হইতেই আমেরিকা চিরকালের জন্য স্বাধীন হইয়াছে। এই যুদ্ধে যাহারা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এলীজার পূর্ব্বপুরুষগণ সংগ্রামে বহু সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাই আজ সেই সকল কথা স্মরণ করিয়া জননী পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; "যাহা ঠিক্ বুঝিবে, তাহা করিতে কখনই ভীত হইও না। যে ব্যক্তি ঠিক্ বুঝিয়াও কার্য্য করিতে ভয় পায়, পৃথিবীতে তাহার মত অধম কাপুরুষ আর কেহ নাই।"

জেম্‌স জানিত না যে, মানুষ যাহা ঠিক্ বলিয়া বুঝিতে পারে, তদনুরূপ কার্য্য করিতে আবার কেহ ভয়

পায়। সেই জন্য সরলস্বভাব বালক বলিল, "মানুষ যাহা ঠিক্ বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহা যে কেন করিতে পারিবে না, আমি তাহা বুঝিতে পারি না।"

চতুরা জননী বলিলেন, "ঠিক্ কার্য্য করিতে কখনও কোনও বালকের ভয় পাওয়া উচিত নয়। আমি জানি বালকেরা কখন কখন ঠিক্ কার্য্য করিতে সাহস পায় না।"

জেম্‌স্ মাতার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল এবং ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কখন?"

এলীজা বলিলেন, "যখন তাহারা কু-সঙ্গীর কথায় ভুলিয়া শিক্ষক অথবা মাতার আদেশ পালনে অনিচ্ছা করে।"

জেম্‌স বলিল, "মা! তুমি কি আমাকে বড় হইলে এই উপদেশ অনুসারে চলিতে বলিতেছ?"

এলীজা বলিলেন, "না এখন হইতেই তুমি এই উপদেশ অনুসারে চলিতে চেষ্টা করিবে। কেন না বাল্যকালে যাহা করিতে পারিবে না, বুড় হইলে যে তাহা পারিবে, তাহার প্রমাণ কি? আজ যে বালক, কাল সে যুবক। বাল্যকালে যে কাপুরুষ, যুবা বয়সেও সে কাপুরুষ। অতএব তোমার সঙ্গীরা যদি তোমাকে

বিদ্রূপ করে, তাহা হইলেও তুমি তাহাদের কথায় ভুলিয়া মাতা অথবা শিক্ষকের উপদেশ অবহেলা করিবে না।”

জেম্‌স মাতার এই আদেশের উত্তরে বলিল, “আমি ত তা করি না।

মাতা বলিলেন, “হাঁ আমি তা জানি; তুমি প্রায়ই তা কর না—সকল সময় হয় ত পার না। আমি তাই বলিতেছি যে, যাহা হইয়াছে, তা হইয়াছে ভবিষ্যতে যেন তুমি এ বিষয়ে অধিক মনোযোগ দিতে পার; তোমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার অধিক ক্ষমতা জন্মে—অধিক সাহস হয়। যতই তোমার বয়স বাড়িবে ততই দেখিতে পাইবে যে, শত শত প্রলোভন আসিয়া তোমাকে কুপথে যাইতে আহ্বান করিতেছে। যদি তোমার চরিত্র সিদ্ধ না হয়—অন্যায় ও অপবিত্রতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার যদি সেরূপ শক্তি না জন্মে—তাহা হইলে কোন প্রকারেই তুমি সে সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিবে না। প্রলোভন ও পাপকে জয় করিতে হইলে অকুত সাহসের প্রয়োজন।”

তখন জেম্‌স বলিল, “মা! তুমি না বলিয়াছিলে, এইরূপ স্বাধীন ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তেজ দেখাইতে

গিয়া পূর্ব্বকালে দানিয়লকে সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল, তবে সকল সময় এত তেজ দেখান কি ভাল?"

এলীজা বলিলেন, "ঠিক কথা বলিয়াছ। দানিয়ল অন্যায়কারী রাজবন্ধুকে ঘৃণা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া পশুরাজ সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। যে অন্যায়কে ঘৃণা করিয়া ন্যায়ের পূজা করে এবং ন্যায়কে রক্ষা করে সেই পরমেশ্বরের গৌরব রক্ষা করে—পরমেশ্বর তাহার সহায় হন। তাই পরমেশ্বর দানিয়লের সহায় হইয়াছিলেন। দানিয়ল যদি রাজ-প্রসাদে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় অন্যায়ের নিকট মস্তক অবনত করিতেন, তাহা হইলে পরমেশ্বর তাঁহাকে সহায়তা করিতেন না। কিন্তু তিনি অন্যায়ের দিক্ হইতে পশ্চাৎপদ হইয়া ন্যায়ের সেবা করিয়া সিংহের মুখে গিয়াও ঈশ্বরের সহায়তা লাভ করিলেন। তুমি যদি দানিয়লের মত নৈতিকবলে বলী হইতে পার, তাহা হইলে আমি যার পর নাই সুখী হইব। দেখ, দানিয়ল সিংহের মুখে গিয়াও কেমন আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছিলেন!"

মাতার মুখ হইতে রবিবারের এই উপদেশ শ্রবণ

করিয়া জেম্‌সের হৃদয়ের অন্ধকার যেন দূর হইয়া গেল। অন্যায় অসত্য অপবিত্রতা যেন তাহার নিকট রাক্ষসবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। জেম্‌সের হৃদয়ে অকৃত সাহস ও প্রভূত বল আসিয়া উপস্থিত হইল। জীবন সংগ্রামে অন্যায় অসত্য আসিয়া তাহাকে পরাস্ত করিবে —মাতার এই অমূল্য উপদেশ অনুসারে চলিতে তাহাকে অসমর্থ করিবে ইহা কখনই হইতে পারে না। জেম্‌স আস্ফালনপূর্ব্বক এই বাল্যসময়েই মনে মনে কঠোর সংকল্প করিলেন, "সুরাপান করিব না, কুসঙ্গে পড়িয়া মাতার আদেশ অবহেলা করিব না, প্রাণ যায়—সকলের অপ্রিয় হই সেও ভাল, তথাপি যাহা অন্যায় বুঝিব জীবনে কখনই তাহা করিব না, অন্যায়ের সহিত চির জীবনের জন্য ঘোর শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত থাকিব।"

সাধ্বী ও ধর্ম্মপরায়ণা জননী সন্তানকে ধর্ম্মের অক্ষয় কবচে আবৃত করিয়া সংসার সংগ্রামে ছাড়িয়া দিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন, তাই তিনি সময় পাইলেই পুত্রকে লইয়া যথাসাধ্য সদুপদেশ প্রদান করিতেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গারফীল্‌ডবংশের পূর্ব্ব-পুরুষগণ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহাদের বংশের লোকেরা

যে বর্ম্ম পরিধান করিয়া যুদ্ধে গমন কবিত, সেই বর্ম্মের সঙ্গে সংলগ্ন একখানি তববারি ছিল, সেই তরবারিতে এই কয়েকটী কথা লিখিত ছিল,—"আমি বিশ্বাসবলে জয়ী হইব।"

জেম্‌সের মাতা এই বর্ম্ম ও এই তরবারির উল্লেখ করিয়া এই কথা কয়েকটীর যথার্থ অর্থ বুঝাইয়া দিয়া পুত্রকে বলিলেন, "জেম্‌স! বিশ্বাসবলের অর্থ—পরমেশ্বরে বিশ্বাস। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপর বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার পবিত্র ন্যায়বলে বলী হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, যে কোন সংগ্রামই হউক না কেন, নিশ্চয় তাহাতে সে জয়ী হইবে। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মানুষ যাহা ঠিক্ বুঝিবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর স্থাপন করিয়া সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সে কখনও বিফল হইবে না—তাহার জয় হইবেই হইবে।"

এই শেষ উপদেশ দ্বারা জেম্‌সের অহঙ্কার করিবার পথ বন্ধ হইয়া গেল। জেম্‌স দেখিল শুধু আপন বিক্রমের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, যাহা ন্যায় তাহা রক্ষা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে হইবে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার মহান্ ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসের সহিত নির্ভর করিতে হইবে। ক্রমে এই উপদেশ তাহার নিকট অতিশয়

স্বাভাবিক বলিয়া প্রতীত হইল। ক্রমেই জেম্‌সের ধর্ম্মে মতি হইতে লাগিল। তাহার পিশা মহাশয় বইণ্টন সাহেব প্রায়ই তাহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মের কথা বলিতেন। বইণ্টন সাহেব সাধু ও ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন, তিনি সর্ব্বদাই একখানি ধর্ম্মপুস্তক সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেন। সুতরাং এই প্রকারে ধার্ম্মিক লোকের সহবাসে ও সদুপদেশে বাল্যকাল হইতে জেম্‌সের অন্তরে ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার হইতে লাগিল।

৬

কৃষক

টমাসের বয়স এখন একুশ বৎসর। জেম্‌সের বয়স বার বৎসর। টমাসের এই বয়সে এব্রামের মৃত্যু হয়—টমাস পিতার মৃত্যুর পর নিজে সমস্ত চাসের কাষ করিত। যখন জেম্‌সকে প্রথম পাঠশালায় পাঠান হয়, তখন জননী এলীজার বড় সাধ হইয়াছিল যে, ছেলেতোবের ও জেম্‌সের সঙ্গে টমাসকেও পাঠশালায় পাঠান; কিন্তু তখন টমাস বলিয়াছিলেন, "মা, বাবা বাঁচিয়া থাকিলে আমিও

যাইতাম—কিন্তু আমাকে তাঁহার চাসের কায করিতে হইতেছে—আমি চাস না করিলে তোমরা কি খাইবে? তাই বলি আমি চাসের কায করি জেম্‌স আর মেহেতা-বেল পাঠশালায় পড়িতে যাক্।" জেম্‌স ক্রমে বড় হইয়া উঠিয়া চাসের কায করিতে শিখিল, এখন টমাস মার সুবিধার জন্য আর একখানি কুঁড়ে বাঁধিতে সাধ করিল। এই জন্য মাতার আদেশ লইয়া জেম্‌স দূরস্থানে গিয়া কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন করিতে বাসনা করিল। তাই আজ সে জেম্‌সকে ডাকিয়া বলিল, "ভাই জেম্‌স, তোমাকে এখন পূরাপূরি চাসের কায করিতে হইবে। আমি কিঞ্চিৎ পয়সা রোজকার করিয়া আনিব। আমাদের আর একখানা কুঁড়ে না হইলে মার বড় ক্লেশ হয়।"

জেম্‌স অতিশয় আনন্দের সহিত টমাসকে বিদায় দিল। টমাস ছয় মাসের জন্য বিদায় লইয়া শারীরিক শ্রম দ্বারা কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতে চাহিল দেখিয়া জেম্‌সের অন্তরে আজ আনন্দ ধরে না। জেম্‌সের বড় ইচ্ছা যে সেও ঐরূপে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনে।

কিন্তু এতকাল ধরিয়া জেম্‌স টমাসের কাছে পিতার স্নেহ পাইয়া আসিতেছিল। সর্ব্বদা যাহার

সঙ্গে বাস করিত, আজ সেই পিতৃসম জ্যেষ্ঠ সহোদরকে বিদায় দিতে মনে বড় ক্লেশ হইল। কিন্তু তাহার মস্তকে এখন যে কার্য্যের ভার পড়িল, তাহাতে আর তাহার অপব ভাবনা বা শোক করিবাব সময় রহিল না। টমাস একে একে তাহাকে সমস্ত চাসেব কায বুঝাইয়া দিতে লাগিল। জেম্‌স আপন সহোদরের নিকট সমস্ত কার্য্য বুঝিয়া লইতে লাগিল। তাব পর অচিবেই জেম্‌স মিচিগান নামক স্থানে চলিয়া গেল।

এলীজা টমাসকে বিদায় দিয়া বিষণ্ণ হইলেন। এই অরণ্য মাঝে তাহাদেব একজন দুঃখের সঙ্গী কমিয়া গেল। তাঁহাব মন অতিশয় উদাস ভাবপূর্ণ হইল। কিন্তু তিনিও অধিককাল সে বিষাদ হৃদয়ে পুষিয়া রাখিতে পারিলেন না। কেননা জেম্‌সকে লইয়া তাঁহাকে চাসে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

জেম্‌স ইতিপূর্ব্বে টমাসের সঙ্গে চারি বৎসর হইতে চাস শিখিয়া আসিতেছিল। সকলেই তাহাকে কার্য্যপটু দেখিয়া 'কৃষক বালক' বলিত। কিন্তু জেম্‌স এখন আর 'কৃষক বালক' রহিল না। এখন সে স্বয়ং কৃষক—কৃষিকার্য্যে তাহার অতিশয় অভিজ্ঞতা জন্মিতে লাগিল।

জেম্‌স বালককালে এই প্রকার কৃষিকার্য্যে ও কঠোর পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিলেও তাহার অন্তর শুষ্ক ও নিরস ছিল না। যেস্থানে ইহাদের বাস সেই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি রমণীয় ছিল। তরঙ্গায়িত প্রান্তর, নদী ও পর্ব্বতমালা সমন্বিত সুবিস্তীর্ণ অরণ্য—এই সকল মিলিয়া এই স্থানটীকে এমন সুন্দর ও মনোহর করিয়াছিল যে, তাহা দেখিলেই মন আপনা আপনি স্রষ্টার গভীর অনন্ত সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিয়া যায়। জেম্‌স এই সকল দৃশ্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিত।

টমাস চলিয়া গেলে পর জেম্‌স স্বহস্তে কখনও কোদাল কখনও বা সাবল ধরিয়া এবং হলচালনা করিয়া ভূমি চাস করিতে লাগিল। প্রতিবেশিগণ জেম্‌সের কার্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। জেম্‌স বালক হইলেও একজন যুবাপুরুষের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল। তাহারা শারীরিক পরিশ্রমে তাহার নিকট পরাস্ত মানিল।

জেম্‌স এইরূপে ঘোরতর পরিশ্রম করিয়া মনের সুখে জীবন যাপন করে—ক্লেশ কাহাকে বলে তাহা সে জানে না। সে জানিত পৃথিবীর ধারাই এইরূপ—

মাথার ঘাম পায়ে না ফেলিলে এক মুষ্টি অন্ন যোটে না। *এক দিন জেম্‌স এই প্রকারে ক্ষেত্রে কার্য্য করি-*তেছে, এক জন প্রতিবেশী আসিয়া জননী এলীজাকে বলিল, "আপনার কৃষক বালক খুব কাযের লোক হইয়াছে; আমরা যেমন কায করিতে পারি, সেও তেমনি পারে।" তার পর এলীজা বলিলেন, "আমাদের আরণ্য-জীবন কঠোর পরিশ্রমময় হইলেও আমাদের যে দারিদ্র্য তাহা নগরবাসী লোকের দারিদ্র্যের মত তত ক্লেশকর নহে।"

এলীজার এই কথাটী প্রতিবেশীর ভাল লাগিল না। কিন্তু এলীজা আবার বুঝাইয়া বলিলেন, "যাহারা নগরে বাস করে তাহারা নানারূপ দেখিয়া শুনিয়া আপনার অবস্থার উপর সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হয়। নগরে ধনীও আছে দরিদ্রও আছে। দরিদ্র ধনীর সুখ ও নিজের হীনাবস্থা দর্শন করিয়া আরও অধিক যাতনা পায়।" তখন নির্ব্বোধ প্রতিবেশী বলিল, "তবে সকলে গলাগলি করিয়া দলবদ্ধ হইয়া দরিদ্র হইলে কি সুখ আছে?" জননী অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন, তিনি বলিলেন "হাঁ তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে। দারিদ্র্য সঙ্গী ভাল বাসে।" তখন প্রতিবেশী মহাশয় বলিলেন "তবে ত

আপনাব সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের সুখী হইবার কথা ; কেননা,আমরা এই অরণ্য মাঝে সকলেই দরিদ্র—ধনের বাতাস এখানে নাই।”

জননী এলীজা অতি গম্ভীব ভাবেই এই সমস্ত কথা বলিতেছিলেন ; কিন্তু এবাবে আরও অধিক গম্ভীর ভাব ধাবণ কবিয়া বলিলেন, “পরমেশ্ববের রাজ্যে ইতর বিশেষ নাই। মানুষ মাত্রেই গড়পড়তায় সুখী। নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা দুঃখ কাহাকেও ভোগ কবিতে হয় না। ধনী ধনৈশ্বর্য্যেব সঙ্গে সঙ্গে যেমন অশান্তির বীজ নিহিত থাকে, দবিদ্রেব দাবিদ্র্যের সঙ্গে তেমনি শান্তির হেতুও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতবাং গড়ে সকলেই সুখী। আমরা যে সুখী তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।” প্রতিবেশী এলীজাব সকল কথায় সায় দিতে পারিল না। তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে,এমন সময় জেম্‌স ক্ষেত্রেব কার্য্য শেষ করিয়া গৃহে ফিরিল। প্রতিবেশী আমোদ করিয়া জেম্‌সকে এ বিষয়ে তাহার মত জিজ্ঞাসা করিল। জেম্‌স বলিল, “সংসারের আর আর স্থানের লোকের কি অবস্থা আমি জানি না ; সুতরাং তাহাদের জীবনে কতখানি সুখ বা অসুখ তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব ? আমি যদি তাহাদের অবস্থা অবগত

থাকিতাম তাহা হইলে বরং কিছু বলিতে পারিতাম।"

জেম্‌স প্রতিবেশীকে অতি সত্য কথা বলিল। সে অরণ্যে জন্মিয়াছে, অরণ্যমাঝে প্রতিপালিত হইয়াছে; নগরের কথা দূরে থাকুক, সে কখনও গ্রাম পর্য্যন্ত দেখে নাই। অরণ্যমাঝে একটী দুটী করিয়া ক্রমে লোকে বাস করিতে প্রবৃত্ত হইতেছিল; নতুবা তাহাদের প্রতিবেশী অনেক দূরে দূরে। সুতরাং সে কেমন করিয়া বলিবে যে নগর বা গ্রামবাসীর অবস্থা কিরূপ। কুঁড়ে হইলেও জেম্‌সের মাথা রাখিবার ঘর ছিল। জেম্‌সকে ভাল বাসিবার মা ছিল, ভাই ছিল, ভগিনী ছিল। ধনীর প্রাসাদে মা, ভাই, ভগিনী যেমন যত্ন করে ও ভাল বাসে ; জেম্‌সের মাতা, ভগিনী ও ভ্রাতা তেমনি ভাল বাসিত। সুতরাং এ বিষয়ে জেম্‌সের সহিত অপর লোকের প্রভেদ ছিল না। জেম্‌সের জননী জেম্‌সের কাছে যেমন আদরের সামগ্রী ও তাঁহার উপদেশ দ্বারা জেম্‌সের মনুষ্যত্ব লাভের যেমন সুবিধা হইয়াছিল তেমন জননী কতগুলি পাওয়া যায় আমরা বলিতে পারি না। সুতরাং এসম্বন্ধে জেম্‌স খুবই সুখী ছিল, তাঁহার জননী অপেক্ষা অধিক স্নেহময়ী, অধিক বুদ্ধিমতী ও অধিক ধার্ম্মিকা মাতা যে সংসারে অপরের

আছে সে তাহা জানিত না এবং বিশ্বাসও করিতে পারিত না। সুখের ক্রোড়ে স্থাপিত লোকে যে অবস্থাকে কষ্টের হেতু বলে, জেম্‌স তাহাকে দৈনিক জীবনের সঙ্গী বলিয়া জানিত। সে জানিত না যে, এ প্রকার পরিশ্রম করা কাহারও পক্ষে ক্লেশের কারণ। সুতরাং কেন বল দেখি জেম্‌স সুখী হইবে না?

টমাস চলিয়া যাওয়া অবধি তাহাকে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। কিন্তু পরিশ্রম কঠোর হইলেই যে তাহা কষ্টকর হইবে, তাহার কিছু কথা নাই। সংসারের দরিদ্র লোকদিগকে শুধু শরীর রক্ষার জন্য অন্ন বস্ত্র সংগ্রহ করিতে যতটুকু পরিশ্রম করিতে হয়, ধনী লোকদিগকে ধনসঞ্চয় করিবার জন্য তাহার অপেক্ষা যে শত সহস্রগুণে অধিক পরিশ্রম করিয়া দিবানিশি রক্ত জল করিতে হয়, তাহা কে না জানে? আবার ধনীর পরিশ্রমে ও দরিদ্রের পরিশ্রমে প্রভেদ অনেক। দরিদ্র যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া নিশ্চিন্ত মনে মনের সুখে আহার করে ও নিদ্রা যায়; তাহার শ্রমকে সে তত ক্লেশকর মনে করে না। ধনী ব্যক্তি শ্রম করে, অথচ পদে পদে পরিশ্রান্ত ও বিরক্ত হয় নিদ্রাকে বিদায় দেয়, মনের কোমলবৃত্তি সকল নষ্ট করিয়া

ফেলে এবং দিবানিশি দারুণ উৎকণ্ঠার মাঝে বাস করে।

আমাদের বালক জেম্‌স কঠোর পরিশ্রমকে কদাচ কষ্টকর মনে করিত না। চাসের সময় যখন তাহাকে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত, তখন জেম্‌স যেমন সুখী হইত এমন আর কখনই নহে। পরিশ্রমের গুরুভারে তাহার তেজ, তাহার মনুষ্যত্ব, তাহার বীরত্ব যেন দশগুণ ফুটিয়া বাহির হইত। ধনী ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া আমাদের চাসা জেম্‌সের জীবনকে কঠোর জীবন বলিতে চান বলুন, কিন্তু জেম্‌সের পক্ষে তাহা আনন্দজনক ভিন্ন ক্লেশকর ছিল না। জেম্‌স জানিয়া শুনিয়া সুখী। এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাহারা পরের বিচার দ্বারা আপনাদের সুখ দুঃখ পরিমাণ করে; অন্য কেহ যতক্ষণ তাহাদের সুখের সম্বন্ধে সন্দেহ না করে ততক্ষণ ইহারা বেশ সুখে থাকে, কিন্তু যেই কেহ তাহাদিগকে একটু খটকা লাগাইয়া দেয়, অমনি তাহাদের মনে আর সেরূপ সন্তোষ থাকে না। তাহারা আর তখনি নিজের অবস্থায় সুখী হইতে পারে না; তাহারা যেন এতদিন ঘুমের ঘোরে ছিল; যেই তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল

অমনি তাহারা সমুদায় সন্তোষ সমুদায় তৃপ্তি হারাইয়া ফেলিল। জেম্‌সের ভাব সেরূপ ছিল না। জেম্‌স শ্রান্ত অথচ সন্তুষ্ট চিত্ত। সুতরাং প্রতিবেশীর কথা তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না।

ক্রমে দেখিতে দেখিতে অনেক লোক আসিয়া এলী-জার প্রতিবেশী হইল—অরণ্য যেন নগরী হইয়া উঠিতে লাগিল। সমাজের আবশ্যকীয় সূত্রধর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী লোক আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল। আর আর কোন কোন ব্যবসায়ী আসিয়াও বাস করিল; দেখিতে দেখিতে এখানে কত কি সুবিধা হইয়া উঠিল।

জেম্‌স আপন কার্য্যের একটী নূতন পথ আবিষ্কার করিল। সময়ে সময়ে এমন হয় যে, জেম্‌সের ক্ষেত্রের কায থাকে না, আবার এক এক দিন এত কায বাড়িয়া উঠে যে জেম্‌স একা সে সমস্ত কায সারিয়া উঠিতে পারে না। এই জন্য সে ভাবিল, যে, যে সময় তাহার নিজের কায বেশী থাকিবে না, সে সেই সময় অপরের ক্ষেত্রে কায করিতে যাইবে, এবং তাহার যখন বেশী কায করিবার আবশ্যক হইবে, তখন উক্ত প্রতিবেশীকে লইয়া কায করিবে। এই প্রকার মনে মনে স্থির করিয়া জেম্‌স জননীকে

জানাইল—তিনি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। মাতার আদেশ পাইয়া জেম্‌স এক প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে গিয়া কার্য্য করিতে লাগিল। চাসের কার্য্য এমন কিছুই ছিল না, যাহা জেম্‌স জানিত না; তাহার এমন বুদ্ধি ছিল যে, সে কোন কায পূর্ব্বে না করিয়া থাকিলেও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অন্যের কার্য্য দেখিয়াই অনায়াসে তাহা সম্পন্ন করিতে পারিত। এই জন্য সে যে কোন চাসার ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে যাইত, সেই তাহাকে ভাল বাসিত, এতদ্ভিন্ন অনেকে তাহাকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কায যোগাইতে আসিতে অনুরোধ করিত। জেম্‌স এইরূপে চাসের কাযে খুব সুবিধা করিয়া লইল। জেম্‌স নিজে নিজের শিক্ষক, কেহই তাহাকে চাসের কায হাতে ধরিয়া শিক্ষা দেয় নাই—অথচ নিজে নিজে কায করিয়া কেমন সুন্দর কার্য্য করিতে শিখিয়া লইল।

মানুষ যদি নিজে হাতে দেখিয়া শুনিয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা করে, তাহা হইলে সে অতি কঠিন কার্য্যও উপদেশ ও শিক্ষকের সাহায্য বিনা শিখিয়া লইতে পারে। রেলওয়ে এঞ্জীনের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সন আঠার বৎসরের সময় কয়লাখাতের কয়লা

উঠাইবার কল চালাইত, এবং প্রতি শনিবার কারখানার অপর লোকেরা যখন ছুটীর পর নানা স্থানে তামাসা দেখিতে যাইত, তখন জর্জ্জ একাকী সমস্ত কলটী টুকরা টুকরা করিয়া খুলিতেন, এবং পুনঃ সংযোজিত করিতেন। এইরূপে ক্রমে তিনি রেলওয়ে এঞ্জীন তৈয়ার করিতে শিখিয়া গেলেন। আমাদের জেম্‌সেরও এইরূপে কৃষিকার্য্যে অতি অদ্ভুত প্রকারের ক্ষমতা জন্মিল।

জেম্‌স কৃষিকার্য্যে দিন দিন এইরূপে পরিপক্কতা লাভ করিতে লাগিল। লেখা পড়াতেও তাহার গভীর অনুরাগ ছিল। জননী এলীজার অতিশয় অভিলাষ যে জেম্‌সের লেখা পড়া শিক্ষার একটা সুব্যবস্থা হয়, তাই তিনি একদিন জেম্‌সকে বলিলেন, "জেম্‌স! আমি আশা করি, তোমাকে চিরকাল ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য করিতে হইবে না।"

জেম্‌স—"আমি যদি চাস না করি, তাহা হইলে তোমার কি উপায় হইবে?"

জননী—"আমি তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। মানুষ পথ হাঁটিয়া যায় সত্য কিন্তু সে কোন্ পথে যাইবে, তাহা কিছুই জানে না। ইহা অত্যন্ত সুখের কথা। কোন দিন না কোন দিন যে তোমার লেখা পড়া শিখিবার

একটা না একটা উপায় হইবে আমার এমন আশা হয়। কিছু লেখা পড়া যদি শিখিতে পাব তাহা হইলে বড়ই উত্তম হয়। জানিবার বিষয় এত আছে যে তাহার সীমা নাই।"

জেম্‌স তখন হাসিয়া বলিল, "আমিও তাই ভাবি। কৃষিকার্য্যে এত জানিবার বিষয় আছে যে তাহা জানিয়া শেষ করা যায় না।"

জননী—"সত্য, কিন্তু আমার ইচ্ছা যে তুমি ভাষাতে পণ্ডিত হও। সময়ে সময়ে আমার এই ইচ্ছা এত বলবতী হয় যে আমার স্পষ্ট বোধ হয়, আমার ইচ্ছা ফলবতী হইবে।"

জেম্‌স—"আমার কিন্তু তেমন বোধ হয় না।"

জননী—"লেখা পড়া শিখিয়া পণ্ডিত হইতে তোমার ইচ্ছা হয় না কি?"

জেম্‌স—"কেন হবে না খুব হয়—লেখা পড়া শিখিতে পাইলে আমি আর কিছুই চাই না, কিন্তু কেমন করিয়া তাহা হইবে?"

জননী—"কেমন করিয়া হইবে তাহা আমি জানি না বলিয়াইত আমার এত কষ্ট হয়—যদিও তাহা হওয়া কোন মতেই উচিত নয়। যদি এই পথই তোমার

পক্ষে শ্রেয় হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরমেশ্বর সে পথ খুলিয়া দিবেন। আমার এ বিষয়ে আর কোন চিন্তা না হওয়াই উচিত। কিন্তু তবু আমি যেন মধ্যে মধ্যে না ভাবিয়া থাকিতে পারি না।"

জেম্‌স মনের সকল চিন্তা তাড়াইয়া দিয়া বলিল, "যা'ক্ এখন সে সব হবার নয়।"

এইরূপে জেম্‌স জীবনের গন্তব্য পথে চালিত হইতে লাগিল। পরমেশ্বর তাহাকে কোন্ পথে লইয়া চলিতেছেন এলীজা তাহার কিছুই জানিতেন না। এলীজার অজ্ঞাতসারে জেম্‌স দিন দিন ভগবানের লীলায় জীবনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। এলীজা নিজের অভিলষিত পথ বা উপায় অবলম্বন করিলে যেমন হইত ভগবান তদপেক্ষা বহুলপরিমাণে উত্তম বিধান করিয়া দিতে লাগিলেন।

৭

সূত্রধর

দেখিতে দেখিতে সাত মাস চলিয়া গেল। টমাস এই সাত মাস কাল মিচিগান প্রদেশের জঙ্গলে কাঠ কাটিয়া অর্থোপার্জ্জন করিল। টমাস যে উদ্দেশ্য লইয়া

এখানে আসিয়াছিল, এখন তাহা সাধিত হইবার উপায় স্থির হইল। সে এই সাত মাসের মধ্যে ৭৫ ডলার অর্থাৎ প্রায় দুই শত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল। এবারে গৃহে আসিয়া একখানি ভাল ঘর প্রস্তুত করিবে মনে মনে কতই আনন্দ কতই আশা। এই প্রকার সংকল্প করিয়া টমাস কয়েক দিবসের মত মিচিগান হইতে বিদায় লইয়া স্বগৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল।

দিবা অবসান প্রায়। জেম্‌স ক্ষেত্রের কার্য্য শেষ করিয়া ঘরে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় দূর হইতে টমাসকে দেখিতে পাইয়া "ঐ টম্! ঐ টম্!" বলিয়া পাগলের মত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। জননী এলীজা তাড়াতাড়ি কুটীর হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন, জেম্‌স চীৎকার করিতে করিতে বাগানের ভিতর দিয়া বেগে দৌড়িয়া যাইতেছে। দেখিতে-দেখিতে জেম্‌স গিয়া টমাসকে ধরিল। টমাসও আনন্দে অধীর হইয়া দ্রুত আগমন করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রগাঢ় প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিল। আজ দুটী হৃদয়ের মধ্য দিয়া এক অতুলনীয় আনন্দ ও প্রেমের বন্যা বহিয়া যাইতে লাগিল। টমাস আদর করিয়া বারম্বার জেম্‌সের মুখ চুম্বন করিল। জেম্‌স

হাঁপাইতে হাঁপাইতে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সকল কথা বুঝা গেল না বোধ হয় যেন জেম্‌সের যদি আরও দশটা জিহ্বা থাকিত তাহা হইলে আজ উভয় ভ্রাতার পক্ষে সুবিধা হইত।

যাহা হউক সকল কথা ছাড়িয়া এখন ঘরের কথা আরম্ভ হইল। জেম্‌স বলিল, "আমাদের নূতন ঘর হবে ত?" টম্ বলিল, "হাঁ হবে বই কি? আমি সেই জন্যই এসেছি।" জেম্‌স বগল বাজাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। ক্রমে দুই সহোদর কুটীরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

জননী সম্মুখে দণ্ডায়মান। আজ এলাজার মুখে কথা নাই। আজ যেন সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া মহা আনন্দের সাগর উথলিয়া উঠিতেছে—এলীজার অন্তরে আজ প্রবল প্রেমের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। অথচ তিনি স্থির ও নীরব! জেম্‌স দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে জড়িয়া ধরিয়া বলিল, "মা! আমাদের এইবার ভাল ঘর হইবে।" জননী এলীজার হৃদয় স্ফীত হইতে লাগিল। তিনি যেন প্রাণের আবেগ আর চাপিয়া রাখিতে পারেন না। তিনিও যেন জেম্‌সের মত উন্মাদ হইয়া পড়েন এইরূপ বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু না—বহু কষ্টে জননী আপনার আবেগ সম্বরণ করিলেন। তিনি টমাসকে আদর করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন টমাসও মাতাকে আলিঙ্গন করিলেন। আজ এ অরণ্যে কি আনন্দ!

মেহেতাবেলের বয়স ২৩ বৎসর। টমাসের বয়সও প্রায় ২২ বৎসর। মেহেতাবেল টমাস ও জেম্‌স আজ সন্ধ্যার সময় কুটীরের ভিতর চারিদিকে জননীকে ঘিরিয়া বসিল। আজ আবার মহাসম্মিলনের সুখে সকলেই আনন্দিত হইল। সুখী পরিবার! সুখ রাজ-প্রাসাদে নাই, সুখ পরিচ্ছদে নাই, সুখ রাজভোগে নাই। যেখানে সুখী হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা, নিয়ত আয়োজন; যেখানে কেবল হা সুখ! হা সুখ! এই শব্দ, সুখ তাহার ত্রিসীমা হইতে পলায়ন করে। আর যেখানে সুখের জন্য স্পৃহা নাই, সকল বিষয়েই ভগবানের প্রসাদের উপর নির্ভর, সেখানে সুখ আপনা হইতে আসিয়া থাকে। আজ তাই এই দরিদ্র কুটীরে সুখ সহস্র হস্ত প্রসারণ করিয়া জননী ও পুত্রকন্যা সকলকে এক সঙ্গে প্রগাঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিতেছে!

মিলনের প্রথম উচ্ছ্বাস একটু কমিয়া গেল। টমাস ৭৫টী স্বর্ণমুদ্রা মাতার হস্তে দিয়া বলিল, "মা! এই

অর্থ আনিয়াছি, তোমাকে একখানি ভাল বই কিনিয়া দিব।"

জেম্‌স চক্‌চকে সোণার উজ্জ্বল মুদ্রাগুলি দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "টম! তুমি এই সব টাকা নিজে উপার্জ্জন করিয়াছ?"

জেম্‌স আজ পর্য্যন্ত সোণার মুখ দেখে নাই। সেই জন্য প্রথমতঃ সোণার মোহর দেখিয়াইত অবাক্, আবার যখন শুনিল যে টমাস সেই সমস্ত অর্থ স্বহস্তে উপার্জ্জন করিয়াছে তখন তাহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। জেম্‌স কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া টমাসের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল তাহার পর খুব শব্দ করিয়া সেই মুদ্রার পৃষ্ঠের লেখা পড়িতে আরম্ভ করিল। মিচিগানের জঙ্গলে এমন সুন্দর জিনিস পাওয়া যায় জেম্‌স তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। জেম্‌সের আনন্দের সেও এক কারণ।

সকলেই কথা বলিতেছে আজ জননী এলীজা তবুও নীরব। জেম্‌স বলিল, "মা! তুমিত আজ বেশী কথা কচ্চ না?" আজ মাতার হৃদয়ের আবেগ কি জেম্‌স বালকের বুঝিবার সাধ্য আছে? অকালে স্বামী পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। তিনি এই তিনটী 'শিশু বৃক্ষ" অতি কষ্টে মানুষ করিয়াছেন। আজ তাহারই একটী

শরীরের রক্ত জল করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছে। আজ কি তাঁহার সুখের সীমা আছে। আজ তাঁহার হৃদয় হইতে নীরবে শত শত কণ্ঠে ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। আজ তাঁহার অন্তরে ঘোর কোলাহল হইতেছে, কিন্তু জিহ্বা নিশ্চল। প্রস্তর পুত্তলিকার ন্যায় এলীজা নীরব হইয়া রহিলেন; সমস্ত অভিধানেও আজ তাঁহার হৃদয়ের কথা প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি আজ তাই নীরব। মাতা মনে করিয়াছিলেন বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিবেন না—কিন্তু জেম্‌সের কথায় তাঁহার সে সংকল্প রহিল না। তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরলধারায় অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। আজ গার্‌ফীল্‌ড কুটীরে উৎসব! ক্রমে জননী একটু শান্ত হইলেন। ধীরে ধীরে টমাসকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। টমাস বলিল, "মা! সেখানে এখনও অনেক কার্য্য আছে। আমি ঘরখানি বাঁধাইয়া দিয়াই চলিয়া যাইব বেশী বিলম্ব করিতে পারিব না।"

জননী—"বেস তুমি কবে কর্ম্মে নাও। আমার বোধ হয় ট্রীট সাহেবকে যখনই ডাকিবে তখনই পাওয়া যাইবে।"

ট্রীট নামক একজন সূত্রধর ঐখানে বাস করিতে-

ছিল। টমাস তার পর দিন ট্রীট সাহেবের নিকট গিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া আসিল। শীঘ্রই যাহাতে কায আরম্ভ হয়, টমাস ও জেম্‌স উভয়েই সেই জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এবারে আর কাষ্ঠ খণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে কাদা দেওয়া হইবে না। এবারে ভাল ঘর প্রস্তুত হইতেছে। বালি, ইট প্রভৃতি দ্রব্য সংগ্রহ করা হইল, কেননা এবারে খুব পাকা রকমের গৃহ প্রস্তুত হইবে। ক্রমে সমুদয় আয়োজন হইয়া গেলে পর মিস্ত্রী ট্রীট সাহেব আগমন করিলেন। জেম্‌স পূর্ব্ব হইতে এই গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছিল। জেম্‌স পিঠে করিয়া বালি আনিয়া রাশীকৃত করিয়াছিল এবং চাসের কায করিয়া যে সময় টুকু বাঁচিত, তাহাতে গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে যতটুকু পারিত টমাসের সহায়তা করিত। টমাস এক দিন জেম্‌সকে সঙ্গে লইয়া ক্লীবলাণ্ড সহর হইতে প্রেক প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিল।

জেম্‌সের সহিত ট্রীট সাহেবের খুব ভালবাসা জন্মিয়া গেল। ট্রীট সাহেবের ব্যবসায় জেম্‌সের খুব ভাল লাগিল। জেম্‌সের কায করিতে নিতান্ত ইচ্ছা দেখিয়া ট্রীট তাহাকে মুদ্গর ও বাটালি দিয়া বলিলেন, "জেম্‌স!

তোমার যদি কাজ করিতে এতই ইচ্ছা, তবে আমি যেমন করিয়া কাঠ খিলান করিতেছি তুমিও এইরূপ কর দেখি।" জেম্‌স মহা আনন্দে ও উৎসাহে কাঠ খিলান কবিতে আবস্ত কবিল এবং একটী খিলান খুব অল্প সময়েব মধ্যে প্রস্তুত কবিয়া টীটকে দিল। খিলানটী বেশ ভাল হইয়াছিল। টীট অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া জেম্‌সকে আবও খিলান করিতে বলিল। জেম্‌স আরও খিলান কবিতে লাগিল, কিন্তু সুস্থিব হইয়া অধিকক্ষণ সে কায কবিতে পাবিল না। কেন না তাহাকে ক্রমাগতই 'এটা আন', 'ওটা আন' 'এটা কব' 'ওটা কর' এইরূপ ফবমাস কবা হইতে লাগিল। এই কারণে জেম্‌সেব কায বেশী অগ্রসব হইল না; কিন্তু জেম্‌স এই সময়ের মধ্যে সূত্রধবেব কার্য্যে একটু আস্বাদন অনুভব কবিতে লাগিল। যে কয়দিন টীট জেম্‌সেব বাড়ীতে কায কবিল সে কয়দিনেব মধ্যে জেম্‌স অনেক কায শিখিয়া লইল। তক্তা বেঁদা কবা, প্রেক পোতা ইত্যাদি কায বেশ সুন্দবরূপ শিক্ষা করিল।

এলীজার নূতন গৃহ প্রস্তুত হইল—প্রতিবেশিগণ সকলেই অত্যন্ত প্রীত হইলেন। পুরাতন গৃহখানিতে কুক্কুটের বাসা দেওয়া হইল। টমাস মাকে নূতন গৃহ

নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া মনের আনন্দে আবার মিচিগান গমন করিল।

টমাসের দেখাদেখি এবারে জেম্‌সের অর্থোপার্জ্জনের বাসনা হইল। জেম্‌স জননীকে নিজ বাসনা জ্ঞাপন করিল। জননী বলিলেন, "তোমার নিজের চাসের কায করিয়া কি আর সময় পাইবে যে, তুমি অপরের কায করিয়া পয়সা আনিতে চাও ?"

জেম্‌স জানিয়াছিল, ট্রীট সাহেবের নিকট সূত্রধরের কায করিয়া পয়সা পাওয়া যাইতে পারে তাই সে বলিল, "মা! ক্ষেত্রের কায ফেলিয়া যাইব না—যখন চাসের কায বেশী না থাকিবে, তখন একটু খাটিয়া যদি কিছু পয়সা আনিতে পারি, তাহার চেষ্টা করা ভাল নয় কি ?"

এলীজা পুত্রের সংকল্পে কোন আপত্তি উত্থাপিত না করিয়া বলিলেন, "চেষ্টা করিয়া দেখায় আমার আপত্তি নাই। যদি নিজের কাযের ক্ষতি না করিয়া অপরের কায করিয়া কিছু পাও ত ভাল। কিন্তু কে তোমাকে কায দিবে ?"

জেম্‌স বলিল, "আমি ট্রীট সাহেবের কাছে একবার যাই" এই বলিয়া জেম্‌স ট্রীট সাহেবের নিকট গমন

করিল। মাতার নিকট বিদায় লইয়া এক ঘণ্টাকালের মধ্যে জেম্‌স উক্ত সূত্রধরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

ট্রীট সাহেব অতিশয় সরল, অমায়িক, বিজ্ঞ ও শ্রমশীল লোক ছিলেন। তিনি যখন এলীজার গৃহনির্ম্মাণ করেন, তখন জেম্‌সের ভাব গতি দেখিয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ প্রদর্শন করেন। ট্রীট জেম্‌সকে অতি যত্নের সহিত সেই সময় কোন কোন কায শিক্ষা দেন, এবং কাযের ভিতর দিয়া তাহাকে নানা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। এই জন্য জেম্‌সের তাহার প্রতি বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিয়াছিল। আজ সেই জন্যই জেম্‌স কাযের অনুসন্ধানে তাহার নিকট উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ ট্রীটও জেম্‌সকে ভাল বাসিতেন, তাই আজ তাহাকে দেখিবামাত্র, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি হে জেম্‌স যে! তোমার মা কেমন আছেন?" তারপর জেম্‌স যে জন্য তাহার নিকট গিয়াছিল, তাহা শুনিয়া ট্রীট বলিলেন, "তোমার বুঝি এখন চাসের কায বেশী নাই। আচ্ছা সে খুব ভাল কথা। ছেলেরা অলস না থাকিয়া এইরূপে মার দুঃখ দূর করিলে আমার খুব আনন্দ হয়। তুমি ভালই ভাবিয়াছ। তোমার মত শ্রমশীল বালক আর কোথায়ও দেখি নাই; আমি তোমাকে কায দিব।"

জেম্‌স তখন কাযের কথা জিজ্ঞাসা করিলে ট্রীট বলিলেন, "ঐ দেখ এক রাশি তক্তা। ঐ গুলি সমস্ত রেঁদা করিতে হইবে—এক শত তক্তা রেঁদা করিলে ২॥০ টাকা পাইবে।" জেম্‌সের আনন্দের আর সীমা রহিল না। জেম্‌সের যে প্রকার উৎসাহ তাহার ইচ্ছা সে একদিনে এক শত তক্তা রেঁদা করিয়া ফেলে। কিন্তু ট্রীট পাছে অত শীঘ্র শীঘ্র কায না করাইয়া লইয়া তাহাকে বেশী দিন কাযে নিযুক্ত রাখেন এবং বেশী টাকা দিতে না চান, সেই জন্য জেম্‌স পারিশ্রমিকের কথা খুলিয়া বলিল, "দেখুন, আপনি আমাকে কি অল্প কাযে বেশী দিন লাগাইয়া রাখিতে চান?" ট্রীট জেম্‌সের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "না তুমি যত শীঘ্র এবং যে পরিমাণ কায করিবে, আমি তোমাকে সেই পরিমাণে টাকা দিব। টাকা মজুত আছে—তুমি কায করিয়া দিলেই টাকা পাইবে, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। এইরূপ কথা বার্ত্তা স্থির হইয়া গেলে পর, জেম্‌স যার পর নাই প্রীত হইয়া গৃহে ফিরিল। কাল নিজে পরিশ্রম করিয়া টাকা উপার্জ্জন করিবে এই ভাবিয়াই জেম্‌স আনন্দে অধীর হইল!

জেম্‌স অল্পকালের মধ্যেই গৃহে আসিয়া মাতাকে

এই সংবাদ দিল। জেম্‌স স্বয়ং চেষ্টা করিয়া অর্থোপার্জ্জনের পথ বাহির করিতে পারিল দেখিয়া, জননী অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং বলিলেন, "আমি জানি টীট্ তোমার অতি প্রিয়বন্ধু। তিনি তোমাকে সাহায্য করিতে পারিলে বড়ই সুখী হন। কিন্তু তুমি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমার কিছু বলিবার আছে। তোমার যে প্রকার উৎসাহ, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে তুমি অত্যন্ত বেশী পরিশ্রম করিবে। ছুতরের কায কখনও বেশী কর নাই, কাল প্রথম কায করিতে গিয়া উৎসাহে পড়িয়া একবারে যদি বেশী কায করিয়া ফেল, তাহা হইলে তোমার শরীরের অনিষ্ট হইবে। বিশেষতঃ তোমার পক্ষে এ বয়সে তক্তা বেঁদা করা বড় কঠিন কায। এ প্রকার কার্য্যে তুমি দুই ঘণ্টার বেশী পরিশ্রম করিও না। আমার বোধ হয়, টীট সাহেবও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হইবেন।"

জেম্‌স স্বহস্তে পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে, উৎসাহে তাহার অন্তর স্ফীত হইতেছিল, সে কি ও কথা শুনিতে পারে? জেম্‌স বলিল, "না মা! আমি প্রতিদিন ছয় ঘণ্টার কম পরিশ্রম করিব না। আমি যদি দুই ঘণ্টার পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কচি খোঁকাটীর

মত ঘবে চলিয়া আসি, তাহা হইলে বড়ই লজ্জার কথা! আর ট্রীট সাহেবই বা তাহা হইলে কি বলিবেন ?"

মাতা জানিতেন জেম্‌সেব অন্তর যে প্রকার উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় পবিপূর্ণ, তাহাতে যদি অধিক পরিশ্রম করিতে নিষেধ করা না হয়, তাহা হইলে সে হয়ত আপনাব শবীরের অনিষ্ট সাধন কবিবে। এই জন্য তিনি আবাব নিষেধ করিয়া বলিলেন, "না বাছা! তুমি বুঝিতেছ না; বেশী শ্রম করিলে তোমার শবীরের অনিষ্ট হইবে।"

কিন্তু জেম্‌স উৎসাহে অন্ধ হইযা গিয়াছিল। মাতার অনুবোধ এ ক্ষেত্রে তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। সে বলিল, "না মা! তা হবে না। কাল যদি দুই ঘণ্টাব মধ্যে ঘবে ফিরে আসি, তাহা হইলে জে'ন হয় আমার হাত ভাঙ্গিয়াছে, না হয় কায শেষ হইয়াছে।" এই কথা বলিবাব পর মাতা তাহাকে আর কোন কথা বলিলেন না।

পর দিন প্রাতে জেম্‌স ট্রীট সাহেবের কারখানায় সূত্রধরের কার্য করিবার জন্য গমন করিল। পায়ে জুতা নাই! পরিধানে অতি জীর্ণ ও মলিন একটি পাজামা, গায়ে একটী জামা ও একটী কোট। আমাদের দুঃখী

বালক জেম্‌স এই সামান্য পরিচ্ছদে ছুতরের কায করিতে যাইতেছে, এই প্রকার দুর্দ্দশাপন্ন ইংরাজ সন্তান যে কালে সভ্য-জনাগ্রগণ্য, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠপদে উন্নীত হইবেন, একথা তখনও কেহ জানিত না। জেম্‌স আজ এই প্রকার হীন-দশাগ্রস্ত হইলেও সে প্রফুল্ল মনে দৃঢ় সংকল্পের সহিত তক্তা বেঁদা করিবার জন্য ট্রীট সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। সাধু ট্রীট জেম্‌সকে অতি প্রত্যূষে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। তার পর তাহার হাতে এক-খানি বেঁদা দিলেন। জেম্‌স কোট খুলিয়া আস্তীন গুটাইয়া তক্তা বেঁদা করিতে আরম্ভ করিল। এক একখানি তক্তা ৮হাত দীর্ঘ। বালক জেম্‌স রেঁদা ধরিয়া ভীমবলে সেই সকল তক্তা পরিষ্কার করিতে লাগিল। সূর্য্য অস্ত যাইতে না যাইতে জেম্‌স বেঁদা রাখিয়া দিয়া ট্রীট সাহেবকে বলিল," গণনা করুন, আমার একশত খানি তক্তা রেঁদা করা হইয়াছে। আমার সংকল্প রক্ষা হইয়াছে।"

বৃদ্ধ ট্রীট অবাক্ হইয়া গেলেন। " জেম্‌সের মত ক্ষুদ্র একটী বালক এত শীঘ্র একজন সবল ও সুস্থকায় পুরুষের অপেক্ষাও যে অধিক কায করিতে পারে, ইহা

তিনি ধারণা করিতে পারিলেন না। এই জন্য প্রথমতঃ তাঁহার মনে একটু সন্দেহ হইল, কিন্তু যখন তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন, তখন তাঁহার মনে আর সন্দেহ রহিল না। তিনি বালকের উৎসাহ ও উদ্যম দেখিয়া আরও প্রীত হইলেন। কিন্তু জেম্‌স পাছে উৎসাহে পড়িয়া, এই প্রকার গুরুতর শ্রম দ্বারা শরীর নষ্ট করিয়া ফেলে, সেই জন্য পর দিবস হইতে তাহাকে অর্দ্ধেক কায করিতে বলিলেন। তার পর এক একটী করিয়া তাহার হাতে সমস্ত পয়সাগুলি গণিয়া দিলেন। জেম্‌স আনন্দে নাচিতে নাচিতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া জননী এলীজাকে স্বোপার্জ্জিত অর্থ প্রদান করিল। জননী পূর্ব্ববৎ সাতিশয় আনন্দিত হইয়া জেম্‌সের আনন্দপূর্ণ মুখখানি ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন। জননীও ট্রীট সাহেবের উপদেশ অনুসারে চলিবার জন্য জেম্‌সকে অনুরোধ করিলেন, এবং তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আদর করিতে লাগিলেন।

৮

শস্যাগার

আবার শীতকাল আসিল—চাসের কার্য্য শেষ হইল। মাঠের শস্য সংগ্রহ করিয়া সকলেই গৃহে আসিল। চাসার ছেলেদের জন্য আবার পাঠশালা বসিল। জেম্‌স আবার কয়েক মাস লেখা পড়া করিবার সুবিধা পাইল। অবশেষে পাঠশালায় যাইবার পর একদিন টীট আসিয়া জননী এলীজাকে বলিলেন, "আমি জেম্‌সের সন্ধানে আসিয়াছি। বইণ্টন সাহেবের একটী গোলা করিয়া দিতে হইবে, আমার সঙ্গে জেম্‌স কায করিতে পারে কি? এখনও ত আপনার ক্ষেত্রে চাসের কায আরম্ভ হয় নাই।"

জননী—"একায তার বিশেষ তৃপ্তিকর হবে, কেননা সে চাসের কায অপেক্ষা আপনার কায বেশী পছন্দ করে।"

এই সময় জেম্‌স আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তৎক্ষণাই টীট বলিলেন "ওহে জেম্‌স! আমি তোমারই অনুসন্ধানে এসেছি।"

জেম্‌স—"কি জন্য?"—"আর একটা কায পাইয়াছি।"

জেম্‌স—"তক্তা রেঁদা করা, না তার চেয়ে ভাল কায?" "নূতন কায! বইণ্টনের একটী গোলা তৈয়ার করিতে হবে।"

জেমস—"বেশ, আমি এবারে একটা নূতন কায শিখিতে পারিব! আপনি আমাকে কবে চান!" "যদি পার কালথেকেই লেগে যাও।" "আচ্ছা তবে তাই হবে।" টীট বলিলেন, "আমার কারখানায় আর আর যে কায আছে, সব নিয়ে আমি তোমাকে চাস আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত বেশ কায দিতে পারিব।" "আমার পক্ষে খুব সুবিধা হইবে। এবারে কি দিনের হিসাবে কায করিতে হইবে?" "বেশ—তোমার ইচ্ছা হইলে দিনের হিসাবেই ভাল। আপাততঃ রোজ এক টাকা করিয়া দিব—আর যেমন যেমন ভাল ভাল কায শিখিবে, আমি তেমনি বেশী বেতন দিব। জেম্‌স বলিল, "আমি তাহাতে রাজি আছি। কাল প্রত্যূষে আপনার নিকট যাইব।"

বৃদ্ধ টীট এই কথাবার্ত্তার পর চলিয়া গেল। জননী এলীজা যারপরনাই প্রীত হইলেন। জেম্‌স বলিল, "মা!

চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। আমাদের যখন ঘর হয়, তখন ট্রীট সাহেব আমাকে একদিন প্রেক আঁটিতে দিলেন। আমি ঠিক্ প্রেকের উপর প্রথম হাতুড়ীর ঘা মারিতে পারিলাম না বলিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'জেম্‌স! দেখ এবারে যেন ঠিক্ হয়'; তার পর হতে আমি ঠিক্ ঠিক্ ঘা মারিতে লাগিলাম—অনেক প্রেক আঁটিয়া ফেলিলাম।"

জননী "দেখ দেখি, আমি তোমাকে ত তাই বার বার বলি, চেষ্টার অসাধ্য কায নাই। তুমি যদি প্রথম কাযটী ভাল করিয়া করিতে না পারিতে, তাহা হইলে ট্রীট তোমাকে আজ এমন করিয়া ডাকিয়া কায দিতেন না। আমার সেই জন্য একই উপদেশ 'যখন যে কায হাতে পড়ে, তাহাই খুব উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে। তোমার স্বর্গীয় পিতা বলিতেন, যে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহা ভাল করিয়াই করিবে।' যে কোন বিষয় জানিবে, তাহা অতি উত্তমরূপেই জানা থাকা চাই।"

পরদিন প্রাতে জেম্‌স ট্রীটের নিকট উপস্থিত হইল। ট্রীট তাহাকে লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। জেমস খুব ভাল করিয়া কায শিখিতে লাগিল। কেমন

করিয়া গোলা করিতে হয়, ট্রীট নক্সা করিয়া তাহাকে দেখাইতে লাগিলেন। জেম্‌স তাহা বুঝিয়া লইতে লাগিল।

আমাদের অনেকের মনেই কেমন একটা সংস্কার আছে যে, পুস্তক পাঠ করিয়া, উপাধি লাভ না করিলে মানুষ হওয়া যায় না। যাহারা শারীরিক পরিশ্রম করিয়া সমাজের অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছে, তাহাদের কার্য্যের যে মূল্য আছে; তাহাদের জীবন যে সাধু হইতে পারে; তাহাদের জীবনের যে দাম আছে, ইহা আমরা অধিকাংশ সময় ভাবিয়া উঠিতে পারি না। অনেকে বহু লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া, বহু নীতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও কপটের শিরোমণি হইয়া মূর্খাধমের ন্যায় বিদ্যার মহিমা নষ্ট করেন। অল্লাধিক পরিমাণে সর্ব্বত্রই এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা যে ট্রীটের উল্লেখ করিতেছি, ইনি সূত্রধরের কায করিতেন বটে, কিন্তু ইনি অত্যন্ত প্রবীণ ও বিজ্ঞ লোক ছিলেন। ইহাঁর সঙ্গে জেম্‌স যখন কায করিত, তখন নানাবিষয়ের কথা হইত। এই সকল কথার মধ্য দিয়া জেম্‌স নানা প্রকার প্রয়োজনীয় উপদেশ

লাভ করিত। কেমন করিয়া জীবনে উন্নতি সাধন করিতে হয়, কেমন করিয়া অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য করিয়া মানুষ জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারে ; কোন্ কার্য্যে কেমন শৃঙ্খলা আবশ্যক, কোন্ কার্য্যের কোন্ সময় উপযুক্ত ইত্যাদি বিষয়ে ট্রিট সাহেব এমন সুন্দর ভাবে জেম্‌সকে উপদেশ প্রদান করিতেন যে, তাঁহার সহিত একত্র কায করিয়া জেম্‌সের প্রভূত কল্যাণ হইতে লাগিল। এইরূপে জেম্‌স এক মাসের অধিককাল তাঁহার সহিত কার্য্য করিয়া, প্রায় ১৫০ শত টাকা উপার্জ্জন করিল। জেম্‌সের হাতে টাকা গণিয়া দিবার সময় বৃদ্ধ ট্রিট বলিলেন, "ইহার প্রত্যেক কপর্দ্দক তুমি আপন শরীর খাটাইয়া অর্জন করিয়াছ।"

জেম্‌স বিগত শীত ঋতুতে অনেকটা লেখা পড়া শিখিয়াছিল। সে ক্রমে বেশ অঙ্ক কসিতে সমর্থ হইল। তাহার মত এখানে কেহই অঙ্ক কসিতে পারিত না ; এমন কি সময়ে সময়ে শিক্ষক মহাশয় পর্য্যন্ত তাহার নিকট এ বিষয়ে হার মানিতেন। ফলতঃ জেম্‌সের খুব সুযশঃ বাহির হইল। রাত্রিতে এলীজার গৃহে প্রবেশ কর, দেখিতে পাইবে, জেম্‌স আগুণের কাছে ঘরের মেজেয় শয়ন করিয়া আছে ; আগুণের

আলোক আসিয়া তাহার পুস্তকে পড়িতেছে এবং বালক জেম্‌স নিমগ্নচিত্তে অঙ্কপুস্তক পাঠ করিতেছে। এইরূপে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া অঙ্কপুস্তক পাঠ করিয়া পাটিগণিত এমন উত্তম শিক্ষা করিল যে, এখন সে খুব ভাল করিয়া সকলকে পাটিগণিত শিক্ষা দিতে পারিত। যে সকল লোক এই সকল স্থানে পাঠশালা করিবা শিক্ষকতা করিত, তাহারা কেহই জেম্‌সের মত পাটিগণিত জানিত না। সুতরাং জেম্‌স পাটিগণিতে শিক্ষককে অতিক্রম করিয়া চলিলেন।

এই সময়ে ররিন্‌সন্ ক্রুসো নামক গ্রন্থ তাহার হস্তগত হয়। এই পুস্তকে যে সকল অতি অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য বিষয়ের বর্ণনা আছে, জেম্‌স তাহা পাঠ করিয়া একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল, এবং মাকে বলিতে লাগিল "মা! আমার এই পুস্তকখানি এমন ভাল লাগিয়াছে যে, আমার ইহা বার বার পড়িতে ইচ্ছা হইতেছে। আমি যদি উপরি উপরি দশবার ইহা পাঠ করি, তাহা হইলেও আমার তৃপ্তি হইবে না। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমি এতদিন এমন পুস্তক পাই নাই।" এই পুস্তক পাঠ করিয়া অবধি জেম্‌সের বই পড়িবার ঝোঁক বাড়িয়া গেল। সে এখন হইতে লোকের নিকট গিয়া বই চাহিয়া

আনিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। পর বৎসর সেখানে যখন আবার শীতকালে পাঠশালা খোলা হইল, তখন জেম্‌স খুব উৎসাহের সহিত লেখা পড়া করিতে লাগিলেন।

ক্রমে শীতকাল চলিয়া গেল; পাঠশালা উঠিয়া গেল। গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইল। আমরা এই সময়ের বালক জেম্‌সের জীবনের দুইটী ঘটনার কথা বলিব; তাহাতে বুঝা যাইবে জেম্‌স মাতার উপদেশে কেমন সুন্দররূপে গঠিত হইতেছিল।

একদিন রবিবারে জেম্‌সের জনৈক সখা তাহাকে সঙ্গে করিয়া দূরস্থ ও পরিচিত কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাত করিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। জেম্‌স রবিবার বলিয়া তাহাতে স্বীকৃত হইল না। সহচর বলিল, অন্য বারে তুমি কায করিবে, আর রবিবারে ধর্ম্ম করিবে, তবে তথায় যাওয়া হয় না। জেম্‌স বলিল, "তাহাতে আমি কি করিব? মার আদেশ, রবিবার পবিত্র দিবস, এই দিনে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে হয়। অন্য কার্য্যে লিপ্ত হইয়া এ দিনের গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতা বিনাশ করিতে নাই; আমি যদিও এ মত পোষণ করি না তবু মাতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারি না।" সঙ্গী পরাস্ত

হইয়া গেল, জেম্‌সের নিকট তিনি যে জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা গুটাইয়া লইলেন।

আমরা ইহা দ্বারা বেশ বুঝিতেছি, জেম্‌সের অন্তরে মাতার উপদেশ কেমন বদ্ধমূল হইয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই, পাঠশালায় ও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কুসঙ্গে পড়িয়া, কুসহচরের কুহকে পড়িয়া অনেক সময় চিরদিনের মত আপন আপন চরিত্রকে কলুষিত ও কলঙ্কিত করিয়া ফেলে। এইরূপ যে সকল বালক, মাতা শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনের উপদেশের অনুগত হইয়া চলে, তাহারাই মানুষ হয়।

অন্য দিনের ঘটনাটীদ্বারা বিলক্ষণ বুঝা যায়, ইতর জন্তুর প্রতি জেম্‌সের কত দূর দয়া ছিল। জেম্‌সের অতি প্রিয় একটী বৃদ্ধ বিড়াল ছিল। জেম্‌সের প্রতি বিড়ালটীর অত্যন্ত ভালবাসা ছিল। জেম্‌স একদিন বাগানে কায করিতেছে, সহচর বিড়াল তাহার চারিদিকে ছুটিয়া ছুটিয়া খেলা করিতেছে। পূর্ব্বে যে সঙ্গীর উল্লেখ করা হইয়াছে, উক্ত সঙ্গীটী আসিয়া অনর্থক বিড়ালটীর দিকে ঢেলা ফেলিতে লাগিল। জেম্‌সের তাহা সহ্য হইল না। বরং জেম্‌স নিজে লোষ্ট্রাঘাত সহ্য করিতে পারে, কিন্তু তাহার বিড়ালের গায়ে কেহ লোষ্ট্রাঘাত

করিলে তাহা সহ্য হয় না। বিড়ালের গায়ে ঢিল মারাতে যেন জেম্‌সের গায়েই ঢিল লাগিল ; তাই জেম্‌স বলিল, "তোমার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে—অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মত কায করিয়াছ।" সঙ্গী হাসিয়া বলিল, "বিড়াল বইত নয় ?"

"নিষ্ঠুর না হইলে কেহ বিড়াল প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীকে মারে না।" সঙ্গীটী লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমি জানিতাম না যে, ওটী তোমার বিড়াল।"

জেম্‌স বলিল,"আমার বলিয়া কিছু আসে যায় না—বিড়াল হলেই হল—যেমনই হউক না কেন, একটী জীব ত বটে—অকারণ কেন তাহাকে প্রহার করিবে ? আমার বিড়াল বলে কিছু কথা হচ্চে না। অনর্থক একটী জীবকে কষ্ট দেওয়া আমি দেখিতে পারি না।"

সঙ্গী বলিল, "আমি ত তাহাকে মারি নাই, কেবল ভয় দেখাইয়াছিলাম—তার গায়ে ঢিল লাগে নাই।"

জেম্‌স—"হাঁ তা লাগে নাই বটে, কিন্তু সে এত ভয় পাইয়াছিল যে, সে ভয়েই পালিয়ে গেল।"

সঙ্গী—"ওকথা ছেড়ে দাও, একটা বিড়ালের কথা অত ধরিতে নাই।"

জেম্‌স—"বেশ কথা! তোমার যুক্তিমতে কোন

জীবকেই ত অকারণ প্রহার করায় আপত্তি হতে পারে না। একটা কুকুরকে মারিয়া বলিতে পার, ওটা একটা কুকুর বইত নয়। একটা ঘোড়াকে—একটা গরুকে মারিয়াও ত ঐ কথা বলিতে পার। আমি কখনও অমন করে কোন জন্তুকে কষ্ট দিই না।”

সঙ্গী—“তোমার অন্তর বড়ই কোমল। তাই তুমি কষ্ট দাও না, এরূপ করিলে কোন দিন একটা ইন্দুর এসে তোমার দাড়ির উপর নাচিবে, কেননা তুমি ত কিছুই বলিবে না।”

জেম্‌স বলিল, “তোমার উপহাস আমার ভাল লাগে না। তুমি যে অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।”

জেম্‌সের এই প্রকার আচরণে ও ভৎ'সনায় সঙ্গীর মনে হইল, বাস্তবিকই তিনি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। জেম্‌সের অন্তর এ সকল বিষয়ে এমনই কোমল ছিল যে, কি মানুষ, কি ইতর প্রাণী কোন জীবকেই অনর্থক ক্লেশ দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইত না।

জেম্‌সের সঙ্গে একটী বালক অধ্যয়ন করিত। এ তাঁহার পর-জীবনের কথা। বালকটী পিতৃহীন।

তাহার সঙ্গে তাহার ভাই অথবা বিশেষ যত্ন করিবার কেহই ছিল না। বালকটী এই প্রকার অসহায় অবস্থায় বিদ্যালয়ে বাস করিত। আর আর দুর্ব্বৃত্ত বালকেরা তাহাকে লইয়া ঠাট্টা তামাসা প্রভৃতি দ্বারা তাহাকে বড়ই বিরক্ত করিত। জেম্‌সের কোমল প্রাণে ইহাতে বড়ই ব্যথা লাগিল। তিনি উক্ত বালকের ভ্রাতৃস্থানীয় হইয়া সকলকে বলিয়া দিলেন যে' ঐ অসহায় বালককে বিরক্ত না করিয়া, যাহা কিছু তামাসা করিতে হয় বা আমোদ করিতে হয় তাহারা যেন তাঁহাকে লইয়াই করে। এই কথা শুনিবামাত্র সকল বালক তাহাকে ছাড়িয়া জেম্‌সকে লইয়া অত্যন্ত কৌতুক করিতে লাগিল। জেম্‌সের উপর উপদ্রব হইতে লাগিল। জেম্‌স বলিলেন, "তোমরা যত পার, আমাকে উত্যক্ত কর, উহাকে বিরক্ত না করিলে আমি তোমাদের সমস্ত অত্যাচার সহাস্য বদনে সহ্য করিতে পারিব।"

জেম্‌সের আচরণে সকলেই ক্রমে লজ্জিত হইয়া শান্তভাব ধারণ করিল। তখন হইতে আর কেহ সে বালককে বিরক্ত করিত না।

দেখিতে দেখিতে আবার শীতকাল আসিল, ক্ষেত্রের কায শেষ হইল। সময় বুঝিয়া আবার ট্রীট সাহেব

আসিয়া জেম্‌সকে বলিলেন, "জেম্‌স! আবার একটী গোলাঘর প্রস্তুত করিতে হইবে, আমার সঙ্গে যাইবে কি?" জেম্‌স অত্যন্ত আনন্দের সহিত ট্রীটের সহিত শস্যাগার নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল। এবারে জেম্‌স পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেতন পাইতে লাগিল।

জেম্‌সের বয়স এখন ১৪ বৎসর। ১৪ বৎসরের বালক জেম্‌স খুব বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় এবং শক্ত সমর্থ একজন যুবা-পুরুষের মত হইয়া উঠিল। জেম্‌সের কায শেষ হইতে না হইতে আবার পাঠশালা খুলিল। জেম্‌স আবার পাঠশালায় গমন করিল। কিন্তু এবারে তাহার পাঠশালায় নূতন বিষয় শিখিবার কিছুই ছিল না। তথায় যে সকল পুস্তক পড়ান হইতেছিল, সে সমস্ত পুস্তক জেম্‌সের সম্পূর্ণ অধিগত হইয়া গিয়াছিল। পুস্তকের সমস্ত পাঠ জেম্‌সের ওষ্ঠাগ্রে—সমস্ত পুস্তকই তাহার কণ্ঠস্থ। পাটিগণিতে তাহার এতই ক্ষমতা জন্মিয়াছিল যে সে চক্ষু মুদিয়া অঙ্ক কসিতে পারিত। তাহা হইলেও জেম্‌স আবার পাঠশালায় গিয়া সেই সকল বিষয় ভাল করিয়া শিখিতে লাগিল।

এবৎসর শীতকালে জেম্‌স আরও কয়েকখানি পুস্তক পাঠ করিল। এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া জেম্‌সের মন

কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। এখন তাহার পক্ষে পুরাতন আবাসস্থলে বাস করা যেন কষ্টকর হইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা যে, সে নগরে গমন করিয়া নাগরিক সমাজের ব্যাপার সকল দর্শন করে এবং আরও ভাল করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অর্থোপার্জ্জনে মাতিয়া যায়। কিন্তু জননী তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, নগরে গিয়া তাহার পক্ষে কিছুই লাভ হইবে না, তবে নগরে গিয়া ভালরূপ লেখা পড়া শিখিবার উপায় হইতে পারে বটে। কিন্তু তাহা হইলেও মাতার ইচ্ছা যে তাঁহার বালক আরও কিছু কাল চাষ করিয়া খায়; কারণ তাঁহার মতে এখনও জেম্সের গৃহ পরিত্যাগ করিবার বয়স হয় নাই। সময় হইলেই ভগবান তাহার জেম্সকে পথ দেখাইয়া দিবেন, এলীজার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; তাই তিনি আজ বলিলেন, "পরমেশ্বরের আদেশের প্রতীক্ষা কর।"

জেম্স অগত্যা নগরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা চাপিয়া রাখিল। পূর্ব্ববৎ চাষের কায করিয়াই তাহার আর এক বৎসর কাল অতীত হইল। এই সময়ের মধ্যে সে ট্রীট সাহেবের আনুকূল্যে আরও অনেক প্রকারের শস্যাগার ও গৃহ নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়া লইল।

১৫ বৎসরের বালক জেম্স খুবই ক্রীড়ানিপুণ ও

হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল। টীট সাহেব তাহাকে নানা প্রকার কার্য্য শিখাইয়া ও উপদেশ দিয়া একজন সুপটু ও সুনিপুণ কারিকর করিয়া তুলিলেন। জেম্‌স লোকের সঙ্গে মিশিয়া খুব আমোদ প্রমোদ করিয়াও সুখে সময় কাটাইতে পারিত। এই জন্য তাহার সঙ্গীরা তাহার সঙ্গ অত্যন্ত ভালবাসিত। জেম্‌সের প্রফুল্লভাব না দেখিলে তাহাদের যেন সুখ হইত না। জেম্‌সের শরীরে খুব বল ছিল। সে এমন সকল ভারি ভারি জিনিস উঠাইতে পারিত, যাহা একজন অত্যন্ত বলবান্ পুরুষও সব সময় তুলিতে পারিত না। এই সকল কারণে জেম্‌সের নাম খুব প্রচার হইয়া পড়িল।

জেম্‌স গোঁয়ার ছিল না। একবার একজন সঙ্গীর সহিত সে স্থানান্তর গিয়াছিল। পথে আসিতে আসিতে একজন লোকের সহিত তাহার সঙ্গীর বিবাদ হইল। লোকটী নিতান্তই গায়ে পড়িয়া বিবাদ করিতেছিল। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গালি দিতে লাগিল এবং প্রহার করিতে উদ্যত হইল। জেম্‌স সঙ্গে না থাকিলে, হয় ত ব্যাপার একটু গুরুতর হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু তাহার প্রতিভাবলে অতি অল্পেই বিবাদ মিটিয়া গেল। জেম্‌স তাহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, তাঁহারই

অন্যায় হইয়াছে এবং তিনি অন্যায় করিয়া আবার যে তাহাদিগকে গালি দিতেছিলেন এবং প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ইহা অতি লজ্জার কথা। জেম্‌স এইরূপে উক্ত লোকটীকে বুঝাইয়া বিবাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। জেম্‌স কলহপ্রিয় ছিল না। সমুদয় অরেঞ্জ নগরে তাহার মত শান্ত ও নম্র প্রকৃতির বালক আর কেহই ছিল না।

বালকেরা যেমন অনেক সময় মারামারি, ঘুসাঘুসি করিতে ভালবাসে জেম্‌স সে সকলকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। কিন্তু তাই বলিয়া যে, সে তাহার নিজের বা অপরের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইত তাহা নয়। নিজেরই হউক অথবা অপরেরই হউক ন্যায্য অধিকার বজায় রাখিবার সময় জেম্‌স দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত দণ্ডায়মান থাকিত। তাহার সঙ্গিগণ যখন ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিত জেম্‌স তখন প্রবল সাহসের সহিত তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিত এবং যাহাতে তাহারা সংগ্রামে জয়ী হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিত। কিন্তু পক্ষান্তরে তাহারা ন্যায়ের পথে না চলিয়া যদি অন্যায়ের পথে চলিত, তাহা হইলে কখনই তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিত না—এবং সরল-

ভাবে তাহাদিগকে কারণ দর্শাইয়া সমুদয় কথা বুঝাইয়া দিয়া বলিত "ভাই! তোমরা অন্যায় পথে চলিতেছ—আমি তোমাদের মতে চলিতে পারিব না। এ বিষয়ে আমার একটুকও সহানুভূতি নাই। আমি তোমাদের ইহার কিছুতেই নাই," ইত্যাদি বলিয়া আস্তে আস্তে তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া দিত।

৯

"মাইনের চাকর"

জেম্‌স বাল্যকাল হইতে সর্দ্দারি কার্য্যে খুব পরিপক্ক হইয়া উঠিল। চাষের কাযে ছোট বালকদিগকে লইয়া জেম্‌স ক্ষেত্রে যখন কায করিত সে দৃশ্য অতি চমৎকার। এক দলে কুড়ি পঁচিশ জন বালক কায করিতেছে,তাহার মাঝখানে জেম্‌স মহা আনন্দে কায করিতে করিতে কত অদ্ভুত গল্প বলিতেছে,কত হাসি পরিহাস করিতেছে এবং অন্যান্য বালকেরা জেম্‌সের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য করিয়া যাইতেছে। জেম্‌সের এই গুণ থাকাতে অনেক চাষা তাহাকে লইয়া গিয়া অন্যান্য বালকগণের উপর সর্দ্দারি করিতে দিত।

স্মিথ নামক একজন চাষা এইরূপে একবার পিপারমিণ্টের ক্ষেত্রের ঘাস নিড়াইবার জন্য কুড়িটী বালক আনিয়া জেম্‌সকে তাহাদের সঙ্গে কায করিতে দিল। জেম্‌স তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সেই সকল বালকের সঙ্গে কায করিতে আরম্ভ করিল। কুড়িটী বালক সারি বাঁধিয়া কায করিতেছে—জেম্‌স তাহাদের মধ্যস্থলে থাকিয়া কায করিতে করিতে নানারূপ পরিহাস এবং কৌতুকজনক গল্প করিয়া খুব তাড়াতাড়ি ঘাস উপড়াইয়া অগ্রসর হইতেছে। বালকগণ তাহার কথা শুনিবার জন্য দ্রুতবেগে ঘাস উপড়াইয়া তাহার সঙ্গে চলিতেছে। এই প্রণালীতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষেত্রের সমুদয় ঘাস পরিষ্কার হইয়া গেল। চাষা অত্যন্ত প্রীত হইয়া গারফীল্‌ডপত্নী এলীজার নিকট আসিয়া জেম্‌সের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া বলিল, "তোমার ছেলের মত এমন ছেলে আর কোথাও দেখি নাই।" জননী তাহার মুখে পুত্রের প্রশংসা শুনিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন।

জেম্‌স ক্ষেত্রের কার্য্য করিয়া একটু সময় বাঁচাইতে পারিলেই অমনি টীট সাহেবের সঙ্গে গিয়া যে কোনরূপ কায পাইত তাহাতেই নিযুক্ত হইতে

লাগিল। জেম্‌স এইরূপে একবার বার্টন নামক একজন লোকের স্কাবের কারখানায় একখানা ঘর বাঁধিতে যায়। বার্টন সাহেবের বাড়ী কিছু দূরে সুতরাং প্রতিদিন বাড়ী হইতে যাওয়া আসা হইত না। বার্টন সাহেবের বাড়ীতে থাকিয়া তাহাদিগকে কিছুদিন কায করিতে হইল। এই সময়ের মধ্যে জেম্‌সের ভাবগতি এবং কায কর্ম্ম দেখিয়া বার্টন সাহেবের জেম্‌সের উপর কেমন একটা নজর পড়িয়া গেল। তাহার বড়ই ইচ্ছা হইল যে, সে আপনার স্কাবের কারখানায় জেম্‌সকে রাখিয়া দেয়। এই জন্য সে জেম্‌সকে বিশেষ আগ্রহের সহিত বেশী বেতন দিয়া তাহার কারখানায় থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। জেম্‌স বলিল, "মাতার আদেশ না লইয়া তাহাকে কিছু বলিতে পারি না।" এই কথা বলিয়া কায শেষ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

বার্টন সাহেব মূর্খ ও কর্কশ প্রকৃতির লোক ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও জেম্‌সের প্রতি তাহার অতিশয় স্নেহ জন্মিয়াছিল। জেম্‌সও তাহাকে ভাল লোক বলিয়া বুঝিতে পারিল এবং মনে মনে তাহার কারখানায় থাকিবার জন্য ইচ্ছা করিতে লাগিল। কিন্তু

মাতাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কার্য্যই করিতে পারে না; এই জন্য বাড়ীতে আসিয়া জননীকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিল। জেম্‌স বলিল, "মা, লোক রাখিয়া তুমি চাষের কায কর, আমি কিছু দিন চাকরি করিয়া আসি।" জননী বলিলেন, "স্মারের কারখানায় অনেক মন্দ লোকের সঙ্গে তোমাকে কায করিতে হইবে, আমার ভয় হয় পাছে তোমার প্রকৃতি হীন হয়।" জেম্‌স বলিল, "না মা! আমি আপনার কায লইয়া থাকিব। কাযের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই লোকের সঙ্গে মিশিব, তদ্ভিন্ন আমি খুব সাবধানে থাকিব সুতরাং মন্দ হইবার কোন কথা নাই। অনেক দিন—এমন কি আমি যতদিন পারিব তাহার সেই কারখানায় কায করিতে পাইব।" জননী জেম্‌সের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, বার্টন সাহেবের কারখানায় কায করিতে যাইবার জন্য তাহার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে। যাহা হউক তথাপি মাতার যাহা কর্ত্তব্য অর্থাৎ সেখানে কিরূপ লোকের সঙ্গে মিশিবে এবং কিরূপ কার্য্য করিবে এই সমস্ত বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তিনি জেম্‌সকে বিদায় দিলেন।

জেম্‌স মাতার আদেশ পাইয়া একখানি ক্ষুদ্র রুমালে আপনার যথাসর্ব্বস্ব বন্ধন করিয়া অচিরে একদিন বার্টন সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। বার্টন সাহেব তাহাকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল এবং তাহার থাকিবার জন্য তখনই এক স্বতন্ত্র গৃহ নির্দ্দেশ করিয়া দিল। ফলতঃ জেম্‌স বার্টন সাহেবের সদ্ভাবে অত্যন্ত সুখের সহিত কার্য্য করিতে লাগিল।

পনর বৎসরের বালক জেম্‌স কারখানার সমস্ত কাযের ভার লইয়া অতি সুশৃঙ্খলার সহিত কায করিতে লাগিল। যে সকল লোক বার্টনকে প্রতারণা করিত তাহাদিগকে জেম্‌স শীঘ্রই ধরিয়া ফেলিল। তাহার প্রতি একেইত বার্টনের নিরতিশয় বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল এই কার্য্যে তাহার উপর আরও বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। জেম্‌স বার্টনের পুত্রস্থানীয় হইয়া সমুদয় কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। কেহ না উঠিবার অগ্রে সে শয্যা হইতে উঠিয়া কারখানায় গমন করিত এবং রাত্রিতে সকলে চলিয়া গেলে পর তবে সে কারখানা হইতে ফিরিত। এইরূপে তাহার তত্ত্বাবধানে বার্টনের কারখানার খুব উন্নতি হইতে লাগিল। বার্টন নিশ্চিন্ত

মনে তাহার উপর সমস্ত কার্য্যের ভার দিয়া সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

মধ্যে মধ্যে কারখানাতে কুৎসিত স্বভাবের অতি কদাকার দুই একটী লোক দেখা যাইত। জেম্‌স তাহা-দিগকে ভাল ব্যবহার করিবার জন্য শিক্ষা দিত। তাহাতে তাহারা যারপর নাই প্রীত হইয়া জেম্‌সের উপদেশ অনুসারে চলিবার জন্য চেষ্টা করিত। জেম্‌সের চরিত্র দেখিয়া সকলেরই তাহার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিল। জেম্‌স এইরূপে সকলের অতি প্রিয় পাত্র হইয়া কার্য্য করিতে লাগিল।

পুস্তক পাঠের অনুরাগ জেম্‌সের পূর্ণমাত্রায় প্রবল ছিল। এই জন্য এখানে কায শেষ করিয়া গভীর রজনীতে মনোযোগের সহিত পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এই পুস্তক পাঠের এক মহা অনিষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল। জেম্‌সের জননী যখন পুত্রকে গৃহ হইতে বিদায় দেন তখন তিনি তাহাকে কুসঙ্গ হইতে সতত দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এপথ তাহার পক্ষে ঠিক ভগবানের প্রদর্শিত পথ কি না তাহা তিনি জানিতেন না। জেম্‌স মাতার এরূপ সন্দেহ দেখিয়া বলিয়াছিল যে, এখনও

এপথ যদি পরমেশ্বরের নির্দ্দিষ্ট পথ না হয় তাহা হইলে সে পথ কবে কি প্রকারে তাহার নিকট প্রকাশিত হইবে তাহা সে জানে না। এই প্রকারে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করাতেই জননী তাহাকে বার্টনের কারখানায় ছাড়িয়া দেন। যখন বিদায় দেন তখন আর একটী কথা এই বিশেষভাবে বলিয়া দেন যে, যাহারা মনে করে যে তাহারা কখনও পড়িবে না তাহাদের—কদাচ পদস্খলিত হইবে না, তাহাদেরই আরও বেশী সাবধান হওয়া উচিত; কেননা অতিশয় দম্ভের জন্য তাহারা কোন না কোন দিক দিয়া অসাবধান হইয়া পড়িতে পারে এবং তাহাতেই তাহাদের পদস্খলন হইতে পারে।

আজ জেম্‌সের পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছে। বার্টনের একটী অনূঢ়া রূপবতী ও যুবতী কন্যা ছিল। বার্টন স্বয়ং মূর্খ হইলেও কন্যাটীকে কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। ইনি স্থানীয় সংবাদপত্রে কোন কোন বিষয় লিখিয়া পাঠাইতেন। এই কারণে তৎকালে উক্ত প্রদেশে তাঁহার নাম বিখ্যাত হইয়া পড়ে। রমণী কতকগুলি উপন্যাস ও উপন্যাস-জাতীয় অপর কতকগুলি পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করিতেছিলেন। জেম্‌স তাঁহার নিকট হইতে সেই

সকল পুস্তক লইয়া গিয়া মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল পুস্তকে নানা প্রকার অলৌকিক পৌরুষের কথা পাঠ করিয়া তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। পুস্তকের নায়কের মত নানা প্রকার দুর্ঘটনার মধ্য দিয়া সংসারের নানা দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করিয়া, সমুদ্র বাহিয়া দ্বীপান্তরে গমন করিয়া, নানা প্রকার ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া, সংসার চক্রে ঘুরিবার বাসনা ধীরে ধীরে তাহার চিত্তকে গ্রাস করিতে লাগিল। উন্মেষোন্মুখ নবীন চিত্তের পক্ষে এক অতি ভয়ানক প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হইল। অজ্ঞাতসারে জেম্‌সের পদস্খলন হইতে লাগিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। জেম্‌সের অন্তর যে ধীরে ধীরে বিষে জর্জ্জরিত হইতেছিল, তাহা সে আদৌ বুঝিতে পারিল না। উপন্যাস পাঠ করিতে করিতে তাহার চিত্ত এক উন্মাদকারী রসে সিঞ্চিত হইতে লাগিল। জেম্‌স বালক তাহা বুঝিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে মোহাভিভূত হইয়া পড়িল। জননী এলীজা কিছুই জানিতে পারিলেন না। তাঁহার সন্তান যে বিষম রোগের আক্রমণে পড়িয়াছে জননী তাহার বিন্দু মাত্রও জানিতে পারিলেন না।

কয়জনেই বা তাহা জানিতে পারে? আমাদের

দেশের কত অগঠিতচরিত্র যুবক যে এই প্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যাইতেছে, কে তাহা বলিতে পারে? উপন্যাসের মোহিনীশক্তি এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার যথার্থ ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া অনেকের চরিত্র একপ্রকার ভাসা ভাসা তরল ভাবে আপ্লুত হইয়া মনুষ্যত্ব ও পৌরুষ বিহীন হইয়া যায়। জেম্‌সেরও তাহাই হইল। জেম্‌স আটলাণ্টিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে আর ভাল করিয়া কায করিতে পারে না। রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে পারে না; কেবল আকাশ, পাতাল, অরণ্য, সমুদ্র, গিরিগুহা এই সকল বিষয় মনে পড়ে, আর আপনাকে অকুতসাহসের সহিত সেই সকল প্রদেশে ফেলিয়া দিতে বাসনা হয়। কখনও বিস্তীর্ণ মরু প্রান্তর মধ্যে একাকী বিচরণ করিতে সাধ হয়; কখনও বা বিজন গহনে ভ্রমণ করিতে করিতে এক খড়্গাঘাতে এক প্রকাণ্ড সিংহের শিরঃচ্ছেদ করিতে বাসনা হয়!

একদিন এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথা অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার আর নিদ্রা আসিল না। কল্পনার ক্রোড়ে খেলা করিতে

করিতে ক্রমেই যেন সে আপনহারা হইয়া যাইতে লাগিল। সে আপনাপনি বলিতে লাগিল, "আমি কোন মতেই চিরকাল এই কারখানার কায লইয়া থাকিতে পারি না। আমাকে সংসারের অনেক বিষয় দেখিতে হইবে।" এই বলিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু নিদ্রা আসিল না আবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, "ক্ষার কারখানায় চাকরি অথবা ক্ষার কারখানা করিয়া চিরকাল কাটাইব কোন ক্রমেই তাহা হইতে পারে না—একথা ভাবিতেও কষ্ট হয়। আমার পক্ষে ইহা কোন মতেই উপযুক্ত নয়। চিরকাল হাত পা বাঁধিয়া এইখানে পড়িয়া থাকা কোন ক্রমেই হইতে পারে না; সংসারে অনেক দেখিবার সামগ্রী আছে তাহা না দেখিলে আর কি হইল?"

নিদ্রার আশায় আবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল, কিন্তু নিদ্রা আসিল না—চিন্তার স্রোত বহিতে লাগিল। জেম্‌স আবার ভাবিল, "আমি যাহাজের নাবিক হইব সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া নানা দেশ ও নানা নগর দর্শন করিব—পৃথিবী পর্য্যটন করিব। কেমন চমৎকার ব্যাপার!" এখনও নিদ্রা নাই আবার সেই একই চিন্তা। "খঞ্জের মত গৃহে থাকিয়া কি লাভ? সমুদয়

পৃথিবী খোলা রহিয়াছে কেন দেশ ভ্রমণ না করিব? নিশ্চয়ই এবার চেষ্টা করিব। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে মা ইহাতে বাধা দিবেন। ওত জানাই আছে—স্ত্রীলোকেরা চিরকালই ভীরু; ছেলেদের যাবজ্জীবন কাছ ছাড়া হতে দেন না। মা আমার এই মনের ভাব জানিতে পারিলে এক মহা গোলযোগ তুলিয়া বসিবেন। কিন্তু কি করা যায় আমাকে একবার পৃথিবীটা পরিভ্রমণ করিয়া কতকটাও অন্ততঃ দেখিতে হইবে।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জেম্‌সের মস্তিষ্ক যখন একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িল তখন ধীরে ধীরে নিদ্রা আসিয়া সে রাত্রির মত তাহাকে নিশ্চিন্ত করিল। আজ নিদ্রিতাবস্থার মধ্যে জেম্‌স কত দেশ, কত নগর, কত সমুদ্র ও কত ব্যাপার স্বপ্নে দর্শন করিল। ফলতঃ জেম্‌স এক্ষণে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িল।

বার্টন জেম্‌সের প্রতি ক্রমেই অনুরক্ত হইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা যে জেম্‌স যাবজ্জীবন তাহার কারখানায় থাকে। এই জন্য সে একদিন বলিল, "যদি জেম্‌সের আবশ্যক হয় তাহা হইলে সে আরও কয়েক টাকা তাহার বেতন বাড়াইয়া দিতে পারে। যাহাতে জেম্‌স সুখী হয়

এবং যাহাতে তাহার ভবিষ্যতে আরও উন্নতি হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা যাইবে।” ফলতঃ জেম্‌স যাহাতে চিরকাল তাহার কারখানার পর্য্যবেক্ষণ করে এই তাহার প্রাণগত ইচ্ছা ; এই জন্য তিনি নানাপ্রকারে জেম্‌সকে তাঁহার নিকট থাকিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। জেম্‌স তাহাতে কোন মতেই সম্মত হইল না। দেশ দেশান্তর পরিদর্শনের ইচ্ছা তাহার এতই বলবতী হইয়াছিল যে সে বহুকাল আর বার্টন সাহেবের কারখানায় থাকিতে রাজি হইল না। বার্টন হতাশ হইয়া চলিয়া গেল। জেম্‌স আপনার কার্য্য করিতে লাগিল— কবে যাইবে তাহার এখনও স্থিরতা নাই—প্রস্থানের এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

কিন্তু বহুকাল আর এরূপে গেল না। এক দিন রাত্রিতে আর আর কয়েকজন লোক, বার্টন ও তাহার পত্নী প্রভৃতি অনেকে একটা প্রকাণ্ড গৃহের এক পার্শ্বে বসিয়া আছে, নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছে— জেমস তাহারই কাছে একটা অঙ্ক কসিতেছে। অঙ্কটা একটু কঠিন, জেম্‌স অতিশয় গাঢ় মনোযোগের সহিত নিমগ্ন চিত্তে তাহাতে রত হইয়া গিয়াছে। ক্রমে সকলেই সে স্থান পরিত্যাগ করিল—কেবলমাত্র জেম্‌স

একাকী বসিয়া অঙ্ক ভাবিতেছে। এমন সময় বার্টন-কন্যার প্রণয়ী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। জেম্‌স ইহার কিছুই জানে না—সে গৃহের এক কোণে নিমগ্ন-চিত্তে বসিয়া আছে। উক্ত রমণী জানিতেন সে গৃহে আর কেহই নাই—এই জন্য তাঁহারা দুইজনে প্রেমালাপ করিতেছিলেন, কিন্তু যখন হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যে, জেম্‌স সেই গৃহের এক প্রান্তে বসিয়া আছে, তখন অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন, "আমার বিবেচনায় মাইনের চাকরের এতক্ষণ শয়ন করা উচিত ছিল!"

"মাইনের চাকর!" এই কথা জেম্‌সের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহার বোধ হইল যেন সমস্ত ধরা কাঁপিয়া উঠিল। জেম্‌স শিহরিয়া উঠিল—ক্রমে তাহার ভয়ানক ক্রোধের সঞ্চার হইল। সে মুহূর্ত্ত কালের জন্য সেই দুর্ম্মুখা রমণীর মুখের দিকে রোষকষায়িত নেত্রে তাকাইল—কিন্তু একটী কথাও বলিল না। তাহার অন্তর বিষধরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। তৎ-ক্ষণাৎ বাতি লইয়া জেম্‌স আপন কক্ষে গমন করিল। আজ এমনই দৃঢ়-পদবিক্ষেপে জেম্‌স চলিয়া গেল যে তাহা দেখিলেই বোধ হয় জেম্‌সের অভিমান—জেম্‌সের

মনের তেজ মহাবেগে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। নির্ব্বোধ রমণী বুঝিল না যে, সে আজ তাহার পিতার কি অনিষ্টসাধন করিল। আজ রাত্রিতে জেম্‌সের নিদ্রা হইল না। রমণীর কর্কশ বাক্যবাণে জেমসের অন্তর জ্বলিয়া গিয়াছিল।

মুহুর্মুহু আজ জেম্‌সের মনে হইতে লাগিল, "কি! মাইনের চাকর!" "আমি তোমার বাপের মাইনের চাকর! না—তাহা কখনই হইতে পারে না। আমি আর 'চাকর'—'কুকুর' থাকিব না—আমি—চাকর রাখিব—আমি মাইনে দিয়া চাকর রাখিব। দেখ আমি কালই চলিয়া যাইতেছি।"

অতি কষ্টে রজনী প্রভাত হইল। জেম্‌স প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়াই আপনার অতি ক্ষুদ্র রুমাল খানিতে যথাসর্ব্বস্ব বাঁধিয়া প্রস্থানোন্মুখ হইয়া বার্টনের নিকট বিদায় লইতে গমন করিল। বার্টন বজ্রাহতের ন্যায় অবাক্ হইয়া জেম্‌সের দিকে তাকাইয়া বলিল, "না জেম্‌স! তুমি তামাসা করিতেছ—তুমি কি সত্যই আমাকে পরিত্যাগ করিবে?" বালক জেম্‌স পূর্ব্ব রাত্রির কথা কিছুই না বলিয়া অচলভাবে আপনার স্বাভাবিক তেজের সহিত বলিল, "হাঁ, আমি আর আপনার কায করিব না—আমি চলিলাম।" এই বলিয়া

জেম্‌স বার্টনের ক্ষারের কারখানা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিল।

১০
কাঠুরিয়া

জননী জেম্‌সকে হঠাৎ গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ক্রমে জেম্‌সের মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "কায ভাল হয় নাই। আমার বোধ হয় সে রমণী খারাপ ভাবে তোমাকে 'মাইনের চাকর' বলেন নাই। আর 'মাইনের চাকরেই' বা দোষ কি? মাইনের চাকর সৎ হইলেই হইল।" জেম্‌স বলিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি, কিন্তু সে রমণী আমাকে যে রকম করিয়া এই কথা বলিয়াছিল তাহাতে সকলেরই রাগ হয়।"

যাহা হউক, জননী তাহাকে গৃহে থাকিয়া পুনরায় কৃষিকার্য্যে মন দিতে অনুরোধ করিলেন। জেম্‌স আপনার মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারিল না। জননীকে তাহার সমুদ্রগমন বাসনা জানাইল। জননী

পুত্রের ঈদৃশ কথা ও ভাবনা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি তাহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, এ প্রকার ভাবে জীবন যাপনের অভিলাষ হইলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। ভবিষ্যতে তাহার জীবনে আর কোন গুরুতর কার্য্য করিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। তিনি বলিলেন, "চাষা হইয়া অথবা তাদৃশ অন্য কোন ব্যবসা করিয়া চিরকাল গৃহে বাস কর তথাপি সমুদ্রে যাইতে পাইবে না—নাবিক হইতে পাইবে না। তুমি ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আমার আদৌ ইচ্ছা নয় যে তুমি সমুদ্রে গমন কর।"

জননীর আপত্তি দেখিয়া জেমসের বাসনা আপাততঃ পূর্ণ হইল না। জেমস আবার আপনার ক্ষেত্রের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। কিছুদিন চাষ করিতে না করিতেই সংবাদ আসিল যে, জেমসের একটী আত্মীয় ক্লীবলাণ্ডের সন্নিকট নীউবার্গ নামক স্থানে অনেক জমি লইয়া আবাদের জন্য তাহার জঙ্গল পরিষ্কার করিতেছেন। জেমসের ইচ্ছা যে, সে কিছুদিন কাঠ কাটিয়া পয়সা রোজকার করে। এই জন্য সে জননীকে আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। জননী তাহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন।

জেম্‌স যে স্থানে কাঠ কাটিতে গমন করিল সেখানে তাহার স্নেহময়ী সহোদরা মেহেতাবেলের বিবাহ হইয়াছিল। জেম্‌স মেহেতাবেলের গৃহে গমন করিল। ভগিনী মেহেতাবেল অতি আহ্লাদের সহিত ভ্রাতাকে আপন গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। অনেক দিন পরে দুইটী ভাই ভগিনীতে আবার একত্র বাস করিতে লাগিল।

জেম্‌স কাঠ কাটিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার শরীরে যথেষ্ট বল ছিল। কেহই তাহার মত শীঘ্র কাঠ কাটিতে পারিল না। উক্ত আত্মীয় জেম্‌সের কায দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার কায শেষ হইয়া গেলে তিনি জেম্‌সকে বিদায় দিয়া বলিলেন, "জেম্‌স! তোমার কায দেখিয়া আমি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছি—কিন্তু তুমি এ সকল কার্য্যের জন্য জন্মগ্রহণ কর নাই। তোমার যেরূপ ক্ষমতা আছে তাহাতে তুমি কালে খুব একজন বড়লোক হইতে পারিবে। তুমি কি লেখা পড়া শিখিতে ভালবাস না?"

উক্ত আত্মীয়ের কথা শুনিয়া জেম্‌সের মনে একটু ভাবনা হইল। জেম্‌স যদিও সমুদ্রে সমুদ্রে নাবিক হইয়া বেড়াইবার জন্য এত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা

হইলেও লেখা পড়া শিখিবার ঝোঁক তাহার খুব ছিল। এখানে আসিয়া জেম্‌স কতকগুলি ভাল ভাল পুস্তক পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল—জেম্‌স অতি আদরের সহিত সেই পুস্তকগুলি পাঠ করিল এবং তাহার মনও কতকটা ভাল হইল। কিন্তু সমুদ্র গমনের বাসনা তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিল না। একদিন মেহেতাবেলের সহিত তাহার এ বিষয়ে কথা হইল। মেহেতাবেল তাহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি বলিলেন যে, জেম্‌স যদি নাবিক হয় তাহা হইলে তাঁহার দুঃখের অবধি থাকিবে না। তাঁহার মতে জেম্‌সের যে সকল সদ্‌গুণ আছে, নাবিকের জীবনযাপন করিতে গিয়া সে সমুদয় বৃথা নষ্ট করা হইবে মাত্র। জেম্‌স জননীর নিকটও সহানুভূতি পায় নাই সুতরাং তাহার সমুদ্রগমন বাসনা থাকিলেও আত্মীয় স্বজন-দিগকে আপন অভিপ্রায় জানাইতে পারিল না।

কিন্তু এখানে কায করিতে করিতে এদিকে জেম্‌-সের ঔৎসুক্য একটু জাগিয়া উঠিল। জেম্‌স যেখানে কায করিতেছিল, তাহার ঠিক্ সম্মুখেই ইরিহ্ হ্রদ। ইরাই হ্রদের সুপ্রশস্ত বক্ষ ভেদ করতঃ পাইল বিস্তার করিয়া ছোট ছোট যাহাজগুলি চলিয়া যাইত। জেমস তাহা

দেখিয়া সমুদ্রে যাইবার জন্য আরও ক্ষেপিয়া উঠিত। সময়ে সময়ে আবার কাঠ কাটা বন্ধ করিয়া হাঁ করিয়া সেই সকল জলযানের দিকে তাকাইয়া থাকিত। যাহা হউক, মেহেতাবেলও যখন বাধা দিলেন তখন জেম্‌সের পক্ষে চারিদিকের বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়াও সর্ব্বাপেক্ষা জননীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমুদ্র গমন করা নিতান্তই অসম্ভব বোধ হইল। সুতরাং আপাততঃ এ কার্য্য স্থগিত থাকিল।

জেম্‌স উক্ত আত্মীয়ের কায সমাধা করিয়াই আর এক কৃষকের ক্ষেত্রে কায করিবার সুযোগ পাইল। সেখানে গিয়া কয়েক মাস কায করিল। এখানে কায করিতে করিতে কাহারও কাহারও নিকট সমুদ্র যাত্রার কথা উত্থাপন করিতে লাগিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, জেম্‌স যাহারই কাছে নাবিক হইবার কথা উত্থাপন করিত সেই তাহার কথা উড়াইয়া দিত। কেহই তাহাকে উৎসাহ দিত না। জেম্‌স মহা বিপদে পড়িয়া গেল। যাহা হউক, সমুদ্রে যাওয়া হইল না, জেম্‌স অর্থোপার্জ্জন করিয়া আবার গৃহে মাতার নিকট ফিরিয়া গেল।

১১

নৌ-চালক

জেম্‌স বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। সমুদ্রে যাইবার জন্য তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বার বার মাতাকে বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। বুদ্ধিমতী জননী যখন দেখিলেন যে, পুত্রকে কোন মতেই এই পথ হইতে ফিরাইতে পারেন না, তখন তিনি এক নূতন পথ অবলম্বন করিলেন।

জননী বলিলেন, "জেম্‌স তুমি যাহাজে করিয়া কোথায় যাইতে চাও আমাকে বল দেখি?"

জেম্‌স জননীর এই কথা শুনিয়া আনন্দে গদ গদ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল এই বার তাহার বাসনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু জননী যে কোন্ পথে চলিতেছেন, বালক জেম্‌স তাহা বুঝিল না।

জেম্‌স ত কিছুই ঠিক্ করে নাই। পুস্তক পড়িয়া তাহার মনে একটা অদ্ভুত রকম কীর্ত্তি করিবার ঝোঁক হইয়াছিল, তাই সে সমুদ্রে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল, "মা! কোথায় যাইব তাহার

কিছুই ঠিক নাই—কেবল পৃথিবীর কতকটা দেখিবার ইচ্ছা।"

জননী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তোমার মত একজন বুদ্ধিমান বালকের পক্ষে এ প্রকার ভাব শোভা পায় না। আমি হইলে প্রথমেই ত কোথায় যাইব একটা ঠিক করিয়া লইতাম। অথচ তুমি এসিয়া যাইবে, কি আফ্রিকা যাইবে, কি ইয়োরোপ যাইবে কিছুই জান না?"

জেম্‌স, "সেটা আমার ঠিক আছে মা! আমি আট্‌লাণ্টিক্‌-মহাসাগর উত্তীর্ণ হইতে চাই।"

জননী তখন তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, সমুদ্রে প্রথম প্রথম বহুদূরে গিয়া কায নাই। বহুদূরে গিয়া অসুখ অথবা অসুবিধা হইলে হঠাৎ গৃহে ফিরিয়া আসা বড়ই শক্ত হইবে। এই জন্য তিনি বলিলেন, "প্রথমতঃ তুমি ঘরের কাছে ইরাই হ্রদে কিছুদিন কোন যাহাজে করিয়া বেড়াইয়া এস—তখন যদি ভাল থাক আট্‌লাণ্টিক মহাসমুদ্রে যাইতে পার।"

জেম্‌স জননীর এই প্রকার অনুমতি পাইয়া পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া অতি সামান্য—তাহার সেই স্বাভাবিক বেশে ইরাই হ্রদাভিমুখে যাত্রা করিতে প্রবৃত্ত

হইল। জননী পুত্রের ঈদৃশ ভাবে দুঃখিত হইয়া সাশ্রু-নয়নে মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। জেম্‌স তাহার কিছুই বুঝিল না!

মহা উৎসাহে দ্রুতপদবিক্ষেপে জেম্‌স ইবাই হ্রদের তীরে আসিয়া বন্দরে উপস্থিত হইল। এবং সম্মুখে যে যাহাজ খানি দেখিতে পাইল তাহাতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহাতে আর লোকের আবশ্যক আছে কি না। যাহাকে জিজ্ঞাসা করিল সে অধ্যক্ষ অর্থাৎ কাপ্তেন নয়, এইজন্য সে বলিল, কাপ্তেন নীচে আছেন তিনি উপরে আসিলে তাঁহাকে বলিও। তার পর ক্রমে জেম্‌স শুনিতে পাইল, যাহাজের ভিতর হইতে এক তুমুল কোলাহল উঠিতেছে। একজন লোক অতি অশ্রাব্য কটুভাষায় আর একজন লোককে ভর্ৎসনা করিতেছে। ক্ষণেক পরে সেই কুৎসাকারী লোকটা উপরে আসিলে যাহাজের সেই লোকটী তাহার দিকে দেখাইয়া বলিল "ঐ কাপ্তেন আসিতেছেন।" জেম্‌স নিকটে গিয়া তাহাকে সেলাম করিয়া বলিল, "মহাশয়! আপনার যাহাজে কি আর অধিক লোকের দরকার আছে?"

জেম্‌স এই কথা বলিবামাত্র কাপ্তেন মহাশয় ব্যাঘ্রের

প্রায় তাহার উপর ঝাঁপিয়া পড়িল। গালির উপর গালি দিয়া বেচারা জেম্‌সকে দূর করিয়া যাহাজ হইতে তাড়াইয়া দিল। এমন কি, জেম্‌স যদি আর একটু খানি যাহাজে থাকিত তাহা হইলে তাহাকে হয়ত ঘুসি খাইয়া হ্রদের জলে হাবুডুবু খাইতে হইত। যাহা হউক, কাপ্তেন সাহেবের তাড়নায় অপ্রস্তুত ও হতাশ হইয়া বালক জেম্‌স যাহাজ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। জেম্‌স পুস্তকে যেরূপ কাপ্তেনের কথা পাঠ করিয়াছিল ইহার সহিত তাহার কিছুই মিলিল না। সে পুস্তকলব্ধজ্ঞান দ্বারা কাপ্তেনের যে প্রকার ছবি হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়াছিল, আজ দেখিল তাহার সহিত এই কাপ্তেনের এক বিন্দুও মিল হইল না। জেম্‌স এখন মহাসমস্যায় পড়িয়া গেল। সে যাহা চক্ষে দেখিল তাহাও অপ্রত্যয় করিতে পারে না এবং পুস্তকলব্ধ জ্ঞান যাহা বলে তাহার বিরুদ্ধও বিশ্বাস করিতে পারে না। তখন জেম্‌স মাঝামাঝি একটা বিচার করিয়া লইল। সে ভাবিল নিশ্চয় তাহারই আদবকায়দার কোন ত্রুটী হইয়া থাকিবে। তাহার যে রকম পাড়াগেঁয়ে কদর্য্য পোষাক তাহার জন্যও কাপ্তেন সাহেব বিরক্ত হইতে পারেন। যাহা হউক,

কাপ্তেন যে ভয়ানক সুরাপায়ী—তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

জেম্‌স বৃক্ষতলে কতকগুলি কাঠের উপর উপবেশন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ জল খাবার যাহা সঙ্গে ছিল তাহাই খাইতে আরম্ভ করিল। বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। জেম্‌স বৃক্ষতলে বসিয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিয়া চিন্তিয়া জলযোগ সম্পন্ন করিয়া আবার ধীরে ধীরে অন্য কোন যাহাজে যাইবার অভিপ্রায়ে হ্রদের তীরে তীরে বেড়াইতে লাগিল।

এইরূপে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে এমন সময় তাহাকে কে "জিম" "জিম" বলিয়া দূর হইতে আহ্বান করিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জেম্‌স মনে করিয়াছিল যে সে নিতান্ত অনুপযুক্ত বলিয়াই কাপ্তেন সাহেব ঐ প্রকারে তাড়াইয়া দিয়াছেন সুতরাং এখনও সে নাবিক হইবার আশা একেবারে পরিত্যাগ করে নাই। হঠাৎ তাহার নাম ধরিয়া তাহাকে কে ডাকিতেছে শুনিতে পাইয়া সে চকিতভাবে এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে দেখিতে পাইল যে, এক খানি নৌকা হইতে শব্দ আসিতেছে। তখন সে নৌকার নিকট গমন করিয়া দেখিতে পাইল তাহার একজন আত্মীয় নৌকা হইতে ডাকিতেছে।

তখন জেম্‌স তাহাকে আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিল। আত্মীয়টী তাহাকে বলিল, "তুমি প্রায়ই দেখিবে যাহাজের কাপ্তেনগুলি ঘোরতর মাতাল, পশু-প্রকৃতি ও ক্রুদ্ধস্বভাব। তাহাদের মুখে সর্ব্বদাই নরকের ভাষা লাগিয়া আছে। যাহা হউক, তুমি যদি এখন এই বোটে কায করিতে চাও, তাহা হইলে কায পাইতে পার।" জেম্‌স তথাস্তু বলিয়া কায করিতে স্বীকার করিল। এই বোটে একজন পারিচালকের পদ খালি ছিল। জেম্‌স সেই পদে মাসিক ১২ ডলার বেতনে নিযুক্ত হইল। আমাদের দেশে নৌকার গুণ মানুষে টানিয়া লইয়া যায়, এ বোটের সেরূপ নয়। বোটে চারিটী অশ্বতরী ছিল। পালাক্রমে এক এক জন পরিচালক দুইটী করিয়া অশ্বতরী লইয়া তীরের ধারে ধারে তাড়াইয়া যাইত; সময় হইয়া গেলে অশ্বতরী ও পরিচালক বোটে উঠিয়া আসিত—আবার অপর পক্ষ তীরে নামিয়া অশ্বতরী চালাইয়া যাইত।

জেম্‌সের সঙ্গী অপর পরিচালকের প্রবৃত্তি ও শিক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যাহা হউক, জেম্‌স যে কাযেই হাত দিত তাহাই ভাল করিয়া করিতে চেষ্টা করিত—কারণ জননী এলীজা বাল্যকাল হইতে তাহাকে এই

শিক্ষা দিয়াছিলেন। জেম্‌স তাই আজ এই নৌকার গুণটানা কাযও অতি উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিল।

জেম্‌সের স্বভাব চরিত্র দেখিয়া নৌকায় আর আর যে সকল লোক ছিল সকলেই অত্যন্ত মুগ্ধ হইল। তাহারা সকলে অত্যন্ত কুৎসিত ও ইতর প্রকৃতির লোক ছিল। সুরা পান, তাম্রকূট সেবন, অশ্রাব্য ও অপভাষায় আলাপ—হাস্য কৌতুক, গালাগালি, মারামারি এই ভিন্ন তাহারা আর কিছু জানিত না। জেম্‌স তাহাদিগকে ভাল হইবার জন্য কত অনুরোধ করিত। তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিত যে, তাহারা চেষ্টা করিলেই ভাল হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিল,সে জেম্‌সের এইরূপ উপদেশ শুনিয়া একদিন বলিল, "জিম্ তুমি ত দেখ—তুমি যে সকল কথা বলিতেছ তাহা সকলই সত্য, কিন্তু আমার আপনার প্রতি আপনার একটা সম্মান নাই—আমি কেমন করিয়া ভাল হইব? তুমি যে সকল কথা বলিতেছ আমি তাহা বুঝি, কিন্তু অভ্যাস এমনি খারাপ হইয়া গিয়াছে, এমনি অসাড় হইয়া পড়িয়াছি যে, এ সব কু-অভ্যাস যেন আর ছাড়িতে

ইচ্ছা হয় না।" জেম্‌স তখন তাহাকে বলিল, "আমি যদি কোন যাহাজের কাপ্তেন হইতাম তাহা হইলে আমি কখনই খারাপ লোক খালাসি করিতাম না। মদ তামাক, অকথা কুকথা সমস্ত পাপ আমার লোকদের মধ্য হইতে একেবারে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতাম। আর একান্ত যদি আমার লোকদের ভাল করিতে না পারিতাম তাহা হইলে কাপ্তেনি ছাড়িয়া দিতাম।"

জেম্‌সের এই প্রকার কথাবার্ত্তায় ও আচরণে নৌকার লোকেরা শতমুখে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। সকলেই বলিতে লাগিল, "নৌকায় অথবা যাহাজে কায করিয়া এমন শান্ত, এমন মিতাচারী, এমন অল্পভাষী, এমন বুদ্ধিমান ছেলে ত আর দেখি নাই। আমরাও ত কথা বলি; কি ছাই কুৎসিত কথা—কুৎসিত আমোদ, অতি কদর্য্য ভাষা! আর জেম্‌স কেমন কথা বলে! শুনিতে শুনিতে সমুদয় শরীর মন যেন জুড়াইয়া যায়! এ ছেলে কোথা হইতে আসিল? ইহার এমন নির্ম্মল স্বভাব কেমন করিয়া হইল? এ কি দেবতা!"

এইরূপে এবং আরও নানারূপে তাহারা জেম্‌সের কথা বলিতে লাগিল। পশুসমান লোকগুলা জেম্‌সের সংব্যবহারে এবং সুশীল স্বভাবে তাহার যেন কেনা

গোলাম হইয়া গেল। জেম্‌স পনের কি ষোল বৎসরের বালক মাত্র। তাহারা কেহ বা বৃদ্ধ কেহ বা যুবক হইয়াও সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। জেম্‌সের সাক্ষাতে খারাপ কথা বলিতে যেন তাহাদের আর সাহস হইত না। তাহাদের দুর্দান্ত স্বভাব যেন ঈষৎ সাম্যভাব ধারণ করিতে লাগিল। ইহার ফল শেষে এতদূর হইয়া উঠিল যে, একদিন আর একখানা নৌকার লোকের সঙ্গে এবং জেম্‌সের নৌকার লোকেদের সঙ্গে এক তুমুল ঝগড়া বাধিবার উপক্রম হইল। জেম্‌স তাহা মিটাইয়া দিল। জেম্‌স না মিটাইয়া দিলে সে দিন এক হুলস্থূল ব্যাপার হইয়া উঠিত।

দুই কি তিন মাস কাল জেম্‌সকে এই নৌকায় কায করিতে হইয়াছিল। কার্য্যকুশলতা দেখিয়া জেম্‌সের আত্মীয় তাহাকে উচ্চপদে তুলিয়া বেতন দেড় গুণ বাড়াইয়া দিয়াছিল। এই দুই তিন মাস কালের মধ্যে জেম্‌স ১৪ বার জলে পড়িয়া গিয়াছিল। জলে পড়িবার আর কোন কারণ ছিল না; জেম্‌স যখন কোন কায করিত, তখন সে সেই কায এমনি মনোনিবেশ সহকারে করিত যে, সে আত্মহারা হইয়া যাইত। তাহার আপনার সত্বা

যেন সেই কাযেব মধ্যে হাবাইয়া ফেলিত। এই কারণেই সে এতবার জলে পড়িয়া যায়।

জেম্‌স শেষ যেবার জলে পড়িয়া যায় সেবার অতিশয় ভয়ানক ব্যাপাব হইয়াছিল। বাত্রিতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া একস্থানে নৌকাব কাছি ধবিয়া টানিতে টানিতে হঠাৎ ধাক্কা লাগিয়া জলে পড়িয়া গেল—পড়িয়া গিয়াই ডুবিয়া গেল। একে অন্ধকাব রাত্রি, তাহাতে আবাব জল আরও কৃষ্ণবর্ণ—জনপ্রাণিও টেব পায় নাই যে জেম্‌স এইরূপে জলে ডুবিয়া গিয়াছে। ক্রমে হঠাৎ তাহাব হাতে একগাছা কাছি লাগিল—নৌকা তখন চলিয়া যাইতেছে—সে কাছি ধরিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে নৌকাব উপব উঠিল। নৌকাব উপব উঠিয়া দেখে যে, যে কাছি ধবিয়া সে নৌকায় উঠিয়াছিল—তাহা নৌকাব কোনখানেই বাঁধা ছিল না। নৌকার একস্থানে একটু লাগিয়াছিল মাত্র—সেই আটকানও এমন কিছু শক্ত নয় যে তাহা একজন মানুষের ভার বহন করিতে পাবে। জেম্‌স দেখিল যে, যদি কাছি সরিয়া যাইত, তাহা হইলে সে রাত্রিতে তাহার বাঁচিবাব আর এক্‌বিন্দুও আশা ছিল না।

আজ জেম্‌স অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল—

কে তাহাকে আজ বাঁচাইল ?—পরমেশ্বর। আজ তাহার জীবন রক্ষা এক অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পরীক্ষা করিবার জন্য জেম্‌স আবার বারম্বার সেই কাছি সেই স্থানে আটকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কোনমতেই আর রশিটী সেখানে সেরূপে আটকান গেল না। যখন জেম্‌স কোন প্রকারেই সেখানে সে কাছি গাছটী আটকাইতে পারিল না, তখনি সে অবাক্ হইয়া মানবজীবনে ঈশ্বরের করুণা চিন্তা করিতে লাগিল। জেম্‌স ভাবিল, "পরমেশ্বর আমাকে বাঁচাইবার জন্য কি আশ্চর্য্য ঘটনাই ঘটাইলেন। তবে কি আমার জীবন বাস্তবিকই কোন গুরুতর কার্যের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে? তবে তাহাই হউক, আমি আর এমন করিয়া বৃথা জলে জলে, নৌকায় নৌকায় জীবন কাটাইব না। আমি নিজ জীবনকে সুপথে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লেখা পড়া শিক্ষা করিবার উপায় করিয়া লইব।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জেম্‌সের হৃদয় এক রমণীয় ও গম্ভীর ভাবে পূর্ণ হইল। তাহার মাতার একান্ত ঈশ্বরানুরাগ—তাহার জন্য সর্ব্বদা তিনি পরমেশ্বরের নিকট কত প্রার্থনা করিতেন একে একে তাহাই আজ জেমসের মনে উদয় হইতে লাগিল। জেমসের দৃঢ়

বিশ্বাস হইল যে, মাতার প্রার্থনার বলেই তাহার আজ জীবন রক্ষা হইয়াছে। সুতরাং আর মাতার অনভিমতে জীবনে কোন কায করা হইবে না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিল। জোর করিয়া যে মাতার নিকট হইতে যাহাজে আসিবার অনুমতি লইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া জেম্‌সের মনে আজ বড়ই অসুখ হইতে লাগিল। যাহা হউক গৃহে ফিরিয়া গিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিবার নিমিত্ত একটা উপায় উদ্ভাবনা করিবার চেষ্টা এবার করিতেই হইবে, এইরূপ স্থির করিয়া জেম্‌স গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ইতিপূর্ব্বে আর একটী ঘটনা হয় তাহাতেও জেম্‌সের লেখাপড়ার দিকে একটু একটু ইচ্ছা গিয়াছিল। এক দিন নৌকায় যাইতে যাইতে কাপ্তেন লীচার জেম্‌সকে লেখাপড়ার সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, জেম্‌স প্রত্যেক প্রশ্নেরই উত্তম উত্তর করে। কিন্তু জেম্‌স যখন তাহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করে তখন কাপ্তেন সাহেব তাহার একটীরও উত্তর করিতে পারেন না। কাপ্তেন পূর্ব্বেই জেম্‌সের বুদ্ধি ও স্মৃতির কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, আজ আবার তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া সে বিশ্বাস দৃঢ় হইল। তাই তিনি আজ জেমসকে

বলিলেন যে, তাহার যে প্রকার বুদ্ধি তাহাতে অনর্থক যাহাজের কাযে জীবন ব্যয়িত না করিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিলে সে নিশ্চয়ই বড় লোক হইতে পারিবে। তাহার যদি জেম্‌সের মত মেধা থাকিত, তাহা হইলে সে কখনই এইরূপে তামার নৌকা চালাইত না। জেম্‌সের পূর্ব্ব হইতেই নৌকা ও যাঁহাজের কাজের ঝোঁক চলিয়া যাইতেছিল, আজিকার ঘটনায় যাহাজের কায পরিত্যাগের সঙ্কল্প দৃঢ় হইল।

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই জেম্‌সের ভয়ানক কম্পজ্বর হয়। এই জ্বরে জেম্‌সের শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ক্রমে কাযের অনুপযুক্ত হইয়া শয্যাগত হইল। অবশেষে জেম্‌স গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কাপ্তেন লীচার অতি আহ্লাদের সহিত তাহার প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। বিদায় দিবার কালে বলিয়া দিলেন, "জেম্‌স! তুমি যেমন করিয়া পার লেখা পড়া শিখিবার চেষ্টা করিও আমার তোমার মত মেধা থাকিলে নিশ্চয়ই এই ব্যবসায় ছাড়িয়া লেখাপড়া শিখিতাম।"

জেম্‌স সন্ধ্যার পর নৌকা ছাড়িয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সে বাড়ী হইতে আসিয়া

অবধি জননীকে একখানিও পত্র লিখে নাই। সে কোথায় ছিল তাহার কোন সংবাদই তাঁহাকে দেয় নাই; তাই আজ পথে যাইতে যাইতে তাহার বড় লজ্জা হইতে লাগিল। যাহা হউক মার কাছে ছেলের শত অপরাধও মার্জ্জনা হয়।

জেম্‌স্ খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কুটীরের অনতিদূরে যাইয়া জানালার ভিতর দিয়া দেখিল, ঘরে একটু একটু আলো জ্বলিতেছে। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। তাহার মনে হইল মা আজ কতই না আশ্চর্য্য হইবেন। ক্রমে আরও নিকটে গিয়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া জানালার ভিতর দিয়া উকি মারিয়া দেখিল, এলীজার সম্মুখে একখানি পুস্তক খোলা রহিয়াছে, তিনি নতজানু হইয়া উৰ্দ্ধ মুখে, নিমীলিত নেত্রে, করযোড়ে বলিতেছেন, "হে ভগবান্ দয়া করিয়া আমার দিকে একটীবার তাকাও! তোমার সেবককে বল দাও! তোমারি দাসীর সন্তানকে রক্ষা কর!" জেম্‌স এই কথা শুনিয়াই আর অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল। উভয়ের প্রেমাশ্রু উভয়কে সিক্ত করিতে লাগিল।

১২

নিম্নতম সোপান

ক্রমে যখন প্রথম মিলনের আবেগ প্রশমিত হইল তখন জননী জেম্‌সকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জেম্‌স! তোমাকে পীড়িত দেখাচ্ছে কেন?" জেম্‌স বলিল যে, তাহার অসুখ হইয়াছে বলিয়াই সে গৃহে ফিরিয়াছে; পীড়িত দেহে পথ হাঁটিয়া তাহার অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইয়াছে। তার-পর জেম্‌স আপনার সমস্ত কাহিনী জননীকে একে একে বলিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে যখন জলমগ্নের কথা পড়িল তখন জননী বলিলেন, "পরমেশ্বর তোমাকে আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা করিয়াছেন এবং আমার প্রার্থনার উত্তর স্বরূপ তোমাকে পুনরায় গৃহে ফিরাইয়া পাঠাইয়াছেন।" জেম্‌সের মাতার নিকট এই বিষয়ে কোন কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও কিছু বলিতে পারিল না, কেন না তখন তাহার হৃদয় পূর্ণ হইতেছিল—কণ্ঠরোধ হইয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জেম্‌স গদগদ স্বরে বলিল, "মা! সেই অন্ধকার রাত্রিতে আমাকে একমাত্র ঈশ্বরই রক্ষা করিয়াছেন আমি তাহাতে কোন মানুষের হাত দেখিতে পাই নাই।"

ধর্ম্মপরায়ণা জননীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রীতিকর কি হইতে পারে? জননী এলীজা ধর্ম্মভীরু ও ঈশ্বরপরায়ণা ছিলেন, পুত্র যাহাতে নীতি ও ধর্ম্মপরায়ণ এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী হয় ইহাই তাঁহার প্রাণগত ইচ্ছা। সুতরাং তিনি আজ পুত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন। তিনি মনে মনে আপনার ইষ্টদেবতাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। বলিলেন, "মা, স্বর্গের জননী এ দুঃখিনী দাসীর এই অবোধ বালক সন্তানটীকে তুমি কৃপা করিয়া সুপথে রক্ষা কর।...আমার জেম্‌স যেন তোমার প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি হারা না হয়।" জেম্‌স কিন্তু জননীর সেই গভীর হৃদয়াবেগ দেখিতে পাইল না।

রাত্রি অধিক হইল, জননী পুত্রকে শয়ন করিতে বলিলেন। আজ পুত্র গৃহে আসিয়া তাঁহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছে, তথাপি জননীর চক্ষে নিদ্রা নাই। এলীজার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইতেছিল। আনন্দসাগরে ভাসিতে ভাসিতে এলীজা ভাবিতে লাগিলেন, "আর কিছু চাই না। ভগবান যদি দুঃখিনীর ধনকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করেন, জেম্‌স যদি সংসারের দ্বারে দ্বারে ভগবানের পবিত্র নাম প্রচার করে, তাহার

জীবন যদি সাধু হয় আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়।” আপন মনে এই ধ্যান করিতে করিতে এলীজার হৃদয় যেন শান্তি সুধাসাগরে সন্তরণ করিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতে জেম্‌স শয্যা হইতে উঠিলে পর দেখা গেল—শরীর সুস্থ আছে বিশেষ কোন অসুখের লক্ষণ নাই। জননী তাহাতে আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু বাতজ্বরের প্রকোপ শীঘ্র তাহাকে একবারে পরিত্যাগ করিল না। রোগে বিলক্ষণ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। চিকিৎসক আসিয়া পারা খাওয়াইয়া, মুখ আনিয়া তবে অনেক দিনে আরাম করিল। জননী অতি যত্নের সহিত সেবা না করিলে অর্থাৎ অন্যত্র হইলে জেম্‌সকে আরও ক্লেশ পাইতে হইত। এই রোগে জেম্‌সের তেমন বলবান দেহ ক্ষীণ হইয়া গেল।

ক্রমে তাহার শরীর যতই সুস্থ হইতে লাগিল, ততই আবার সমুদ্রে যাইবার জন্য তাহার মনের গতি বলবতী হইতে লাগিল। জননী অনেক বুঝাইয়া তাহাকে সে চিন্তা হইতে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, “দেখ জেম্‌স! তুমি লেখাপড়া করিতে একবার আরম্ভ করিলে, আর তোমার সমুদ্র যাইতে ঝোঁক হইবে না। প্রত্যুত একবার পড়াশুনায় মন দিলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে

তাহাতে তোমার চিত্ত এমনই মগ্ন হইয়া যাইবে, যে তুমি আর কোন প্রকারেই পড়া ছাড়িতে পারিবে না। আর তোমার ইহাও ভাবা উচিত, তুমি প্রথমে যে কাপ্তেনের নিকট গিয়া তাড়িত হইয়াছিলে তাহাতেই বুঝা যায় যে, তুমি যে নাবিকের কার্য্যে জীবন যাপন করিয়া সমুদ্রে সমুদ্রে বেড়াইবে ভাবিতেছ, ভগবানের তাহা অভিপ্রেত নহে। এই সকল বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া ও তোমার জলমগ্নের কথা স্মরণ করিয়া সমুদ্রগমন বাসনা এক্ষণে পরিত্যাগ করাই উচিত।”

জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া জেম্‌সের চিন্তার উদয় হইল। জেম্‌স এখন লেখাপড়া শিক্ষা করিবার কোন পন্থা পাইতে পারে কি না—তাহাই ভাবিতে আরম্ভ করিল। আবার জননী তাহাকে নিজের অন্তরের কথাটী খুলিয়া বলিলেন, “পরমেশ্বর তোমাকে আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা করিতেছেন। আমার ইচ্ছা তুমি পরমেশ্বরের নাম প্রচার কর। যাহা হউক আমি সে জন্য এখন তোমাকে বিশেষ করিয়া কিছু ভাবিতে বলিতেছি না, তুমি নিজে নিজে ইচ্ছা হয় ভাবিয়া দেখিবে। তোমার মনের সমুদয় শক্তি যদি তাঁহার পবিত্র নাম প্রচারে ব্যয়িত কর, তাহা হইলে তদপেক্ষা সুখের বিষয় আর

কিছুই হইতে পারে না।" যাহা হউক এলীজার এ বিষয়ে আর অধিক পীড়াপীড়ি করিবার অভিপ্রায় ছিল না। জেম্‌স বলিল, "মা! আমি কিছু দিন হইতে এ বিষয়টী ভাবিতেছি।"

দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। আবার শীতকাল আসিল। আবার গার্‌ফীল্‌ড্‌পত্নীর বাসস্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। শিষ্য সম্প্রদায় ভুক্ত বেটাঁস নামক বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক এবং সচ্চরিত্র জনৈক যুবা পুরুষ এবারে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন। এই ভদ্র লোকটীর প্রকৃতি অতি মধুর ছিল। ইনি ধর্ম্মযাজকতা করিবার জন্য সেই প্রকার ভাবে প্রস্তুত হইতেছিলেন। এলীজা ইঁহার সহিত আলাপ করিয়া অতিশয় প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন। ইঁহার প্রকৃতি মধুর ছিল বলিয়া ইনি অতি সহজেই সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। যুবকেরা ইঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল; এবং ইনিও যুবকদিগকে ভাল পথে আনিবার জন্য কি জ্ঞান দ্বারা, কি ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা, সকল প্রকারে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সতত প্রস্তুত থাকিতেন ইনি অতি

আহ্লাদের সহিত তাহাদিগকে পরামর্শাদি দ্বারা সাহায্য করিতেন।

এলীজা ইঁহার দ্বারা জেম্‌সের কিছু করিতে পারেন কিনা তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ইঁহাকে আপন অভিপ্রায় জানাইলেন। ইনি শ্রবণমাত্র জেম্‌সের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জেম্‌স ইঁহার উদ্দেশ্যের কিছুই জানিতে পারিল না। উক্ত শিক্ষক মহাশয় ঘন ঘন জেম্‌সের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। জেম্‌সেরও তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরাগ হইল। জেম্‌স তাঁহার উপদেশ, তাঁহার উপাসনা, তাঁহার প্রার্থনা ও তাঁহার কথা শুনিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইত।

ক্রমে যখন তাঁহাদের মধ্যে একটী ঘনিষ্ঠ যোগ উপস্থিত হইল, তখন তিনি জেম্‌সকে উত্তমরূপে লেখাপড়া শিক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। জেম্‌সের মনে মনে এখনও সমুদ্রে গিয়া নাবিক হইবার ঝোঁক একটু একটু ছিল। জেম্‌স তাঁহাকে আপনার মনের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিল। তিনি জেম্‌সকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, একজন পণ্ডিত ও একজন মূর্খ নাবিকে আকাশ পাতাল প্রভেদ; অতএব তাঁহার মতে জেম্‌সের পক্ষে

নাবিক হওয়া কোন প্রকারেই শোভা পায় না। তিনি আরও বলিলেন, "যদি মানুষ হইতে চাও এবং পৃথিবীতে একটা কিছু কায করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে নাবিক হইবার বাসনা অচিরে জলাঞ্জলি দিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হও। তুমি লেখা পড়ায় নিযুক্ত হইবে কি না, আজ আমাকে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার উত্তর দিতে হইবে—বৃথা তোমার সময় নষ্ট হয় আমি ইহা আর দেখিতে পারি না। আজ এখনই আমার সাক্ষাতে তুমি বল যে, লেখাপড়া শিখিতে প্রবৃত্ত হইবে এবং সমুদ্রে যাওয়ার বাসনা পরিত্যাগ করিবে। একটা স্থির মীমাংসা করা তোমার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এই মীমাংসা করিতে পারিলেই তোমার প্রথম সোপানে আরোহণ করা হইবে। তোমার এই মীমাংসা জীবন-পথের নিম্নতম সোপান। আজ আমার সাক্ষাতে তোমাকে এই মীমাংসা করিতেই হইবে।"

জেম্‌সের জননীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জেম্‌স আপন জননীর দিকে তাকাইয়া বলিল, "হাঁ আমি তাহাই করিব।"

বেটীস সাহেব এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "উত্তম। তারপর তুমি কেমন করিয়া লেখাপড়া শিখিবে—অর্থ

কোথায় পাইবে, কোন্ বিদ্যালয়ে পাঠ করিলে তোমার সুবিধা হইবে ইত্যাদি বিষয়ের জন্য ভাবিও না। তুমি যদি লেখা পড়া শিখিবে বলিয়া একবার দৃঢ় সংকল্প কর, আর সেই সংকল্প অনুসারে চলিতে প্রস্তুত হও, তাহা হইলে তোমার অপর কোন বিষয়েরই অভাব থাকিবে না। সকলই ক্রমে ক্রমে আপনাপনি আসিয়া যুটিতে থাকিবে। আমি আশা করি তুমি আমার কাছে যে সংকল্প করিলে তাহা হইতে আর কদাচ স্খলিত হইবে না।"

জেম্‌স বলিল, "আমার এ সংকল্প আর কোন প্রকারেই টলিবে না। আমি গুগা সেমিনারীতে পড়িতে যাইব।"

জননীর কি আনন্দ! জননীর প্রার্থনার আজ জয় হইল। এলীজার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তাঁহার তুল্য সুখী আর কে আছে? আজ আর তাঁহার তুল্য সৌভাগ্যবতী রমণী কেহই নাই।

জেম্‌স তখন সঙ্গী গুছাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পূর্ব্বোক্তরূপ কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেলে পর জেম্‌স বলিল, "উইলিয়ম ও হেন্‌রীও ত আমার সঙ্গে যাইতে পারে। আমরা তিন জনে একত্রে বাসা করিয়া আপনারাই রান্নাবান্না করিয়া খাইব।

পূর্ব্ববর্ণিত বইণ্টন সাহেবের পুত্রদ্বয়ের নাম উইলিয়ম ও হেনরী। এই প্রস্তাব উঠিলে বেটীস সাহেব বইণ্টন পরিবারে গিয়া তাহাদেরও জেম্‌সের সঙ্গে যাওয়া স্থির করিয়া দিলেন।

বিদ্যালয় খুলিবার আর তিন সপ্তাহ মাত্র বিলম্ব ছিল। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র বিদ্যালয়ে গমনের চেষ্টা হইতে লাগিল।

যখন এইরূপে বিদ্যালয়ে যাইবার চেষ্টা হইতেছে, তখন গার্‌ফীল্‌ডের বাটীর নিকটে একজন বড় চিকিৎসক আগমন করিলেন। জেম্‌স সেই চিকিৎসকের নিকট গমন করিলেন। চিকিৎসক মহাশয় গার্‌ফীল্‌ডের পরিচয় পাইয়াই তাহাকে চিনিতে পারিলেন, কেন না তিনি তাহার জননীকে জানিতেন এবং জেম্‌সকেও শৈশবাবস্থায় তিনি দেখিয়াছিলেন। জেম্‌স তাঁহাকে গোপনে লইয়া গিয়া বলিল, "মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া আমার শরীর পরীক্ষা করিয়া যদি বলিয়া দিতে পারেন, আমি একটু লেখা পড়া শিখিতে পারিব কি না, তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব। কেননা বৃথা শ্রম করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। যদি লেখা পড়া শিখিবার মত আমার ভিতর কিছু না থাকে

তাহা হইলে বৃথা কেন সেদিকে যাইব, অন্য পথে গেলে বরং কার্য্য হইবে।"

জেম্‌সের সহজ ও স্বাভাবিক ভাব এবং তাহার স্বাধীন প্রকৃতি হঠাৎ চিকিৎসকের মনে যেন কেমন ভাল লাগিয়া গেল। তিনি অতিশয় মনোযোগ সহকারে প্রায় ১৫ মিনিট ধরিয়া তাহার মাথা বুক হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার মস্তিষ্ক ও তোমার হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি দ্বারা আমি যতদূর দেখিতেছি, তুমি পরিশ্রম করিলে প্রচুর বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারিবে। যত পারিবে পরিশ্রম করিবে। খাটিতে ভয় করিও না, তোমার শরীরের যে প্রকার গঠন দেখিলাম তাহাতে অধিক খাটিলে তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। আর আমাকে তোমার চিরদিনের অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া জানিবে। তোমার যখনই কোন আবশ্যক হইবে আমাকে জানাইবে, আমি যতদূর পারিব তোমার সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব।" এই কথা বলিয়া চিকিৎসক মহাশয় তাহাকে বিদায় দিলেন।

গুগা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইবার সময় স্থির হইল। জেম্‌সের পোষাক অতি কদর্য্য। অতি জীর্ণ

একটী পাজামা—তাহা পরিয়াও হাঁটু বাহির হইয়া পড়িতেছে। মা যত্ন করিয়া হাঁটুতে তালি দিয়া দিলেন। সমস্ত পা দুখানা ঢাকা পড়িল না। আর সেই প্রকারের টুপি এবং তাহার উপযুক্ত জামা আর কোট, পায়ে জুতা ছিল কি না আমরা জানি না। জুতা না থাকাই সম্ভব। মার বড় সাধ হইল জেম্‌সকে একটী নূতন পোষাক করিয়া দেন। কিন্তু হায় অর্থাভাবে তাহা হইল না।

মাতা কায়ক্লেশ ১১টী ডলার * সংগ্রহ করিয়া জেম্‌সের হাতে দিয়া বলিলেন, "বাছা ইহাতে যাহা হয় করিও। জেম্‌স বলিল, "মা ইহাতেই যথেষ্ট হইবে। আমি আবার পয়সা রোজকার করিয়া লইব।" এই বলিয়া জেম্‌স উইলিয়ম ও হেনরীকে সঙ্গে করিয়া থলের ভিতর হাতা, তাওয়া, বেড়ী, খন্তি ইত্যাদি রন্ধনের সামগ্রী লইয়া পৃষ্ঠে ফেলিয়া বিদ্যালয়াভিমুখে প্রস্থান করিল।

---

* আমেরিকার টাকা, এক ডলারের মূল্য প্রায় ২৷৷০ টাকা।

১৩

গুপ্ত বিদ্যালয়

উইলিয়ম ও হেনরী বইণ্টন এবং জেম্স এব্রাম গারফীল্ড তিনজনে প্রায় একই রকম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া চেষ্টার নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। অরেঞ্জ নগর হইতে চেষ্টার নগর পাঁচ ক্রোশ পথ ব্যবধান। পথ ভাল ছিল না। আমাদের বালকগণ যে অবস্থায় গমন করিতেছিল, আজ কাল হইলে কোন রাজভক্ত পাহারাওয়ালা নিশ্চয়ই চোর বলিয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিত। যাহা হউক, সে সময়ের সে ভয় ছিল না। সকলেই অতি আনন্দ মনে এক এক বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া গমন করিতে লাগিল।

চেষ্টার নগরে পৌঁছিয়া তাহারা একেবারে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ব্রাঞ্চ সাহেবের নিকট গমন করিল। জেম্স তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আপনাদের পরিচয় প্রদান করিল। পরে তিনি তাহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অদূরবর্তী একটী কুটীর দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "তোমরা ঐ কুটীরে যাও;

ওখানে একটী বৃদ্ধা বাস করেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি তোমাদের সমুদয় বন্দোবস্তের কথা বলিয়া দিতে পারিবেন।”

জেম্‌স প্রভৃতি তাঁহার ইঙ্গিত মত বৃদ্ধার নিকটে উপস্থিত হইল এবং আপন আপন পৃষ্ঠের বোঝা নামাইয়া পাক করিয়া সেদিনকার মত আহার করিল। ক্রমে আহার সম্বন্ধে তাহারা একটু ভাল বন্দোবস্ত করিয়া লইল; তাহারা সেই বৃদ্ধাকে যৎসামান্য অর্থ দেওয়াতে বৃদ্ধা তাহাদিগকে পাক করিয়া দিত এবং তাহাদের কাপড় কাচিয়া দিত।

বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া আমাদের জেম্‌স খুবই উৎসাহের সহিত লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিল। বলা বাহুল্য যে, জেম্‌স বিদ্যালয়ের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইল।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বালক বালিকা একই বিদ্যালয়ে, কাযে কাযে একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। জেম্‌স যুবতী রমণিগণের সমক্ষে কথা বার্ত্তা বলিতে লজ্জা অনুভব করিত এবং মনে করিত যে, তাহার সমবয়স্ক বালিকারা তাহার অপেক্ষা সকল বিষয়েই অগ্রসর।

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ব্রাঞ্চ সাহেব খুব পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু ব্যাকরণ সম্বন্ধে তাঁহার এক অভিনব মত ছিল। তিনি ব্যাকরণের যে সব সূত্র শিক্ষা দিতেন তাহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত। কাহারও মতের সঙ্গে মিলিত না। এই জন্য জেম্‌সের সহিত মধ্যে মধ্যে তাঁহার তর্ক বাধিয়া যাইত। জেম্‌স যে ব্যাকরণ পাঠ করিয়াছিল অথবা যাহাদের নিকট সে অধ্যয়ন করিয়াছিল, ইনি তাহার বিপরীত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে জেম্‌স ব্রাঞ্চ সাহেবের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা একবারেই পরিত্যাগ করিল।

দেখিতে দেখিতে জেম্‌সের জননী জেম্‌সকে যে কিছু অর্থ দিয়াছিলেন তাহা শেষ হইয়া আসিল। জেম্‌স তখন অর্থোপার্জ্জনের উপায় বাহির করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। এখন তাহার লেখা পড়ায় এমন অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে, পয়সার অভাবে লেখা পড়া বন্ধ হইতে পারে, তাহার মনে এমন একটা ধারণাই হইত না। জেম্‌স পরিশ্রমে কখনই কাতর নয়। অন্যের মত পরিশ্রম করিলেও তাহার কষ্ট বোধ হইত না। পরিশ্রমে তাহার আনন্দ বোধ হইত।

বিদ্যালয়ের নিকটে উড্‌ওয়ার্থ নামক এক ছুতরের

কাঠের কারখানা ছিল। জেম্‌সের পূর্ব্ব হইতেই সেই দিকে নজর পড়িয়াছিল। যখনই সে চেষ্টার নগরে পদার্পণ করে তখনই এই ছুতরের কারখানা দেখিয়া সে মনে মনে ঠিক্ করে যে, এখানে পয়সা উপায়ের এ এক অতি সুন্দর সুযোগ হইবে। তাই আজ জেম্‌স উড্‌ওয়ার্থ সাহেবের কারখানায় গিয়া বলিল, "আমি অরেঞ্জ হইতে এখানকার বিদ্যালয়ে পড়িতে আসিয়াছি। আমি গরিব ; আসিবার সময় মা যে কয়েকটী টাকা দিয়াছিলেন আমার তাহা প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। আমরা নিজে নিজেই রাঁধিয়া খাই; অতি অল্প পয়সা হইলেই আমাদের চলিয়া যায়। আপনি যদি আমাকে কায দেন তাহা হইলে প্রতিদিন সকালে বিকালে ও শনিবার সমস্ত দিন কায করিতে পারি।" উড্‌ওয়ার্থ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কি কায জান ?" জেম্‌স বলিলেন যে, তিনি ঘর বাঁধিতে ও তক্তা রেঁদা করিতে পারেন।

তাহার দ্বারা রেঁদার কাজ বেশ হইতে পারিবে ভাবিয়া ছুতার সাহেব তাহাকে পর দিন আসিতে বলিয়া দিলেন। জেম্‌সের বিবরণ শুনিয়া উড্‌ওয়ার্থ সাহেব তাহার উপকারার্থ কায দিতে চেষ্টা করিবেন

এইরূপ একটু ভাব প্রকাশ করাতে জেম্‌স বলিলেন, "না, আপনার আবশ্যক না থাকিলে আপনি যে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কার্য্য দিবেন আমি এমন ইচ্ছা করি না—আমি এমন অনুগ্রহও চাই না। আমি আপনার দরকার মত কায করিতে পারি—আমার কায যদি আপনার পছন্দ হয়, তাহা হইলেই আপনি আমাকে পয়সা দিবেন।"

আমরা জেম্‌সের তেজ দেখিয়া অবাক্ হইতেছি। এমন তেজ না হইলে কি তাহাকে মানুষ বলা যায়? আপনি পরিশ্রম করিয়া খাইব, আপনি নিজের প্রয়োজনীয় সমস্তই নিজে উপার্জ্জন করিয়া লইব। কাহারও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করা ত কাপুরুষের কায। 'মানুষ অন্যের উপর নির্ভর করিবে না'—জেম্‌সের অস্থিমজ্জায় এই স্বাধীনভাব বাল্যকাল হইতে প্রস্ফুটিত হইতেছিল।

যাহা হউক, জেম্‌সের কথায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া উড্‌ওয়ার্থ পুনরায় বলিলেন, "তোমার সে সব কথা বলিবার আবশ্যক নাই, তুমি কাল আসিও।"

পরদিন হইতে জেম্‌স উড্‌ওয়ার্থ সাহেবের কাঠের কারখানায় তক্তা বেঁদা করিতে লাগিল। প্রতি-

দিন প্রাতে বিদ্যালয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং বিকালে, বিদ্যালয়ের ছুটীর পর ও শনিবারের সমস্ত দিবস কাঠ বেঁদা করিয়া জেম্‌সের যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন হইতে লাগিল। জেম্‌সের আর অর্থের কষ্ট রহিল না। কিন্তু তাহার আর খেলা করিবার বা বেড়াইবার সময় রহিল না। অন্যান্য বালকেরা যখন বেড়াইত অথবা খেলা করিত, তখন জেম্‌স কাঠের কারখানায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কাঠ বেঁদা করিত। জেম্‌স ইহাতে অসুবিধা মনে করিত না কিম্বা অণুমাত্রও অসুখী হইত না। এত পরিশ্রমের মধ্যেও জেম্‌সের সদানন্দভাব কিছুতেই তিরোহিত হইত না।

এই বিদ্যালয়ে একটী পুস্তকালয় ছিল। পুস্তকালয়ে অধিক পুস্তক না থাকিলেও একশত কি দেড়শত খানি বালকদিগের উপযোগী ও উপকারী খুব ভাল পুস্তক ছিল। জেম্‌সকে এখানে আহার সংস্থানের জন্য অতি গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত বলিয়া সে ইচ্ছানুরূপ এই পুস্তকালয়ের পুস্তকাবলি পাঠ করিবার সময় পাইত না। তথাপি গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া যতদূর পারিত শিক্ষা করিতে ক্ষান্ত হইত না। নিজের

প্রতিদিনের পাঠের ত কথাই নাই—সে বিষয়ে জেম্‌সের স্বশ্রেণীস্থ কোন ছাত্র ছাত্রীই তাহার সমকক্ষ ছিল না।

গুগা বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে জেম্‌সকে প্রত্যেক মাসে দুইটী করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে হইত। প্রবন্ধের বিষয় কখনও বা শিক্ষক মহাশয় বলিয়া দিতেন, আর কখনও বা জেম্‌সকে নিজে নিজেই বাছিয়া লইতে হইত। এই সকল প্রবন্ধ কখন কখন লেখককে সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতে হইত। জেম্‌স যখন প্রথমে এই প্রকার প্রবন্ধ পাঠ করেন তখন তাঁহার অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল। পাঠকালীন তাঁহার পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধ খুব ভাল হইয়াছিল। সকলেই তাঁহার প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সময় জেম্‌সের কথা লইয়া একদিন তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে তামাসা করিয়া বলেন,—"জেম্‌স তোমার ছেঁড়া কাপড়ের ভিতর হইতে এমন চমৎকার প্রবন্ধ বাহির হইবে, তাহা জানিতাম না।" জেম্‌স বলিল, "ভাই, তুমি আমার ছেঁড়া কাপড় বলিয়া তামাসা কর্‌ছ। প্রবন্ধ লেখায় ত পয়সা লাগে না—কেবল একটু পরিশ্রম ও মাথার দরকার; কিন্তু ভাল কাপড়

করিতে যে পয়সা লাগে, সে পয়সা কোথায় পাই বল ত!" সঙ্গিটী লজ্জিত হইল।

জেম্‌সের হাতে এই সময় একখানি মহৎ লোকের জীবন-চরিত আসিয়া পড়িল। জেম্‌স অতি আগ্রহের সহিত সেই জীবনীখানি পাঠ করিতে লাগিল। সেই গ্রন্থের বর্ণিত ব্যক্তি যে প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া, অনাহার অনিদ্রার মধ্যে লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন, জেম্‌সের পক্ষে তাহা অত্যন্ত অনুকরণীয় হইয়া পড়িল। উক্ত মহাত্মার জীবন-চরিতে এইরূপ উল্লেখ ছিল যে, তিনি মাংসাদি কিছুই আহার করিতেন না; তাহার কারণ তাঁহার অর্থ ছিল না এবং মাংসাহার করিলে শরীরও ভাল থাকিত না। তিনি কেবলমাত্র দুগ্ধ ও রুটী খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন এবং সমুদয় শরীর মনের শক্তি নিয়োগ করিয়া লেখা পড়া করিতেন। এই জীবনচরিত পাঠ করিয়া জেম্‌সও সেই অনুসারে অল্প ব্যয়ের আশায় মাংসাহার বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিয়া কয়েক সপ্তাহ চালাইল। ইহাতে তাহার কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ হইল না; কিন্তু তাহার সঙ্গী উইলিয়ম ও হেন্‌রীর অসুবিধা হইল বলিয়া আবার পূর্ব্ববৎ আহারাদি আরম্ভ করিতে হইল।

ইহারা তিন জনে একত্রে যে আহার করিতেন, তাহাও অতি সামান্য। আজ কাল আমাদের দেশের অতি অল্প ছাত্রকেই এতদ্রূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়া লেখা পড়া শিখিতে দেখা যায়। আমরা শুনিয়াছি ভক্তিভাজন, পণ্ডিতপ্রবর, পুরুষকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল, বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাত্রাবস্থায় কোন দিন বিনা লবণে এবং কোন কোন দিন কেবলমাত্র লবণ দিয়া চারিটী অন্ন আহার করিয়া, অত্যন্ত কঠোর ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত বড়লোক, সর্ব্বত্রই তাঁহাদের মধ্যে কেমন একটা সুন্দর সাদৃশ্য দেখা যায়।

শুগা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পূর্ব্ব হইতেই মিলিত হইয়া একটী পাঠগোষ্ঠী এবং বিচার ও আলোচনা সভা সংস্থাপন করিয়াছিল। জেম্‌স সেই সভায় খুব বিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এমন চমৎকার তর্ক বিতর্ক ও আলোচনা করিতেন যে, তাহা শুনিবার জন্য অনেক লোক সমাগত হইত; এবং তাঁহার বক্তৃতা ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীতি অনুভব করিত। জেম্‌সের বিচক্ষণ আলোচনা শক্তির সাহায্যে সভা ক্রমেই লোককে আকৃষ্ট করিতে

লাগিল। ফলতঃ জেম্‌সকে এখন হইতে লোকে একজন দেশবিখ্যাত সুবক্তা হইবে বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল।

১৪

ছুটীর পর

গুগা বিদ্যালয় গ্রীষ্মাবকাশে দুই মাস বন্ধ হইল। জেম্‌স্ আবার এই দুই মাস কাল কায়িক পরিশ্রম করিবার সুযোগ পাইল। টমাসও এই সময় বাড়ী আসিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে যখনই টমাস বাড়ী আসিতেন, তখনই কিছু কিছু কাঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া যাইতেন ; এইরূপে ক্রমে একখানি শস্যাগারের উপযুক্ত কাঠ সংগ্রহ হইলে পর টমাস মাতাকে একটী শস্যাগার অর্থাৎ গোলা প্রস্তুত করিয়া দিবার বাসনা করিলেন। এই জন্য জেম্‌স গৃহে আসিবামাত্র টমাস তাহাকে একটী গোলার নক্সা করিতে বলিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জেম্‌স ট্রীট সাহেবের নিকট এই কায উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং এবার আর ছুতরের আবশ্যক হইল না। দুই সহোদরে মিলিয়া অতি উত্তম

একটী গোলা অতি অল্পকালমধ্যে প্রস্তুত করিয়া লইলেন।

এখন জেম্‌সকে আবার অর্থ চিন্তায় ব্যস্ত হইতে হইল। আবার চেষ্টারে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এতদ্ভিন্ন ঔষধের দরুণ কিছু দেনা ছিল, তাহাও পরিশোধ করিতে হইবে; সুতরাং অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। জেম্‌স সঙ্কল্প করিল, এবার আর কাহারও নিকট হইতে একটী পয়সাও লওয়া হইবে না। সুতরাং জেম্‌স অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় কোন এক কৃষকের ক্ষেত্রে গমন করিল। কৃষক জেম্‌সকে পাইয়া মহা আহ্লাদিত হইয়া বলিল, "জেম্‌স, তুমি যদি আরও কয়েক দিন অগ্রে আসিতে তাহা হইলে আরও ভাল হইত। আমার কায এবার বড়ই পিছাইয়া পড়িয়াছে। এ ছাই কায আমি যেন কোন মতেই ফুরাইতে পারিতেছি না, তুমি আসিয়াছ এইবার আমার আর কোনও ভাবনা নাই।"

বলা বাহুল্য, জেম্‌স যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া তাহার কায সমাধা করিল। কৃষক অতি সৎলোক ছিল, আর জেম্‌সের কায দেখিলে শত্রুও তাহাকে ভাল বাসিত, তাই উক্ত কৃষক তাহাকে যথোপযুক্ত অর্থ দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিল।

এই কৃষকের কায হইয়া গেলে জেম্‌স আবার আরও কায পাইলেন। এবার এত কায পাইলেন যে, স্কুল খোলার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাকে আর কাযের অভাবে বসিয়া থাকিতে হইল না। এইরূপে ছুটীতে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন হইল। জননীকে কতক অর্থ দেওয়া হইল, পথ খরচ হইল এবং ঔষধাদির যাহা দেনা ছিল, তাহা শোধ হইয়া আরও কিছু পয়সা হাতে রহিল। ছুটীর সময় এইরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতে হইলেও তাহার রাত্রি জাগরণ করিয়া পাঠের বিরাম ছিল না। প্রতি রাত্রিতে নিয়মিতরূপে সন্ধ্যা হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পাঠ করিতেন। জেম্‌স সমুদ্রে যাওয়ার কথা একবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। মাতাও আর সে কথা তুলিলেন না। তিনি মনে মনে পুত্রের ঈদৃশ পরিবর্ত্তন দেখিয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

বিদায়কালীন জেম্‌সের জননী বলিলেন, "আমার ইচ্ছা যে তুমি কিছু টাকা লইয়া চেষ্টার যাও।" জেম্‌স ছয় আনার পয়সা হাতে করিয়া দেখাইয়া বলিল, "মা! আমার এই সম্বল। আর আমার বেশী পয়সার আবশ্যক নাই। উড্‌ওয়ার্থ সাহেবের সঙ্গে আমার

বন্দোবস্ত আছে। আমি তাহার কারখানায় খাটিয়া যে পয়সা পাইব তাহাতেই আমার যথেষ্ট হইবে, তুমি আমার জন্য ভাবিও না।"

আমাদের বলিতে ভুল হইয়াছে যে, জেম্‌স এবারে এক সুট নূতন পোষাক প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিল। আরও আমাদের একটী কথা বলিতে ক্রটী হইয়াছে যে, আমরা যেথানে যেথানে জেম্‌সকে দেখিয়াছি—কি নৌ-চালকের কার্য্যে, আর কি বিদ্যালয়ে—সকল যায়গাতেই তাহার এক সুট বই দ্বিতীয় বস্ত্র ছিল না। প্যাজামার নীচে তাহার পায়ের আধ হাত পরিমাণ আবরণহীনই থাকিত। কলিকাতা সহরে যেরূপ দরিদ্র ফিরিঙ্গি বালকদিগকে অতি হীনবেশে বেড়াইতে দেখা যায়—জেম্‌সের বেশও ঠিক্ তদ্রূপ ছিল।

জেম্‌স চেষ্টারে ফিরিয়া আসিলে পর রবিবার দিবস উপাসনালয়ে ভগবানের উপাসনা করিতে গেলেন; সেখানে যখন উপাসকদিগের সমক্ষে ভিক্ষার ঝুলি পাতা হইল, জেম্‌স তন্মধ্যে তাহার পূর্ব্বোক্ত ছয় আনার পয়সা ফেলিয়া দিলেন। সুতরাং এখন তাঁহার হাতে আর একটী পয়সাও রহিল না। কি মহত্ত্ব! এক দিকে ঘোর দারিদ্র্য, আবার অপর দিকে হৃদয়ের কতই প্রশস্ততা।

এবারে ছুটীর সময় জননী এলীজা জেম্‌সকে বলিয়াছিলেন যে, যদি শীতকালে আর আর লোকের মত পাঠশালা খুলিয়া সে শিক্ষা দিতে পারে, তাহা হইলে তাহার অর্থ উপার্জ্জনের একটী প্রকৃষ্ট উপায় হয়। জেম্‌স আগামী শীতের ছুটীতে শিক্ষকতা করিবেন বলিয়া মনে মনে সংকল্প করিলেন।

জেম্‌স অত্যন্ত প্রতিভাশালী অথচ দরিদ্র, এজন্য বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় তাহার লেখা পড়ার যাহাতে সুবিধা হয়, তদ্বিষয়ে অনেক চিন্তা করিতেন। তাঁহার মনে বড়ই আশঙ্কা হইত,পাছে অর্থাভাব বশতঃ জেম্‌সের লেখা পড়া না হয়। তজ্জন্য তিনি তাহাকে আগামী শীতের ছুটীতে কোন না কোন স্থানে বিদ্যালয় খুলিয়া শিক্ষকতা দ্বারা কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে বলিলেন।

অধ্যক্ষের মুখে এই কথা শুনিয়া জেম্‌স বলিল, "আমার এবার সে চেষ্টা করিবার ইচ্ছা আছে, সুবিধামত একটা যোগাড় হইবে কি না, আমার তাই সন্দেহ হয়। আমার মা আমাকে প্রায়ই বলেন যে, আমি যদি পাঠশালা খুলিয়া শিক্ষকতা করিতে পারি, তাহা হইলে আমার শিক্ষা লাভের আর কোন ভাবনা থাকে না।"

ব্রাঞ্চ সাহেব জেম্সের মাতৃভক্তি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন, "জেম্স উত্তম! আমিও তোমার মার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তুমি যে তোমার মার কথা এত ভাব, আমি ইহা জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। যে সকল বালক মার উপদেশ অনুসারে এই-রূপে চলিতে চেষ্টা করে, তাহারা প্রায়ই সফলকাম হয়।" তিনি আরও বলিলেন যে, আর এক কারণে জেম্সের বিদ্যালয় খুলিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত। এক দিকে যেমন অর্থলাভ হইলে তাহার পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে, অপর দিকে আবার তেমনি তাহার মত শিক্ষক দ্বারা অনেক পল্লীস্থ গরিব বালকেরা বিশেষ উপকার লাভ করিবে। তিনি বলিলেন, "জেম্স! এইটীই সর্ব্বা-পেক্ষা বেশী গুরুতর কথা। আমরা যে কেবল নিজ স্বার্থের জন্য জীবনধারণ করিব, তাহা নহে। কেবল মাত্র নিজ স্বার্থ বুঝিয়া চলা আমাদের উচিত নয়। সেরূপ স্বার্থান্ধ হওয়া অত্যন্ত ঘৃণনীয়।"

জেম্স তখন আবার ধীরে ধীরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, সে ভাল শিক্ষক হইতে পারিবে কি না। তাহার উত্তরে অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন, শিক্ষক হইবার যথেষ্ট সদ্গুণ তাহার মধ্যে আছে—

সুতরাং সে জন্য তাহাকে চিন্তিত হইতে হইবে না। অধ্যক্ষ মহাশয়ের কথায় বালক ও সরলমতি জেম্‌স বিশেষ সুখানুভব করিল।

এই বৎসর বিদ্যালয়ে এমন একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল যদ্দ্বারা আমরা দেখিতে পাই, চুম্বক শলাকার মুখ যেমন নিয়ত উত্তর মুখে থাকে, সেইরূপ জেম্‌সের বুদ্ধি, জেম্‌সের মতি সর্ব্বদাই ন্যায়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিত। চুম্বক শলাকাকে সহস্র চেষ্টা করিয়াও যেমন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কোন প্রকারেই অন্য দিকে মুখ করাইয়া রাখা যায় না, সেইরূপ জেম্‌সের বুদ্ধি জেম্‌সের মতি কোন প্রকারেই তর্ক যুক্তি দ্বারা ন্যায়ের দিক হইতে ফিরাইয়া অন্যায়ের দিকে লইয়া যাইতে পারা যাইত না।

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অনেক সময় দুর্ব্বৃত্ত হইয়া থাকে। কতকগুলি আচরণ বালকসুলভ চপলতা বলিয়া উপেক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু কতকগুলি আচরণ এমন আছে, যাহা উপেক্ষা করিতে গেলে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারা যায় না; এমন কি ন্যায় ও নীতি উভয়েরই অবমাননা করা হয়। আমরা জানি, অনেক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক মহাশয়গণ

আয়াস ও শান্তিভঙ্গ ভয়ে অনেক সময় দুরন্ত ও দুশ্চরিত্র বালকদিগের সহিত আচরণ উপেক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাতে জনসমাজের যে কত ক্ষতি হয়—তাঁহাদের পবিত্র কর্ত্তব্যের যে কতদূর অবহেলা করা হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। চেষ্টার নগরের গুগা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ব্রাঞ্চ সাহেব মহোদয় সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। ছাত্রদিগের চরিত্র ও বিদ্যালয়ের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য তিনি নিয়ত চেষ্টিত থাকিতেন।

একদিন উক্ত বিদ্যালয়ের একটী দুরন্ত ও মুখর বালক পথে যাইতে যাইতে একজন ভদ্রলোকের প্রতি অসম্মান-সূচক বাক্যপ্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে অপমানিত করে। সেই ভদ্রলোকটী সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। তিনি বলিলেন যে, বিদ্যালয় ও অধ্যক্ষ মহাশয়ের গৌরব রক্ষা এবং সেই বালকের কল্যাণার্থ তাহাকে বিধিমত দণ্ডবিধান করা উচিত এবং সমুদয় বিদ্যালয়ের বালকদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত, যেন ভবিষ্যতে আর এমন ঘটনা না হয়। ব্রাঞ্চ সাহেব মহোদয় তাহাই করিলেন।

কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে আবার অনেক

সময় মিথ্যা আত্মসম্মানের অভিমান আসিয়া উপস্থিত হয়। উল্লিখিত যুবকের নাম বেল। কতকগুলি বালক বালিকা বলিতে আরম্ভ করিল যে, বেলকে যদি অন্যায় করিয়া বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারাও বিদ্যালয় হইতে চলিয়া যাইবে। প্রায় কুড়িটী বালক বালিকা এইরূপে এক দল বাঁধিল। ক্রমে তাহারা এ বিষয়ে জেম্‌সের সহানুভূতি পাইবার আশায় তাহার নিকট উপস্থিত হইল। জেম্‌স বলিল, "আমাকে বলিতে পার, আমি কি জন্য বিদ্যালয় ছাড়িয়া চলিয়া যাইব? আর একজনকে তাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে বলিয়াই কি আমি চলিয়া যাইব?"

জেম্‌সের প্রশ্নের উত্তরে কাহারও মুখে বাক্য সরিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন বলিয়া উঠিল, "আমরা অধ্যক্ষের এরূপ আচরণের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে চাই।" এই কথা শুনিয়া জেম্‌স অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তাঁহার সহিত বালকদিগের ঘোরতর তর্ক হইতে লাগিল। অবশেষে সেই বন্ধু বলিলেন, "জেম্‌স! তুমি যে সকল কথা বলিতেছ, তাহা যথার্থ বটে—কিন্তু যদি আমার কোন বন্ধু নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ বিপদে পড়ে, আমি তাহাকে নিশ্চয়ই সাহায্য

করিব।” তখন জেম্‌স বলিল, “এরূপ অবস্থায় আমি সর্ব্বাগ্রে সাহায্য করিয়া থাকি, যদি আমার বন্ধু তাঁহার অনুষ্ঠিত অন্যায় কার্য্যের জন্য বিশেষ দুঃখিত হন, এবং তিনি যদি নিজে সদুপায়ে ও ন্যায্যরূপে আপনাকে আপনি বাঁচাইতে যত্নবান্ হন—নতুবা নহে।”

বলা বাহুল্য যে, বেলের বন্ধুগণ অন্যায় উপায়দ্বারা তাহার সাহায্য করিতে যাইতেছিলেন। তাই সেই বন্ধু বলিলেন, “আমরা যে প্রণালীতে তাহাকে সাহায্য করিতে যাইতেছি সে বিষয়ে তোমার কোন মত নাই?” জেম্‌স বলিলেন, “কোন মতেই নয়। বেল যদি সেই ভদ্র লোকটীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন; এবং অধ্যক্ষ মহাশয়কে জানান যে, তিনি যে ব্যবহার করিয়াছেন তজ্জন্য দুঃখিত হইয়াছেন; এবং ভবিষ্যতে আর সেরূপ কায করিবেন না, তাহা হইলে আমি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছি। ফলতঃ আমি তাঁহাকে সাহায্য করিতে যাইবার অগ্রে, তিনি নিজে নিজের সাহায্য করিতেছেন, আমি এইটী দেখিতে চাই।”

বিচারে জেম্‌সের জয় হইল। বিদ্যালয়ের বিদ্রোহ নিবিয়া গেল। বেল যথাযথরূপে দোষ স্বীকার করিয়া

ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ছাত্র ও বিদ্যালয় সকলেরই গৌরব রক্ষা হইল।

আমরা অনেক সময় অন্যায় কায করি, কিন্তু সেই কায করিয়া আবার তজ্জন্য দোষ স্বীকার করিতে অপমান বোধ করি। দোষ স্বীকার করায় অপমান নাই বরং গৌরব আছে; কেন না তদ্দ্বারা ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়। আমার হার হইল, তাহাতে ক্ষতি কি? ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা হইল কি না, আমি তাহাই দেখিতে চাই।

ক্রমে জেম্‌সের আরও বিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইতে লাগিল। বিদ্যালয়ের মধ্যে জেম্‌স আদর্শ হইয়া উঠিল। সকলেই তাহার মতে চলিতে লাগিল। ছুতরের কারখানায় কায করিয়া তাহার আর এবার পয়সার অভাব রহিল না। সর্ব্বপ্রকার ব্যয় বাদে এবারে আবার ফিরিয়া যাইবার সময়ও জেম্‌সের হাতে কিছু টাকা রহিল। ক্রমে শীতকাল আবার আসিল, আবার স্কুল বন্ধ হইল।

১৫

শিক্ষকতা

শীতের ছুটীর বন্ধে যে দিন জেম্‌স গৃহে আসিয়া পৌঁছিল তার পরদিন প্রথমেই পাঠশালায় শিক্ষকতার অনুসন্ধানে বাহির হইল। একটী ভাল জায়গার উদ্দেশে গৃহ হইতে বাহির হইল এবং পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন গ্রামে উপস্থিত হইয়া কর্ম্মপ্রার্থী হইল। সেখানকার লোকেরা অত্যন্ত বালক বলিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিল। জেম্‌সের তখন মনে হইল যে, তাহার অল্প বয়স বশতঃ যদি সর্ব্বত্রই এই প্রকারে উপেক্ষিত হইতে হয়, তাহা হইলে ত বড়ই বিপদ! যাহা হউক, তাহার মনে একটু খটকা লাগিলেও একবারে দমিয়া যাইবার বালক সে ছিল না। আবার কতকদূর গমন করিয়া একস্থানে উপস্থিত হইল এবং তত্রস্থ বিদ্যালয়ের কমিটীর একজন সভ্যকে আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল।

জেম্‌সের আবেদন শুনিয়া সেই লোকটী তাহাকে অতি মিষ্টভাবে বলিলেন, যে যদি আর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে

হইত, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই জেম্‌সকে তাঁহাদের পাঠশালার শিক্ষক করিতে পারিতেন। তাঁহারা তাঁহাদের পাঠশালার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং সেখানেও তাহার কাজ জুটিল না। যাহা হউক, তিনি বালকের প্রতি বিশেষ অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, নর্টন নামক স্থানে এখনও শিক্ষক নিযুক্ত হয় নাই,দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী উক্ত স্থানের নেল্‌সন সাহেবের নিকট গেলে সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিবে ; এই বলিয়া তাহাকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন।

জেম্‌স যদিও এখানে কায পাইল না, তথাপি তাহার মনে একটু আনন্দ হইল যে, সর্ব্বত্রই লোকে বয়স দেখিয়া পাঠশালার শিক্ষক করে না। কেননা বয়সের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইলে জেম্‌সের পক্ষে মহা বিপদ। যাহা হউক, জেম্‌স আবার চলিতে আরম্ভ করিল। নর্টন নামক স্থানে পৌঁছিতে সমস্ত বেলা শেষ হইয়া গেল। সেখানে গিয়া পূর্ব্বোক্ত নেল্‌সন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবামাত্র তিনি বলিলেন, "আহা বাপু! আজই আমরা একটী শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছি—আর ত বেশী লোকের আমাদের আবশ্যক

নাই।” জেম্‌সের এমনই হৃদয়, সে তৎক্ষণাৎ বলিল, “তাত বটেই, আর আপনারা হয়ত যাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন তাঁহারও আমার মত লেখা পড়া শিক্ষার প্রয়োজন।” ভদ্রলোকটী তখন বলিলেন যে, নিযুক্ত লোকটীও বাস্তবিক শিক্ষার্থী। তার পর তিনি জেম্‌সকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কোথায় পড়েন। তখন গুগা বিদ্যালয়ের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন যে, দুই বৎসর হইল, তাঁহারা ঐ বিদ্যালয় হইতে একজন ছাত্র শিক্ষক পাইয়াছিলেন; তিনি অতি সন্তোষজনক কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি যে খুব চরিত্রবান ছিলেন নেল্‌সন সাহেব জেম্‌সকে সে কথাও বলিলেন। জেম্‌স আপনার বিদ্যালয়ের ছাত্রের এইরূপ প্রশংসা শুনিয়া অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ করিলেন।

রাত্রি হওয়াতে উক্ত ভদ্র লোক জেম্‌সকে আর ছাড়িয়া দিলেন না—সে রাত্রি তাঁহার আলয়েই থাকিতে অনুরোধ করিলেন। অতি আহ্লাদের সহিত জেম্‌স সে রাত্রি তাঁহার আলয়ে বাস করিয়া পর দিন প্রভাতে উঠিয়া আবার আপন উদ্দেশ্যে গমন করিতে লাগিল। আজ একজন বিদ্যালয়ের কমিটীর লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদের লোকের আবশ্যক

থাকিলেও তিনি তাহাকে এই বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন যে, তাঁহারা গুগা স্কুলের একটী ছাত্রকে রাখিয়াছিলেন; সে অতিশয় মন্দ লোক ছিল, সুতরাং গুগা বিদ্যালয়ের আর কোন ছাত্রকেই তাঁহারা রাখিবেন না।

আর চেষ্টা করা হইল না! জেম্‌স দুই দিন পরে সন্ধ্যার সময় আবার গৃহে প্রত্যাগমন করিল। ধর্ম্মপরায়ণা জননী জেম্‌সকে বাল্যকাল হইতে সমুদয় ঘটনা—সমুদয় কথা ও সমুদয় ব্যাপারের ভিতর হইতে ক্রমাগত এই সত্যটী শিক্ষা দিতেন যে, ভগবান যাহা ভাল-মানুষের পক্ষে তাহাই বিধান করেন। জেম্‌স এই জন্য যখনই কোন উদ্যমে নিষ্ফল বা নিরাশ হইত, অমনি এলীজা বলিতেন, "ভগবান নিশ্চয়ই তোমার ভাল করিবেন বলিয়া এই রূপ হইতেছে, নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে তোমার ভাল হইবে।" আহা! এমন ধার্ম্মিকা রমণী যাহার গর্ভধারিণীও নিয়ত উপদেষ্টা, তাহার কি আর কিছু চিন্তা আছে?

জননী তাহাকে সম্পূর্ণ আশা ও পূর্ণ অন্তর লইয়া শয়ন করিতে বলিলেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ১৮ বৎসরের বালক গভীর নিদ্রায় রাত্রি যাপন করিল। অতি প্রত্যূষে একজন লোক আসিয়া পথ হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ওগো গার্‌ফিল্‌ড্‌ গিন্নি!"

জননী এলীজা তাহার ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উক্ত ভদ্রলোক তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ছেলে কোথায় ?" জননী বলিলেন "ঘরেই আছে—এখনও ঘুমাইতেছে।" তার পর এলীজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্য তিনি তাহার জেম্‌সকে ডাকিতেছেন। ভদ্রলোকটী বলিলেন, "আমাদের ওখানে পাঠশালা খুলিব—তোমার ছেলে তাহার শিক্ষক হইতে পারিবে কি ?"

জেম্‌স "পাঠশালা" এই কথা শুনিবামাত্র এক লম্ফে শয্যা পরিত্যাগ করিল, এবং ভাবিতে লাগিল, এই বুঝি মা যাহা বলিয়াছিলেন—বিধি আমার জন্য ভাল করিয়া দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে জেম্‌স তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। উক্ত ভদ্রলোকটী তাহাদের প্রতিবেশী বলিলেও হয়—আধ ক্রোশ দূরে তাঁহার বাড়ী। জেম্‌স তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিল, "আপনাদের ওখানকার ছেলেরা আমার পরিচিত, আমি কি তাহাদের সকলকে বশে রাখিতে পারিব ?"

বাস্তবিকই যে পাঠশালার কথা লইয়া ইনি জেম্‌সের নিকট আসিয়াছিলেন, তাহার শিক্ষকতা অতীব গুরুতর কার্য্য। এই পাঠশালার ছাত্রগণ

পূর্ব্বে পূর্ব্বে শিক্ষকের অপমান করিয়াছিল বলিয়া জেম্‌সের জানা ছিল, সেই জন্য সহসা এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান না করিয়া এক দিন ভাবিবার সময় লইল। পিতা মহাশয় বইণ্টন সাহেব ও জননী এলী-জার মতে এই পাঠশালার কার্য্যভার গ্রহণ করাই স্থির হইল। তাঁহারা এই বলিয়া জেম্‌সকে সম্মত করিলেন যে, একবার যদি এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পার, তাহা হইলে আর শিক্ষকতা কার্য্যের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। জেম্‌স একজন অতিশয় সুদক্ষ শিক্ষক এই নাম চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িবে।

জেম্‌স অগত্যা উক্ত পাঠশালায় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিল। ছাত্রগণ তাঁহার মধুর স্বভাব ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিমোহিত হইল। অবাধ্যতাচরণ করা দূরে থাকুক সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে বিদ্যালয়ের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, তাঁহাকে বিদায় দিবার সময় তাহারা বলিতে লাগিল, "গারফীল্‌ড সাহেবের মত উপযুক্ত শিক্ষক তাহারা আর কখনও পাইবে না।" জেম্‌স্ গার্‌ফীল্‌ড একজন যে খুব কর্ম্মিষ্ঠ ও উপযুক্ত শিক্ষক, এ কথা চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল।

ছুটী ফুরাইয়া আসিলে জেম্‌স পুনরায় গুগা বিদ্যালয়ে গমন করিলেন। এবারে পূর্ব্ব বর্ণিত উড্‌ওয়ার্থ সাহেবের গৃহেই তাহার বাস হইল। তাহার কারখানায় তক্তা রেঁদা করিয়া দিতে লাগিলেন এবং ছুতার সাহেব তাহার বিনিময়ে জেম্‌সকে আহারাদি যোগাইতে লাগিলেন। এইরূপে এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইলে পর আবার শীতের ছুটী হইল।

জেম্‌স এবার শীত ঋতুর অবকাশে ওয়ারেন্‌স্‌ভীল নামক স্থানের পাঠশালায় শিক্ষকতা কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন। ওয়ারেন্‌স্‌ভীলের ছাত্রগণ অপরাপর স্থানের পাঠশালা অপেক্ষা একটু বেশী অগ্রসর ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন জ্যামিতি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। জেম্‌স ইতিপূর্ব্বে জ্যামিতিতে তত মনোযোগ দেন নাই, এখন এই গুরুতর বিষয়টী না শিক্ষা দিলেই নয়, সুতরাং তিনি ঘরে এত মনোযোগের সহিত জ্যামিতির চর্চ্চা করিতে লাগিলেন যে, উক্ত বালককে শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার এই বিষয়টী অধিগত হইয়া গেল, অথচ বালক একটুও বুঝিতে পারিল না যে, তাঁহার শিক্ষক মহাশয় জ্যামিতি শাস্ত্রে নূতন প্রবেশ করিয়াছেন। অতি অল্পকাল

মধ্যেই অধ্যবসায় বলে এই বিদ্যায় তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা জন্মিয়া গেল।

ওয়ারেন্‌স্‌ভীলে কায করিতে করিতে আর একটী কৌতুকজনক ঘটনা হইয়াছিল। আমাদের দেশের পল্লীগ্রামে পূর্ব্বে এই প্রথা ছিল যে, পাঠশালার গুরুমহাশয়গণ প্রত্যেক ছাত্রের নিকট সিদে অর্থাৎ চাল দাল তৈল লবণ ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া আপনার আহার চালাইতেন। এখানেও সেইরূপ পাঠশালের শিক্ষকগণ এক এক গৃহস্থের বাড়ী আহার করিয়া বেড়াইতেন। যখন যেখানে আহার করিতেন তখন সেইখানে থাকিতেন। জেম্‌সকে এইরূপে নানা জনের বাড়ীতে বাস করিতে হইত।

জেম্‌স্‌ ওয়ারেন্‌স্‌ভীলে কার্য্যকালে ষ্টাইলিস্‌ নাম্নী জনৈক মহিলার বাড়ীতে বাস করিতে করিতে এক দিন খেলায় ভুলিয়া হাঁটুর চাড়ে পা-জামা ছিঁড়িয়া ফেলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আমাদের জেম্‌সের দ্বিতীয় বস্ত্র ছিল না; সুতরাং পা-জামা ছিঁড়িয়া যাওয়াতে তাঁহার বড়ই ক্লেশ হইল। তিনি কাঁদ কাঁদ হইয়া উক্ত মহিলাকে বলিলেন, "দেখুন আমার কাপড় ছিঁড়িয়া গেল, আমি কি করি!"

ষ্টাইলিস্‌ অতিশয় সাধ্বী ও গুণবতী রমণী ছিলেন। তিনি জেম্‌সকে সন্তান নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। এই জন্য যখন দেখিলেন সবলস্বভাব বালক জেম্‌স বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে তখন তিনি বলিলেন, "শোবার সময় ওটা ছাড়িয়া শুইও। আমি ছেলেদের দিয়ে তোমার ঘর হইতে আনাইয়া আবার উত্তম করিয়া তালি দিয়া তোমাকে পাঠাইয়া দিব।" তখন জেম্‌সের ভাবনা দূর হইল। তিনি আরও বলিলেন, "এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ের জন্য তোমাকে অত ভাবিতে হইবে না। তুমি যখন যুক্ত রাজ্যের জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি হইবে তখন এ সকল কথা আর একটীও মনে থাকিবে না!"

১৬

তৃতীয় বর্ষ

জেম্‌স ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ গুগা বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন, আর আজ ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং তিন বৎসর তাঁহার এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা হইল। তৃতীয় বর্ষের শেষভাগে নব ইংলণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কলেজের উপাধি প্রাপ্ত জনৈক যুবকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই যুবকের অবস্থা মন্দ ছিল অথচ

কায়ক্লেশে কোন প্রকারে উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জেম্‌স ইঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া এক নূতন ভাব অনুভব করিতে লাগিল।

জেম্‌স নিতান্ত দরিদ্রের সন্তান। অতিকষ্টে সংসারে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতেছিল। বাল্যকাল হইতে পিতৃ-হারা হইয়া যারপর নাই পরিশ্রমের সহিত জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছিল। দারিদ্র্যের সহিত ঘোর সংগ্রামে দণ্ডায়মান থাকা বড় সহজ কথা নহে। অতি অল্প লোকেই এই ভীষণ সংগ্রামে অব্যাহত থাকিতে পারে। জেম্‌সের জননী ধর্ম্মপরায়ণা আদর্শ রমণী, তাই তাঁহার সাহায্যে ও তাঁহার উপদেশে জেম্‌স দারিদ্র্যে ম্রিয়মাণ না হইয়া, দারিদ্র্যই যেন মানবের স্বাভাবিক অবস্থা এই ভাবে এতদিন চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু যখন দেখিতে পাইল যে, কলেজে অধ্যয়ন করিতে হইলে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন তখন তাহার পক্ষে সে আশা যে সফল হইবেই হইবে এতদিন তাহা খুব ভাল রকম ধারণা ছিল না। কিন্তু আজ এই যুবকের সহিত কথা বার্ত্তার পর জেম্‌স বুঝিতে পারিল, বিধাতাই তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন।

সংসারে এইরূপই হইয়া থাকে। যাহারা উদ্যমশীল ও সহিষ্ণু, ভগবান তাহাদিগকে হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে পর্ব্বত সমান বিঘ্ন বাধাগুলি অতিক্রম করিয়া লইয়া যান। জেম্‌স শ্রমশীল ও সাধু; জননী এলীজা ধার্ম্মিকা-পুত্রের ইষ্টকামনায় নিরন্তর পরমেশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন, সুতরাং জেম্‌সের ভাল হইবে না ত কাহার হইবে? সংসারে ভগবানের উপর দৃঢ় নির্ভর করিয়া সরল ও সাধু ভাবে যে পরিশ্রম করিবে তাহারই মঙ্গল হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য।

আজ জেম্‌সের আনন্দের সীমা রহিল না। উপরি-উক্ত যুবকের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, যে কোন প্রকার কায়িক পরিশ্রম করিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিতেই হইবে এবং উপাধি লাভ করিতেই হইবে। সহরে গমন করিয়া যে যে উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দরিদ্র বালকেরা অধ্যয়ন করিতে পারে, উক্ত যুবক তাহার সন্ধান জেম্‌সকে বলিয়া দিলেন। জেম্‌স তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া বিশেষ উপকৃত হইলেন।

আমাদের এই স্থানে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, জেম্‌স "পারি না" বলিতে জানিত না। সে

যেন সকল কার্যই করিতে পারে, সমস্তই যেন তাহার মুষ্টির ভিতর। জেম্‌সের এই ভাব দেখিয়া যেন অহঙ্কারী বলিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এখন তাহার ভাব যেন অন্যরূপ। জেম্‌স মনে ভাবিতেন তিনি বিদ্বান হইতে পারিবেন না। এই জন্যই গ্লাসগো বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইবার অগ্রে সেই চিকিৎসকের নিকট মত জানিতে যান। কিন্তু আজ আবার উল্লিখিত যুবকের সহিত কথা বলিতে বলিতে এমন ভাব প্রকাশ করিলেন যে, অন্য বালকেরা যে পাঠ ৮ বৎসরে পরিসমাপ্ত করে তাহাকে হয়ত খাটিয়া আহারীয় সংগ্রহ করিতে হইলে ১২ বৎসর কাল অপেক্ষা করিতে হইবে। জেম্‌সের যে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তাহা সে নিজে বুঝিতে পারিল না। যাহা হউক, এই যুবক জেম্‌সের ক্ষমতা বিশেষরূপ জানিতেন বলিয়া তিনি তাহাকে খুব উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিলেন যে, না তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। কালেজে অধ্যয়ন করা একরূপ স্থির হইল। জেম্‌স লাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন।

জেম্‌স তৃতীয় বর্ষের শেষভাগে, গ্লাসগো বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে অরেঞ্জস্থ পূর্ব্ব বর্ণিত শিষ্য সম্প্রদায়ের সহিত

যোগ দান করেন। তদানীং এই স্থানে এই নামে কতকগুলি ধর্ম্মপরায়ণ উদারস্বভাব খৃষ্টীয়ান একত্রিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রভাব খুব প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। জেম্‌স অনেক চিন্তার পর এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনন্ত উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দান করিয়া অবধি জেম্‌সের জীবনের যেন আর একদিক খুলিয়া গেল। এতদিন জেম্‌সের জীবনে সংসারের এক দিক মাত্র দেখিতেছিলাম, কিন্তু এখন অবধি জেম্‌স আপন জীবনে ধর্ম্মের আস্বাদন অনুভব করিয়া ও চিত্ত উন্মাদকারী ধর্ম্মের সুধারসে স্নান করিয়া, এক নূতন ভাবের, নূতন তেজ ও নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, ধর্ম্মের বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। সকলকে লইয়া ধর্ম্মের আলোচনা করিতে লাগিলেন। আপনার সঙ্গী ও সহাধ্যায়ীগণকে নির্জ্জনে ও প্রকাশ্যে সর্ব্বদাই বুঝাইতে লাগিলেন যে, ধর্ম্ম বিনা জীবনের সমুদয় ব্যাপারই বৃথা। কি এক স্বর্গীয় উৎসাহে যে, জেম্‌সের অন্তর জাগিয়া উঠিল, তাহা বলা যায় না। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় জেম্‌সকে পাইয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন।

জেম্‌স ভক্ত খ্রীষ্টীয়ান। তাহার সাহায্যে অধ্যক্ষ মহাশয় ছাত্রদিগের মধ্যে ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চেষ্টার নগরে এক মহা ব্যাপার আরম্ভ হইল। যখন সভাতে ধর্ম্ম বিষয়ে চর্চ্চা অথবা ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা হইত, জেম্‌স এমন উৎসাহের সহিত, এমন নিষ্ঠার সহিত ও এমন সবলভাবে সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে ধর্ম্মের সেই সকল তত্ত্ব বিবৃত করিতেন যে, লোকে তাঁহার ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। জেম্‌সের জীবনে এই এক নূতন ব্যপার আরম্ভ হইল। আরও আশ্চর্য্য এই যে, জেম্‌সের এই অসাধারণ ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে দেখিতে এক যে অসাধারণ বক্তৃতাশক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল, জেম্‌স স্বয়ং সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহার শক্তির কিছুমাত্রও জ্ঞান তাহার ছিল না। যখন কোন বিষয় বলিতে আরম্ভ করিত তখন তাহাতে তাহার চিত্ত এমনই মগ্ন হইয়া যাইত যে, সে তাহার নিজের সম্বন্ধে সংজ্ঞাহারা হইয়া পড়িত। একদিকে তাহার স্বভাব অত্যন্ত বিনীত ছিল, কিন্তু বক্তৃতার সময় তাহার নির্ভীকভাব ও তেজ দেখিলে মনে হইত না যে এই সেই জেমস।

এখন হইতে সকলেই বলিতে আরম্ভ করিল, জেম্‌সের মত ধর্ম্মপ্রচারক দেখা যায় না। সকলেই তাহাকে আপনা আপনি ধর্ম্ম যাজকের পদে বরণ করিল। কিন্তু জেম্‌স জানিত না যে, সে এই ব্রত নিজ জীবনে গ্রহণ করিবে। সংসারে এমন রহস্য প্রায়ই দেখা যায়। ব্যক্তি বিশেষ হয়ত এক করিতেছে আর তুমি আমি তাহাকে সম্পূর্ণ বিপরীত পথের যাত্রী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি। জেম্‌সের প্রধান সংকল্প, যদি কোন সংকল্পের কথা বলিতে হয় তাহা হইলে সে কেবল এই ছিল যে, যেরূপে হউক সর্ব্বাগ্রে মানুষ হইতে হইবে—ভাল লোক হইতে হইবে।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মাবকাশে জেম্‌স ও তাহার জনৈক সহাধ্যায়ী এক কৃষকের শস্য কাটিয়া দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিল। কৃষকটী অতিশয় অমায়িক লোক ছিল, সে তাহাদিগকে অতিশয় স্নেহ ও যত্নের সহিত কয়েক দিন রাখিয়া যথার্থ বেতন দিয়া আপনার কার্য্য করাইয়া লইল। জেম্‌সকে এখানকার কৃষকগণও জিজ্ঞাসা করিল, সে বাস্তবিক ধর্ম্মযাজক হইবে কি না? জেম্‌স তাহার উত্তরে বলিল, "আমি ধর্ম্মযাজকও হইতে পারি, শিক্ষক হইতেও ইচ্ছা করি—

উকীল হইতে ইচ্ছা হইবে কি না তাহা জানি না। কিন্তু আমার চিকিৎসক হইতে ইচ্ছা হয় না।" আমরা এতদ্দ্বারা বুঝিতেছি, লোকে যেমন জেম্‌সকে দেখিলে ধর্ম্মযাজক বলিয়া মনে করিত, জেম্‌সও তেমনি তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিত।

আমেরিকার দাস ব্যবসায়ের ইতিহাস অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তাহার বিস্তৃত বিবরণ এখানে উল্লেখ করা সহজ কথা নহে। তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, আফ্রিকাখণ্ড হইতে সম্পত্তিশালী ইংরাজ ব্যবসায়ী লোকেরা, কৃষ্ণকায় অধিবাসীদিগকে দলে দলে তাড়া করিয়া পশুযূথের ন্যায় বলপূর্ব্বক যাহাজে পূরিত এবং আমেরিকায় লইয়া গিয়া বালক বৃদ্ধ যুবা স্ত্রী সকলকেই শাক সবজির মত বাজারে বিক্রয় করিত। অধিবাসীরা গো মহিষাদির মত এই সকল লোকের দ্বারা আপনাদের চাষের কার্য্য ও অপরাপর ভৃত্যের কার্য্য করাইয়া লইত। এই সকল লোককে ক্রীতদাস বলা হইত। এই ক্রীতদাসগণের অবস্থা যে কি ভয়ানক, তাহা ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। ঠিক্ বনের পশুর মত ইহাদিগকে বাজারে বিক্রয় করা হইত। স্বামী এক স্থানে, স্ত্রী অপর স্থানে; পুত্র এক দেশে, জননী অপর দেশে

এইরূপে বন্যপশুর মত এই সকল নরনারী লইয়া মানুষ গৃহপালিত পশু অপেক্ষাও অধিক অযত্ন ও নিষ্ঠুরতার সহিত ব্যবহার করিত। ইহাদের প্রথম অপরাধ, ইহারা দেখিতে ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ; সুতরাং মনুষ্য নামের বাচ্য নহে। দ্বিতীয়তঃ ইহারা বিজ্ঞানমদে মত্ত সভ্যাভিমানী শ্বেতকায় নরগণের নিকট বুদ্ধিবলে অতিশয় হীন। এই সকল অপরাধে ইহাদিগকে লইয়া আমেরিকা যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছিলেন। যতদিন মানব সমাজ জীবিত থাকিবে ততদিন আমেরিকার এই ঘোর কলঙ্কের কথা জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে।

আমেরিকাকে এইপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। শত শত আমেরিকাবাসীর রুধিরে আমেরিকার বক্ষ ধৌত হইয়াছে! আমেরিকা আপন সন্তানগণের রক্ত দ্বারা বহুকালের সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তবে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে মহাদ্বন্দ্বে আমেরিকার এই প্রায়শ্চিত্ত উদ্যাপিত হয় জেম্‌সের বাল্যকাল হইতে সেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইতেছিল। "আমেরিকার সাধারণতন্ত্র রাজ্য হইতে দাসত্বপ্রথা নির্ব্বাসিত হইবে কি না, এই প্রশ্ন

লইয়া চারিদিকে তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইল। কি বিদ্যালয়, কি ধর্ম্মাধিকরণ, কি মাঠ, কি পথ, কি গৃহস্থের গৃহ সর্ব্বত্র এই কথা লইয়া মহা আন্দোলন চলিতে লাগিল। পৃথিবীতে দেবাসুরের সংগ্রাম চির কাল চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং এখানে তাহার অন্যথা হইবে কেন? একদল বলিতে লাগিল, দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। ইহাদের মতে চিরকাল অসহায় নর নারীর গলদেশ পদদ্বারা দলন করায় কোন ক্ষতি নাই।

আর একদল বলিতে লাগিল, মানুষ হইয়া মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা মহাপাপ। আমাদের জেম্‌স যে স্বাধীনতার পক্ষপাতী তাহা আমরা তাহার বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি। যাহারা প্রকৃত স্বাধীনচেতা তাহাদের স্বভাবই এই যে, তাহারা অপরকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে বা দেখিতে ইচ্ছা করে না। তাই এই দাসত্ব প্রথার ভীষণ অনিষ্টকারিতা ও মানবের স্বাধীনতার উপর আমেরিকার গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ হস্তক্ষেপ এবং তাহার প্রতি এতাদৃশ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে দেখিয়া ধার্ম্মিক ও কোমল-হৃদয় জেম্‌স এব্রাম গার্‌ফীল্‌ডের হৃদয়ে ১৯ বৎসর বয়সের সময় হইতেই

দাসত্বপ্রথা সমর্থনকারী গবর্ণমেণ্টের উপর অবিমিশ্র বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হইল।

তিনি একদিন তাঁহার একজন সঙ্গীকে বলিতে লাগিলেন, "এই দাসত্বপ্রথা এ দেশে বর্ত্তমান থাকায় আমাদের জাতীয় চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক লিপ্ত হইতেছে এমন জাতিকে শত ধিক্! যাহারা স্বয়ং স্বাধীনতারত্ন লাভ করিবার জন্য সংগ্রামানলে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, যাহারা আপনাদিগকে ইংলণ্ডের সামান্য অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য অবলীলাক্রমে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহারা কিনা আজ অতি ভয়ানক দাসত্ব প্রথার অনুমোদন করিয়া অসহায় নরনারীকে আপনাদিগের পদতলে ফেলিয়া দলন করিতে লজ্জিত হয় না! কি পরিতাপ, কি লজ্জা, কি ঘৃণার কথা। দেশের কর্ত্তৃপক্ষেরা একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না যে তাঁহারা কি বিভৎস পাপকলঙ্কে আপনাদিগকে কলঙ্কিত করিতেছেন। যে সকল লোক উদ্যোগী হইয়া ব্রিটীশসিংহের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিল, তাহারাই কিনা আর এক দিকে তদপেক্ষা সহস্রগুণে কঠিন লৌহ নিগড় অপর কতকগুলি অসহায় নরনারীর গলদেশে পরাইয়া দিল! দেশের আইন দাসত্ব প্রথা অনু-

মোদন কবিল। না! না! এ দুঃখ এ যাতনা সহ্য হয় না। ইহা মনে কবিলেও আমার বুক যেন ফাটিয়া যায়! যাহারা বুদ্ধিজীবী, যাহারা সম্মানার্হ, তাহাবা যে এমন অসঙ্গত ও নিষ্ঠুর কার্য্যেব অনুমোদন কেমন কবিয়া কবিতে পাবে আমি তাহা বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।” এই বলিতে বলিতে জেম্‌সের চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হইতে লাগিল। তখন তাহাব সঙ্গী বলিলেন, “তোমার যে বকম ভাব তাহাতে তুমি হয়ত ইহাই বলিতে চাও যে, এই মুহূর্ত্তে সমস্ত দাসকে মুক্ত কবিযা দেওয়া হউক। কিন্তু হঠাৎ এই সমস্ত অসংখ্য নরনাবীকে স্বাধীন কবিয়া দিলে কি দেশ নিবাপদ হইবে?

এই কথা শ্রবণমাত্র জেম্‌স একবাবে উল্লম্ফন কবিয়া বলিয়া উঠিলেন, “নিবাপদ! যাহা ন্যায়, যাহা ধর্ম্মানুমোদিত তাহা নিরাপদ নহে? যে স্বাধীনতা স্বয়ং ভগবান মানবকে প্রদান করিয়াছেন, সেই স্বাধীনতা তুমি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছিলে, তাহা ফিবিয়া দিবে তাহাতে আবার আপদ আছে? অন্যায় কবিতে যাওয়াই নিরাপদ নহে। বিশেষতঃ মানুষকে লইয়া পশুযূথের মত ক্রয় বিক্রয় করিতে যাও, বুঝিও! এ ব্যবসা

নিরাপদ নহে। আমেরিকার সমুদয় দাসকে এখনই ছাড়িয়া দাও ঈশ্বর তাহাতে আশীর্ব্বাদ করিবেন ; তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য হইবে, সুতরাং কোন অশান্তি কোন আপদ দেশে উৎপন্ন হইবে না !"

চেষ্টারের সমস্ত অধিবাসীই দাসত্বপ্রথার বিরোধী ছিল, এই জন্য গুণা বিদ্যালয়ের আলোচনা সভায় দাস-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে একটী বক্তৃতা করা হইল। জেম্‌-সের উপর সেই বক্তৃতার ভার দেওয়া হইয়াছিল। এই বক্তৃতা করিবার জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া দাসত্ব প্রথার সমুদয় ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিলেন। নির্দ্ধারিত দিবসে সকলের সমক্ষে এই বিষয়টী এমন আশ্চর্য্যরূপ বিবৃত করিলেন যে, সে দিন তাঁহার বিচার ও সূক্ষ্ম আলোচনার শক্তি দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার পূর্ব্বে জেম্‌সের আলোচনায় সকলেই এক বাক্যে প্রশংসা করিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আজিকার তেজ, আজিকার গভীর ভাব ও আজি-কার গভীরতর গবেষণা তাঁহার প্রাণের অন্তস্তল হইতে বাহির হইতে লাগিল। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম হইবার সময় যেমন সমস্ত মেদিনী কম্পিত হইতে থাকে, সেইরূপ আজিকার আলোচনায় সমাগত সকলের

হৃদয় আলোড়িত ও স্তম্ভিত হইতে লাগিল। সমস্ত লোক বহুক্ষণ ধরিয়া নিস্তব্ধভাবে তাঁহার আলোচনা শ্রবণ করিল।

এই বক্তৃতার পর জেম্‌সের সঙ্গীরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, তাহারা পরে তাহাকে জাতীয় সভায় তাহাদের প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইবে!

যাহা হউক জেম্‌স যে, একজন খুব বড় বাগ্মী হইবেন, তাঁহার পাণ্ডিত্যে যে দেশ গৌরবান্বিত হইবে, তাঁহার তেজস্বিতা যে দেশের কল্যাণসাধন করিবে, সে বিষয়ে লোকের এখন হইতে আশা হইতে লাগিল।

গুগা বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের শেষ সময়ে কুমারী লুক্রিশিয়া রডল্‌ফ নাম্নী একটী অষ্টাদশ বর্ষীয়া বালিকার সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। এই বালিকাটীও এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছিলেন। ইঁহার মনের তেজ অসাধারণ ও বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। লেখা পড়াতে ইঁহার যারপর নাই মেধা ছিল। জেম্‌স একদিকে বালিকা ও যুবতী রমণীগণের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে সলজ্জ হইলেও কেমন এক অজ্ঞাত আকর্ষণে এই রমণীর সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের

পড়া শুনায় সাহায্য করিতেন ও নানাপ্রকার ভাল ভাল বিষয়ে কথা বার্ত্তা ও আলোচনা করিতেন। একশ্রেণীর ছাত্র হইলে, সমান বুদ্ধিজীবী দুইটী সরল ও সাধু স্বভাব সহাধ্যায়ী হইলে যেমন সদ্ভাব হইবার কথা ইঁহাদের মধ্যে ঠিক্ সেইরূপ সদ্ভাব জন্মিয়া গেল। যতদিন বিদ্যালয় খোলা রহিল ততদিন তাঁহাদের এই ভাব প্রবল রহিল; বিদ্যালয় বন্ধ হইবার পর তাঁহারা পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন—পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে তাঁহাদের আর এমন আশা রহিল না।

জেম্‌স ক্রমে লাটিন ভাষায় খুব ব্যুৎপন্ন হইলেন। যখনই সময় পাইতেন তখনই তিনি লাটিন পড়িতেন, অবশেষে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে প্রচুর সম্মানের সহিত গুগা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন। এই বৎসর বার্ষিক উৎসবের সময় জেম্‌সকে বিদায়কালে বিদ্যালয়ে একটী বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করা হইল। জেম্‌স এই বক্তৃতা দ্বারা অতি আশ্চর্য্যরূপে আপন পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং প্রচুর প্রশংসা লাভ করিয়া চেষ্টার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এই সময় ওহিও প্রদেশের হায়রম নামক স্থানে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ের একটী ছাত্রের

সহিত জেম্‌সের সাক্ষাৎ হইল। জেম্‌স তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে, হায়রমের বিদ্যালয়ে দরিদ্র বালকদিগের সাহায্যার্থ কাযের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়; এতদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অতিশয় ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্র ও বিদ্বান লোক। এই সকল কারণে জেম্‌স এখন হইতে হায়রম বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাওয়া স্থির করিলেন।

হায়রম বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার অগ্রে যে কয় মাস সময় ছিল সেই সময়ের মধ্যে জেম্‌স পাঠশালার শিক্ষকতা করিয়া কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিলেন। যেখানে যেখানে পাঠশালার কার্য্য করিলেন পূর্ব্বের মত সকল যায়গাতেই ছাত্রগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ প্রকাশ করিল। এতদ্ভিন্ন হাতে কিছু পয়সা বেশী করিবার জন্য ছুতরের কায করিয়াও কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন।

———o———

১৭

হায়রম বিদ্যালয়

১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে জেম্‌স হায়রম নগরে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তখন সমবেত হইয়া বিদ্যালয়ের কার্য্যপ্রণালীর বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। জেম্‌স একবারে বিদ্যালয়ের দ্বারবানের নিকট উপস্থিত হইয়া, অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। দ্বারবানটী ভাল লোক ছিল, সে তৎক্ষণাৎ সভার সমক্ষে গিয়া জানাইল যে, জনৈক যুবক তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সভাপতি মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ভিতরে লইয়া আসিতে বলিলেন। জেম্‌স সভার সমক্ষে নিজের নাম, ধাম, অবস্থা ও অভিপ্রায় সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন। তার পর জেম্‌স তাঁহাদিগকে ইহাও জানাইলেন যে, তাঁহার অবস্থা মন্দ, সেই জন্য তিনি বিদ্যালয়ের ঘড়ী বাজাইবার এবং বিদ্যালয়ের গৃহ ঝাঁট দিবার কার্য্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার এই প্রকার বিদ্যালাভের জন্য আগ্রহ এবং সরল ভাব দেখিয়া কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে

যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি ঘড়ী বাজাইতে পারিবেন এবং ভাল করিয়া ঝাঁট দিতে পারিবেন তাহার প্রমাণ কি? জেম্‌স অমনি স্বাভাবিক সরলতা ও তেজের সহিত বলিলেন, "আমাকে দুই সপ্তাহের জন্য এই কায দিয়া দেখুন, যদি আমি উত্তমরূপে এ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে না পারি তাহা হইলে আপনারা আমাকে তাড়াইয়া দিবেন।"

জেম্‌সের বয়স এখন ২০ বৎসর। ২০ বৎসর বয়সের সময় তিনি বিদ্যালাভের জন্য সামান্য একজন ভৃত্যের মত ঘড়ী বাজান ও গৃহ ঝাঁট দিবার কার্য্য স্বীকার করিলেন।

হায়রম বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া তিনি অচিরকাল মধ্যে উৎকৃষ্ট ছাত্রগণের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই জেম্‌স একদিন অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিরূপ প্রকারে পড়া শুনা করিলে ভাল হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, যাহা পড়িবে তাহা যেন সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ হয়। অল্পে অল্পে পাঠের উন্নতি হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু যতটুকু পাঠ করা হইবে ততটুকু যেন

নিখুঁত হয়। জেম্‌স এই উপদেশ অনুসারে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তার পর অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত কায কর্ম্মের কথা হইল। জেম্‌স বলিলেন যে, ছুতরের কায পাওয়া গেলে তাহার পক্ষে ভাল হয়। অধ্যক্ষ মহাশয় অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "আমার যথাসাধ্য তোমাকে সাহায্য করিব।" এই বলিয়া তাহাকে সেদিন বিদায় দিলেন।

জেম্‌স আর ৪টী বালকের সহিত একটী কামরায় বাসা নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তাঁহাকে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ঠিক্ ৫টার সময় ঘড়ী বাজাইতে হইত। এই ঘড়ী বাজাইবার কাযটী অত্যন্ত কঠিন ছিল। ঠিক্ নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক মিনিট অগ্র পশ্চাৎ হইলেই সর্ব্বনাশ! স্কুলের মেজে ঝাঁট দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে খুব সকাল সকাল উঠিতে হইত। জেম্‌স ঠিক্ সময় মত ও পারিপাট্যসহকারে সমস্ত কায করিতে লাগিলেন। জড়তা ত তাঁহার ছিলই না, এখানে আবার তাঁহার এমন সুন্দর কার্য্যপটুতা অভ্যাস হইয়া গেল যে, অবস্থা অনুসারে তিনি চলিতেছেন এরূপ বোধ হইত না। প্রান্তর মাঝে যেমন উন্নত পর্ব্বত অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকে, নদীর সুবিধার জন্য সে যেমন সরিয়া যায় না,

কিন্তু নদীই আপনার পথ আপনি দেখিয়া লয়; সেই-রূপ জেম্‌স যেন সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে আপনার মনে চলিয়া যাইতেছিলেন, অবস্থা নিম্নগা স্রোতস্বতীর ন্যায় সুবিধা মত চলিয়া যাইতে লাগিল।

জেম্‌স এখানে সকলের নিকট খুবই প্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রফুল্ল, সরল ও স্বাভাবিক ভাব, রহস্যজনক কথা বার্ত্তায় এবং পরিহাস বিদ্রূপে সকলেই অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিতেন। আমরা কখন কখন এমন কোন কোন দরিদ্র বালক দেখিতে পাই, যাহারা উদামশীল ও মেধাবী হইলেও এমন এক জড় ও বিষণ্ণভাবে জীবন যাপন করে যে, তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন, তাহারা আপনার অবস্থার হীনতা বুঝিয়া মুখ লুকাইয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছে—আর সংসারকে বলি-তেছে, "আমি যদি কখনও দিন পাই তবে দেখাইব।" কিন্তু জেম্‌সের সে ভাব ছিল না; তাহার ভাব সদানন্দ। জীবন ও অবস্থা সকলই তাহার নিকট এক অতি মিষ্ট সহজ ও স্বাভাবিক সামগ্রী বলিয়া প্রতীত হইত। এই জন্য তিনি সকলের নিকট প্রিয় ও প্রীতিকর হইয়া উঠিলেন।

আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই যে, যাহারা খুব লেখা পড়ায় পণ্ডিত, তাহারা সংসারের ছোট কায ভাল

করিয়া করিতে পারে না। তাহারা আবার ছোট কায ভাল করিয়া না করিতে পারাতেই যেন আরও মহত্ত্বের পরিচয় হইতেছে আমরা এইরূপ মনে করি। সংসারের এই ধারা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। জেম্‌সের স্বভাব সেরূপ ছিল না। জেম্‌সের পড়া শুনা ভাল করিবার দিকে যেমন ঝোঁক ছিল, ঘণ্টাটী ঠিক্ সময়ে বাজাইবারও তেমনি ঝোঁক ছিল এবং স্কুলের মেজেটী ভাল করিয়া ঝাঁট দিবার প্রতিও তেমনি অনুরাগ ছিল। যে কার্য্যে মানুষের অনুরাগ না থাকে, সে কার্য্য মানুষ কখনই ভাল করিয়া সম্পন্ন করিতে পারে না। জেম্‌স নিজে বলিতেন, "আমার পাঠটী ভাল অভ্যাস না হইলে আমার মন যেমন খুঁত খুঁত করে এবং মনে ব্যথা পাই, সেইরূপ অপরিষ্কার মেজের দিকে তাকাইলেও আমার অত্যন্ত অসুখ হয়, এমন কি, আমার চক্ষে যেন শূল বেঁধে।"

সংসারব্যাপারে প্রত্যেক আবশ্যকীয় কার্য্যই যে সম্মানের কার্য্য, হায়রম বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ জেম্‌সের নিকট তাহা উত্তমরূপ শিক্ষা করিল। সমাজের একজন অতি হেয় ও অতি অস্পৃশ্য লোক, অর্থাৎ মেথরও যদি নিজের কায ভাল করিয়া সম্পন্ন

করে, এবং সে সরল ও সাধু লোক হয় তাহা হইলে তাহারও সম্মানার্হ হওয়া উচিত, তাহারা জেম্‌সের চরিত্রে এই শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। তুমি যে কাযেই হাত দাও না কেন, যদি তোমার চরিত্রের গুণ থাকে, তোমার চরিত্র যদি মানুষের মত হয়, তাহা হইলে অতি হেয় কার্য্যও তোমার অনুষ্ঠান দ্বারা লোকের স্পৃহনীয় ও গৌরবের কার্য্য হইবে। চরিত্র কার্য্যকে পবিত্র করে।

এখানকার পুস্তকালয়ে প্রায় দুই সহস্র পুস্তক ছিল। জেম্‌স অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সেই সকল পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। অধ্যক্ষ মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে তিনি এমন প্রণালীতে পাঠ আরম্ভ করিলেন যে, যেমন এক একখানি পুস্তক পাঠ সমাপ্ত হইল অমনি সেখানি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আয়ত্ত হইয়া যাইতে লাগিল। তাহার স্থূল স্থূল বিষয় সমুদয়ও ভাব তাহার সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়া যাইতে লাগিল। বিদ্যালয়ের আর আর ছাত্রগণও তাহার নিকট হইতে পাঠের উত্তম প্রণালী শিক্ষা করিতে লাগিল।

এখানকার বিদ্যালয়ে কয়েকমাস বাস করিতে করিতে, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় ছাত্রদিগকে জঙ্গল

হইতে গাছ আনিয়া বিদ্যালয়ের চারিদিকে রোপণ করিতে অনুরোধ করিলেন। জেম্‌স পূর্ব্ব হইতেই গাছ পালা ও লতা পাতা ভাল বাসিতেন। প্রকৃতির কমনীয় ভাব তাহার চিত্তকে মুগ্ধ করিত, তাই তিনি আজ অধ্যক্ষ মহাশয়ের আজ্ঞায় অত্যন্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। আর আর সকল ছাত্র তাঁহার উৎসাহ পাইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া গেল। জেম্‌স বলিলেন, "একবার ভাবিয়া দেখ দেখি আমরা আজ যে ছোট ছোট গাছগুলি রোপণ করিব, সেগুলি ৩০ বৎসর পরে কেমন প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা সকল বিস্তার করিয়া ভবিষ্যৎবংশীয় ছাত্র ও অধ্যাপক-দিগের নয়নানন্দকর হইবে, এবং আমাদের বিদ্যালয়েরই বা কত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবে।"

বিদ্যালয়ে অনেকগুলি রমণী ছাত্রী ছিলেন। জেম্‌স প্রস্তাব করিলেন যে, প্রত্যেক ছাত্রকে তাঁহা-দের এক এক জনের হইয়া এক একটী ও নিজের জন্য এক একটী, এই দুইটী করিয়া বৃক্ষ আনিয়া রোপণ করিতে হইবে; জেম্‌সের প্রস্তাবই ধার্য্য হইল এবং সেই অনুসারে কার্য্য হইতে লাগিল।

আমরা অনেক সময় দেখি যে, বড় ভাই ভগিনীরা

ক্রীড়া কৌতুকে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ছোট ভাই ভগিনী-গুলিকে সঙ্গে লইতেছেন না; তাহারা তাঁহাদের সেই ক্রীড়ায় যোগ দিবার জন্য অত্যন্ত ক্রন্দন করিতেছে তবুও সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই—আপত্তি এই যে, তাহারা তাঁহাদের আমোদের ব্যাঘাত উৎপাদন করিবে। জেম্‌স তাহা বুঝিতেন না—স্বার্থপরতাকে তিনি অতিশয় ঘৃণা করিতেন। তিনি যখন তাঁহার সমবয়স্ক যুবকদিগের সঙ্গে খেলাইতে যাইতেন, তখন ছোট ছোট বালকেরা তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে উৎসুক হইলে কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেন না। এই জন্য তাঁহার সঙ্গে অনেকের বনিত না। কিন্তু তিনি বলিতেন, "যদি উহাদিগকে সঙ্গে না লও, আমি তোমাদিগের সঙ্গে খেলাইব না।" জেম্‌স আবার ওদিকে যে দলের সঙ্গে না খেলাইত তাহা-দের অর্দ্ধেক আমোদ কমিয়া যাইত—সুতরাং তাঁহা-রই জয় হইত।

জেম্‌স ঘণ্টা বাজান ও ঝাঁট দেওয়ার পরীক্ষায় অতি উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইলেন। কর্তৃপক্ষগণ আর তাহাকে তাড়াইবার সুবিধা পাইলেন না। তাড়ান দূরে থাকুক, জেম্‌সের পারদর্শিতা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া

তাঁহারা তাহাকে প্রথম বর্ষান্তে ছাত্রাবস্থাতেই হারবম বিদ্যালয়ে ইংরাজী, লাটিন ও গ্রীক ভাষার সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। ইহাদ্বারা বিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি হইল এবং জেম্‌সেরও গুণের আদর করা হইল।

জেম্‌স এককালে তিনটী পদকে সুশোভিত করিতেছিলেন—শিক্ষক; ছাত্র ও সূত্রধর। তাঁহাকে শিক্ষক করা হইল বটে কিন্তু শিক্ষকতাদ্বারা তিনি এত অর্থ পাইলেন না যে, তাঁহাকে অপর কোন কায করিতে হইল না। বিশেষতঃ তিনি এখন হইতে কলেজে অধ্যয়ন করিবার জন্যও কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হারবম সহরে আসিয়া জেম্‌স স্বহস্তে কয়েকখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিলেন। ছুতরের কারখানায় এমন উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন যে, দূর হইতে আর আর ছাত্র ও অধ্যাপকগণ জেম্‌সের হাতুড়ীর শব্দ শুনিতে পাইত।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি জেম্‌সের জননী এলীজা বাল্যকালে তাহাকে কি প্রকার উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, "জেম্‌স! তুমি যখন যে কায হাতে লইবে তাহাই ভাল করিয়া সম্পন্ন করিতে চেষ্টা

করিবে।" জেম্‌স সেই উপদেশ অনুসারে চলিতে গিয়া উত্তরোত্তর উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে লাগিলেন। এখানে আসিয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য কয়েকবার কৃষিকার্য্যও করিয়াছিলেন।

হারবার্ড বিদ্যালয়ে কুমারী রুথ নাম্নী একটী রমণী ছিলেন। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত লোকের তনয়া ছিলেন। ইঁহার প্রকৃতি অতি পবিত্র ও বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। অঙ্ক শাস্ত্রে ও সাহিত্যে ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন। জেম্‌সের সাত্ত্বিক ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ পবিত্র জীবন দেখিয়া তাঁহার প্রতি উক্ত রমণীর অত্যন্ত গভীর শ্রদ্ধা হয় এবং ক্রমে তিনি তাঁহার সহিত অকৃত্রিম বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন। এই রমণীর জনৈক কৃতবিদ্য যুবকের সহিত পরিণয় সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরিণয় বন্ধনের পূর্ব্বেই উক্ত যুবকের মৃত্যু হয়। তজ্জন্য তিনি সংসারের অপর কোন ব্যাপারে যোগ না দিয়া কেবলমাত্র লেখা পড়ার চর্চ্চায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি জেম্‌সের সৎস্বভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে লেখা পড়ার বিষয়ে আপনার সঙ্গী করিলেন। অবশেষে ইঁহারা উভয়ে একত্র হইয়া একটী পাঠগোষ্ঠী সংস্থাপন করিলেন এবং বড় বড় সাহিত্য-বিদ্‌গণের গ্রন্থ সমুদয় পুস্তকালয়

হইতে লইয়া আসিয়া অতীব আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। জেমস্ নিজ মুখে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, এই রমণীর সাহায্যে তিনি বহু বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ক্রমেই বয়োধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে জেম্‌সের ধর্ম্মচর্চ্চা ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। হায়রমে আসিয়াও ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ইত্যাদি দ্বারা খুব কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এখানেও সকলে তাঁহার বক্তৃতা ও আলোচনায় যার পর নাই প্রীত ও উপকৃত হইতে লাগিল। তিনি যখন কথাবার্ত্তা বলিতেন তখন তাহার ভিতর এমন অভিজ্ঞতা, এমন দর্শন ও এমন উপমা প্রয়োগ করিতেন যে, তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহার সহিত সর্ব্বদা বেড়াইতে ও থাকিতে ভাল বাসিত।

এখানে যখন তিনি প্রাচীন ভাষার সহকারী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন পূর্ব্ববর্ণিত কুমারী লুক্রিশিয়া রডল্‌ফ এখানে আসিয়া তাঁহার ছাত্রী হইলেন এবং তাঁহার নিকট গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কুমারী রডল্‌ফের পিতা তাঁহাকে সুশিক্ষা দিবার নিমিত্ত হায়রমে আসিয়া বাস করিতে-

ছিলেন। জেম্‌স এই বুদ্ধিমতী কুমারীকে ছাত্রীরূপে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন। তাঁহার স্বভাব, প্রকৃতি ও বিদ্যানুরাগ দর্শন করিয়া জেম্‌স দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস তাঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তাঁহারা পরস্পরে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবেন 'বলিয়া স্থির করিলেন। কুমারী বলিলেন যে, জেম্‌স উপাধি লাভ করিয়া কালেজ হইতে বাহির হইলে তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন। জেম্‌সের বয়স এখন ২২ বৎসর ও উক্ত কুমারীর বয়স ২১ বৎসর। বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া জেম্‌সের পড়াশুনার ক্ষতি হয় নাই।

এখানে থাকিতে থাকিতে জেম্‌স চিত্রবিদ্যায় এমন পারদর্শী হইয়াছিলেন যে, তিনি অবশেষে হায়বম বিদ্যালয়ে এই বিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। জেম্‌স যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন তাহাই ভাল করিয়া করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন; সুতরাং কোন কোন চিত্রাঙ্কন বিষয়ে তিনি একজন বেশ ভাল চিত্রকর হইলেন।

হায়বম বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হইবার পর বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে, কালেজ

হইতে উপাধি লাভ করিয়া আসিয়া তাঁহাকে উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা করিতে হইবে। জেম্স দেখিলেন যে, তিনি হায়রম বিদ্যালয় হইতে যে প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছিলেন তাহার শোধ সহজে হইবার নহে, এই ভাবিয়া তিনি এই অনুরোধে সম্মতি প্রদান করিলেন।

হায়রম বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই হায়রমে থাকিয়া এবং অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি তিনটী ভিন্ন ভিন্ন কালেজের অধ্যক্ষের নিকট আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিলেন। সকলেই তাঁহার পত্র ও প্রশ্নের যথাসময়ে উত্তর পাঠাইলেন। তন্মধ্যে উইলিয়ম কালেজের সভাপতি হপ্‌কিন্স সাহেব তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "যদি তুমি এখানে আস, আমরা যথাসাধ্য তোমার সুবিধা করিয়া দিতে চেষ্টা করিব।" আর আর অধ্যক্ষগণ জেম্স যেমন যেমন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, ঠিক্‌ঠাক্ তাহারই উত্তর দিয়াছিলেন। কিন্তু হপ্‌কিন্স সাহেব উপরিউক্ত মর্ম্মে কয়েকটী কথা লেখাতে জেম্সের তাঁহার শিক্ষাধীনে যাইতেই অভিলাষ হইল। তদনুসারে তিনি উইলিয়ম্স্ কালেজে যাওয়া স্থির করিয়া গৃহে আসিলেন।

গৃহে আসিবার পর টমাস তাঁহাকে অর্থের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন জেম্‌স বলিলেন, এ পর্য্যন্ত তিনি এক দিনের জন্যও অর্থের জন্য চিন্তা করেন নাই অথচ অতি আশ্চর্য্যভাবে ভগবানের কৃপায় তাঁহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে; সুতরাং এতদিন ভগবান যে প্রকারে চালাইয়াছেন এখনও সেই প্রকারে চলিবে। এই বলিয়া জেম্‌স তাঁহাকে বলিলেন, "আমার কালেজে পড়িতে যত টাকা লাগিবে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ ব্যয় চলিতে পারে এমন অর্থ আমার নিকট আছে। এ পর্য্যন্ত যেমন পাঠশালা খুলিয়া এবং অনুরূপ শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া চালাইয়াছি এবারেও তেমনি করিয়া চালাইব।"

যাহা হউক, টমাস তাহাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন অঙ্গীকার করিলেন। টমাস খাটিয়া ও চাষদ্বারা কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া এখন বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছিলেন।

ছয় বৎসরের পাঠ তিন বৎসরে সম্পন্ন করিয়া জেম্‌স হায়রম বিদ্যালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক উইলিয়ম্‌স্ কালেজে গমন করিলেন।

১৮

উপাধি লাভ

জেম্‌স গ্রীষ্মাবকাশের অতি অল্প দিন পূর্ব্বে উইলিয়ম কালেজের হপ্‌কিন্স সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সেই সময়কার চেহারার এইরূপ বর্ণনা আছে যে, তাঁহার শরীর অতি দীর্ঘ, মাথায় বরাহলোমের মত খাড়া খাড়া চুল, খোলা ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত ভাবব্যঞ্জক মুখের ভাব। মুখ দেখিলে এমন বোধ হয় না যে, জেম্‌স কখনও দারিদ্র্য বা কষ্টের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়াছেন। পোষাকের প্রতি অথবা শারীরিক সৌন্দর্য্যাদির প্রতি বিন্দুমাত্রও মনোযোগ দেওয়া হয় নাই।

তৎপর জেম্‌স তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। জেম্‌স তাঁহাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে এত ভাল লাগিয়াছিল যে, সেই পত্রের কথা মনে হইবামাত্র পণ্ডিত হপ্‌কিন্স ব্যস্ত হইয়া অতি আদরের সহিত তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার এই প্রথম অভ্যর্থনাতেই জেম্‌স মোহিত হইয়া গেলেন। তিনি ভাবিলেন যেন নিজ গৃহে পিতার স্নেহের ক্রোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পণ্ডিত হপ্‌কিন্স

সাহেব অত্যন্ত বিদ্বান ও অকৃত্রিম স্নেহশীল লোক ছিলেন। জেম্‌সের বোধ হইল যেন তিনি হিমাদ্রি প্রমাণ এক উন্নতহৃদয় ও সাগরসমান গভীর পণ্ডিতের নিকট আসিয়াছেন। তিনি যে এমন একজন মহৎ-লোকের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন তজ্জন্য আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিতে লাগিলেন।

বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে এক অতি কঠিন পরীক্ষা দিতে হইল। জেম্‌স অতিশয় পারদর্শিতার সহিত সেই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহাকে কালেজে ভর্ত্তি করা হইল।

অতি অল্প দিন পরেই গ্রীষ্মাবকাশের নিমিত্ত স্কুল বন্ধ হইল। হপ্‌কিন্স সাহেব তাঁহাকে বিদ্যালয়ে থাকিয়া পুস্তকালয় হইতে গ্রন্থ লইয়া পাঠ করিতে অনুমতি দিলেন। জেম্‌সের এবারকার ছুটীতে আর শ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার আবশ্যক ছিল না। এবারে তিনি কালেজের লাইব্রেরী হইতে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গভীর জ্ঞানের পুস্তক সকল পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। এবারে আর উপন্যাস পাঠ করিলেন না। গুগা বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে যখন শিষ্য সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন তখন হইতেই এই সকল পুস্তক আর পড়িবেন

না বলিয়া সংকল্প করেন। তিনি সেক্‌স্‌পীয়র এবং আরও কতকগুলি ইংরাজ কবির গ্রন্থ পাঠে নিরত হইলেন। সেক্‌স্‌পীয়রের গ্রন্থ খুব ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

পাঠ করিতে করিতে যখন বড় বেশী শ্রান্ত হইয়া পড়িতেন—যখন তাঁহার মন বিশ্রামলাভের জন্য লালায়িত হইত, তখন অদূরবর্ত্তী পর্ব্বত, উপত্যকা ও অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার প্রকৃতির শান্তিপ্রদ অমৃত রসে চিত্ত সিঞ্চিত করিয়া আসিতেন। বিশাল তরুলতা সুশোভিত লতাকুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কখনও পক্ষীগণের কূজন শ্রবণ করিতেন, কখনও শ্যামল ও স্নিগ্ধ পত্রাবলি শোভিত পল্লবরাজির নিম্নে উপবেশন করিয়া এবং তাহাদিগকে গাঢ় প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া চিত্তের কঠোরতা বিনাশ করিতেন। কোন দিন বা বেড়াইতে বেড়াইতে বহুদূর চলিয়া যাইতেন। কখনওবা অতি উন্নত পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া চারিদিকের দৃশ্যাবলী নিরীক্ষণ করিতে করিতে এক অতি অনির্ব্বচনীয় সুখসাগরে ভাসিয়া যাইতেন। এইরূপে বিদ্যালয় খুলিবার পূর্ব্বে জেম্‌স চারিদিকে প্রায় দুই ক্রোশ ব্যাপী ভূখণ্ড, গ[illegible] অরণ্য

ও পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া তন্ন তন্ন করিয় দেখিয়া বেড়াইলেন।

বিদ্যালয় আরম্ভ হইলে জেম্‌স অতীব উৎসাহের সহিত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বত্র যেরূপ এখানেও সেইরূপ তাঁহার গভীর বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিশেষতঃ লিপিচাতুর্য্যে যুক্তি ও তর্কে তাহার মত অসাধারণ ক্ষমতা আর সে বিদ্যালয়ে কাহারও দেখা গেল না।

এই কালেজের নামে একখানি ত্রৈমাসিক সংবাদপত্র ও সমালোচনী ছিল। জেম্‌স তাহাতে নানা বিষয় লিখিতে লাগিলেন।

পরবর্ত্তী শীতকালের বন্ধে জেম্‌স আবার যে স্থানে শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন সে স্থানে শিষ্যসম্প্রদায়ের একটী উপাসনালয় ছিল। তিনি এখানে শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ে নানা প্রকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার কথা ও তাঁহার উপদেশে সকলে অত্যন্ত উপকৃত হইতে লাগিল। এমন কি, এখানে সকলে বলিতে লাগিল যে, জেম্‌স ধর্ম্মযাজকের পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

এই স্থানে অবস্থিতি কালের মধ্যে জেম্‌স অতি

গুরুতর সমস্যায় পড়িলেন। এখনও তাঁহার উপাধিলাভ করা হয় নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও তাহার পাণ্ডিত্য, তাঁহার বিদ্যাবত্তা এস্থানে চারিদিকে এমন প্রচার হইয়া পড়িল যে, স্থানীয় একটী উচ্চ বিদ্যালয়ের জনৈক কর্ত্তৃপক্ষ একদিন তাঁহার নিকট আসিয়া মাসিক একশত ডলার বেতনের একটী শিক্ষকতা প্রদান করিতে চাহিলেন। জেম্‌সের পক্ষে একটু মুস্কিল উপস্থিত হইল। কিন্তু বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে এ বিষয় ভাবিতে হইল না।

হায়রম বিদ্যালয়ের ঋণ তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগিতেছিল। তাঁহার প্রাণগত ইচ্ছা, যদি শিক্ষকতা করিতে হয় তবে অল্প বেতনে হয় সেও ভাল তথাপি হায়রম বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে তিনি উক্ত কর্ত্তৃপক্ষকে এই মর্ম্মে উত্তর দিলেন যে, উপাধি লাভ না করিয়া তিনি কোন কার্য্যে স্থায়ীভাবে যোগ দিতে সমর্থ হইবেন না, এবং যদি শিক্ষকতা বৃত্তিই অবলম্বন করেন, তাহা হইলে হায়রম বিদ্যালয়েরই তাঁহার উপর সর্ব্বপ্রথম দাবী থাকিবে। এই জন্য তিনি তাঁহার এই অযাচিত অনুগ্রহ গ্রহণে অসমর্থ হইলেন।

উক্ত ভদ্র লোক জেম্‌সকে উল্লিখিত শিক্ষকের পদ

গ্রহণ করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু জেম্‌স কোন প্রকারেই তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি আপনাকে হায়রম বিদ্যালয়ের নিকট এমনই কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ মনে করিতেন যে, অর্থের লোভ তাহার কাছে পরাস্ত হইল।

জেম্‌সের এখনকার আর্থিক অবস্থা যে ভাল ছিল তাহাও নহে; সুতরাং তাঁহার পক্ষে এই অবস্থায় এমন একটী আয়ের পথ পরিত্যাগ করা বড় সহজ কথা নহে। কালেজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর টমাস কতক অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে তাঁহার অবস্থা এত খারাপ হইয়া পড়িল যে, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তিনি এখন আর অর্থ সাহায্য করিতে পারিলেন না।

একেত এইরূপ অর্থকৃচ্ছ্রতা, তাহাতে আবার জেম্‌সের পরিধেয় বস্ত্র এমনই জীর্ণ হইয়াছিল যে, তাহা পরিবর্ত্তন না করিলে আর চলে না। একটী সুট বই জেম্‌সের এখনও দুই সুট বস্ত্র হয় নাই। একই প্রস্থ বস্ত্র সর্ব্বদা পরিয়া থাকিতেন। জেম্‌সের জনৈক বন্ধু এই অবস্থায় উক্ত স্থানের একজন দর্জ্জির নিকট তাঁহার সমস্ত বিবরণ জানাইয়া ধারে একপ্রস্থ পোষাক দিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, "এই যুবক কালে

আপনার সমস্ত দেনা কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করিবে, তাহাতে কোন আশঙ্কা নাই।” দর্জ্জি সাহেব তাহাতে সম্মত হইয়া জেম্‌সের পছন্দমত এক প্রস্থ পোষাক দিয়া জেম্‌সকে বলিল, “আপনার যখন সুবিধা হইবে আমাকে টাকা দিবেন। নিশ্চিন্ত হইয়া আপনি লেখা পড়া করুন। আমাকে টাকা দিবার জন্য ভাবিবেন না। আপনার সমস্ত আবশ্যকীয় ব্যয় বাদে যখন হাতে কিছু বেশী টাকা থাকিবে, সে টাকার অন্য প্রয়োজন না থাকিলে আমাকে দিবেন।” জেম্‌স কিন্তু কালেজে আসিয়া অচিরে এই ঋণ পরিশোধ করিয়া ফেলিলেন।

কালেজে প্রত্যাগমন করিয়া দর্জ্জির ঋণ পরিশোধ করিলেন বটে, কিন্তু তখনও তাঁহার অর্থকষ্ট যায় নাই। বিদ্যালয়ের পাঠ অভ্যাস করিয়া যতটুকু সময় পাইতেন কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা সেই সময়ে যত পারিতেন অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার কুলান হইত না—ক্রমেই ঋণ অধিক হইতে লাগিল। তখন জেম্‌স সেই পূর্ব্ববর্ণিত চিকিৎসক রবিন্‌সন সাহেবের নিকটে কিছু টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। উক্ত মহোদয় জেম্‌সের পত্র পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

এইরূপে কালেজের প্রথম বর্ষ শেষ হইল। জেম্‌স পুনরায় জননীর নিকট উপস্থিত হইলেন। জননী তখন আপন কন্যা মেহেতাবেলের আলয়ে বাস করিতে-ছিলেন। জেম্‌সের ধর্ম্মভাব দেখিয়া জননী এলীজার অন্তর আনন্দে উথলিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার পুত্র যে সংসারের অপর কার্য্যে রত না হইয়া ভগবানের নাম প্রচার ব্রতে ব্রতী হইবেন, তাঁহার মনে এখন ক্রমেই এই আশা বলবতী হইতে লাগিল।

কিছুদিন মাতার নিকট বাস করিয়া জেম্‌স আবার কালেজে গমন করিলেন। এখানেও ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে খুব আন্দোলন হইতে লাগিল। জেম্‌স এখানে দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে একদিন একটী অগ্নিময়ী বক্তৃতা করিলেন। তিনি সকলকে স্তম্ভিত করিয়া বলিলেন, "মৃত্যুর সহিত সখ্যতা! নরকের সহিত মিত্রতা! নিশ্চয়ই এই দাসত্ব প্রথার সমর্থনকারীগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেন। পদদলিত ও নির্যাত, আর্ত্ত ও দুঃখী দাসগণের হৃদয়ভেদী ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে! এই ক্রন্দন ধ্বনি রাজরাজের সিংহাসনকে বিকম্পিত করিতেছে—তাঁহার কোপাগ্নি জ্বলিয়া উঠিতে আর অধিক বিলম্ব নাই! এদারুণ অত্যাচারের প্রতিশোধ

ভয়ানক হইবে। পরমেশ্বরের রাজ্যে এমন অত্যাচার বহুকাল রাজত্ব করিতে পারিবে না—অচিরে তাঁহার রুদ্র মূর্ত্তি, ভয়ঙ্করবেগে বজ্র নিক্ষেপ দ্বারা, এই পুরাতন, জীর্ণ, দাসত্ব বৃক্ষকে সমূলে বিনাশ করিবে।”

বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে এই বক্তৃতা হয়। জেম্‌সের অদ্ভুত ক্ষমতা ও বাগ্মীতা দর্শন করিয়া সমাগত জনগণ মহা কোলাহলে দাসত্ব প্রথার সমর্থনকারীগণকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে সকলে জেম্‌সের গুণ ঘোষণা করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, “জেম্‌স্ উইলিয়মস কালেজের গৌরব! আজ তাঁহার জন্য উইলিয়ম্‌স কালেজের মুখ উজ্জ্বল হইল।” এই প্রকারে লোকে তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে এবং দাসত্ব প্রথার ঘোর অত্যাচার ও অনিষ্টকারিতার ব্যাখ্যান করিতে করিতে চলিয়া গেল।

যখন জেম্‌সের নাম চারিদিকে এইরূপে সকলের মুখে প্রশংসার সহিত উচ্চারিত হইতে লাগিল—তখন তিনি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অতিশয় সম্মান ও পারদর্শিতার সহিত উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। কালেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ সকলেই তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তার সাক্ষ্য দিতে লাগিল। কালেজের অধ্যক্ষ

হপ্‌কিন্স সাহেব ১৮৬৪ সালে জেম্‌স গার্‌ফীল্‌ডের ছাত্রাবস্থা সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করেন তাহাতে লিখিয়াছেন, "জেম্‌স একজন নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক লোক। তিনি সকল কার্য্যে সুচতুর, লোকের সহিত ব্যব-হারে সরল, সাহসী ও মিষ্টভাষী। লেখা পড়ায় যেমন মনোযোগী, শারীরিক পরিশ্রমেও তেমনি পটু। জেম্‌স যথার্থ মনুষ্য পদবীর বাচ্য।"

তাঁহার সম্বন্ধে উইলিয়ম্‌স কালেজের অন্যতম সভা-পতি চাদবোর্ণ সাহেব লিখিয়াছেন, "আমার নিকট যে সমুদয় বিদ্যার্থী আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে জেম্‌সের ন্যায় সৎসাহসী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, পরিশ্রমী, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ঈশ্বরপরায়ণ ছাত্র আর দেখি নাই। তাঁহার চরিত্র বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল; অগ্নির মত তেজবিশিষ্ট। সংসারের তাবৎ মঙ্গলজনক কার্য্যে তাঁহার পূর্ণ সহানু-ভূতি ছিল। ফলতঃ আমি তাঁহার মত সর্ব্বাঙ্গীন উন্নত লোক আর একটীও দেখি নাই।"

১৯

অধ্যাপক

হায়রম বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ গার্ফীল্ডকে প্রাচীন ভাষা ও ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। তিনি যখন হায়রমে প্রত্যাগমন করিলেন সকলেই তাঁহাকে অতিশয় সমাদরের সহিত গ্রহণ করিল। তিনিও আনন্দের সহিত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

৯ বৎসর পূর্ব্বে যে জেম্‌স খালে খালে নৌকার গুণ টানিয়া বেড়াইয়াছিল, আজ সেই জেম্‌স এব্রাম গার্ফীলড তিন শতাধিক বালক বালিকায় পূর্ণ একটী বিদ্যালযের অধ্যাপক! এই ৯ বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে কত কঠোর পরিশ্রম ও কত সংগ্রাম করিয়া যে জীবনে জয়লাভ করিতে হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। জগতে অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই এপ্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

গার্ফীল্ড এই সময় তাঁহার একজন বন্ধুকে বলিলেন, "আমার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়াছে। আমি

উপযুক্ত বিদ্যালয়ে, উপযুক্ত অধ্যাপকগণের পদ প্রান্তে বসিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া উপাধি পাইয়াছি এবং এক্ষণে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়াছি। এখন এই বিদ্যা-লয়ের উন্নতি সাধনে শরীর মন নিয়োগ করা ব্যতীত আমার অন্য কোন কার্য্য নাই।

অনেকে যেমন ভাবিয়াছিলেন, জেম্‌স আজীবন ধর্ম্ম-যাজকের কার্য্য করিবেন কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার সে অভিপ্রায় ছিল না; তেমনি রাজনীতি চর্চ্চাও তাঁহার জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি হায়রম বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হইয়া মনের আনন্দে বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে আপনার হৃদয় মনের সমুদয় শক্তি তাহাতে ঢালিয়া দিলেন। তিনি অর্থ লালসায় এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। অন্যত্র গমন করিলে যে বেতন পাইতেন এখানে তাহার অর্দ্ধেক বেতন লইয়া কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাকে বাৎসরিক ১২ শত ডলার বেতনে একটী কালেজের অধ্যাপক হইতে অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া এখানে ৮ শত ডলার বেতনে কার্য্য করিতে স্বীকার করিলেন। হায়রমেই তাঁহার প্রাণের টান ছিল। সুতরাং অধিক

বেতনের লোভ দেখাইয়া কোন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষরাই তাঁহাকে সেস্থান হইতে সরাইতে পারিলেন না।

ইতিপূর্ব্বে উইলিয়ম কালেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে হায়রম বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্যে গারফীল্ডের দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তিনি তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে সেই কার্য্যে উপযুক্ততা লাভ করিয়াছিলেন। এক বৎসরকাল বাস করিতে না করিতেই তিনি শিক্ষক সমিতির সভাপতি পদে নিযুক্ত হইলেন; এবং দ্বিতীয় বর্ষ শেষে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইলেন। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ১১ বৎসর পূর্ব্বে যে ব্যক্তি নৌকার সামান্য মাঝি ছিল, আজ তিনি একটী উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের উচ্চতম পদবীতে আরূঢ়! ইহা ভাবিতেও আনন্দ হয়।

শিক্ষকের কার্য্য অতি গুরুতর। শিক্ষক যে কেবল বেতন লাভ করিয়া আপনার অধীনস্থ ছাত্রবৃন্দকে যথারীতি কিঞ্চিৎ গ্রন্থ পড়াইয়া চলিয়া যাইবেন, গারফীল্ডের সেরূপ মত ছিল না। তিনি বলিতেন যে, যাহাতে দেশ মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হয়, শিক্ষক তাহার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিবেন। যে সকল বালক অথবা যুবক শিক্ষালাভে উদাসীন, অথবা সামান্য দারিদ্র্য-নিবন্ধন

বিদ্যালাভে অমনোযোগী, তাহাদিগকে জ্ঞান উপার্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়া বিদ্যালাভে যত্নবান্ করা শিক্ষকের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তাই তিনি হায়রমে আগমন করিয়া একটী উৎকৃষ্ট ও পবিত্র ব্রতে ব্রতী হইলেন।

যে সকল বালকের মেধা ছিল; যাহারা লেখা- পড়া শিখিলে খুব ভাল শিক্ষিত লোক হইতে পারে, গার্ফীল্ড দেখিলেন এইরূপ অনেক যুবক জীবনের ঠিক্ সরল পথ ধরিতে না পারিয়া, আপনাদের ক্ষমতা বৃথা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। তিনি নিজে নাকি এইরূপ বিপথে পড়িয়া অনেককাল পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন এবং অনেক সময় নষ্ট করিয়াছিলেন, তাই অপর যুবকগণের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি নানা প্রকার তর্ক যুক্তির দ্বারা তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিতেন। আবার কখনও বা তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক পিতা মাতার নিকট হইতে ধরিয়া আনিতেন। যে সকল পিতা সন্তানকে বিদ্যালয়ে পড়িতে দিবার বিরোধী হইতেন, তিনি তাহাদিগের সহিত তর্ক যুক্তির সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক সময় তাহাদিগের উপর জয়লাভ করিতেন। গার্ফীল্ড এই-

রূপে যে সকল বালককে ধরিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই দেশ মধ্যে বিদ্বান বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। হায়রম বিদ্যালয়ের পরবর্ত্তী অধ্যক্ষগণের মধ্যে তাঁহার ধৃত একজন ছাত্র ছিলেন।

গারফীল্ড বলিতেন, "প্রত্যেক যুবাপুরুষের জীবনে এমন এক একটী সময় উপস্থিত হয়—যখন একটুর জন্য সে হয় ভাল পথে, না হয় চিরকালের জন্য অসৎপথে চলিয়া যায়। এইটী বড় সমস্যার সময়। যদি সৌভাগ্যক্রমে তাহারা এই সময় একবার কোন প্রকারে কাহারও উপদেশ বা দৃষ্টান্ত দ্বারা সুপথ পাইতে পারে, তাহা হইলে তাহারা চিরকালের জন্য ভাল হইয়া যায়। আর তাহা না হইয়া যদি কুপরামর্শ বা কুসঙ্গে একবার পড়িয়া যায় তাহা হইলে চিরদিনের জন্য তাহাদের আর কোন আশা থাকে না—ভয়ঙ্কর বিপথে পড়িয়া মহাকষ্টে কালাতিপাত করে। এই সময়ে তাহাদের নিজের প্রতি কিছুমাত্র বিশ্বাস থাকে না—তাহাদের কোন বিষয়েই স্থিরতা থাকে না। হয়ত আবার ইহার উপর পিতা মাতা দরিদ্র; সুতরাং তাহাদের মতে পুত্রের লেখা পড়া যত অল্পই হউক না কেন, তাহাদের অর্থাভাব নিবন্ধন সেই টুকুই যথেষ্ট। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের অপেক্ষা

তাঁহাদের সন্তান অধিক লেখা পড়া শিখিয়াছে। এই বলিয়া তাঁহারা আপন সন্তানকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লইতে ইচ্ছা করেন। কখনও কখনও সন্তানদিগের কালেজের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া গেলে পিতা মাতা তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের পথ বাহির করিবার জন্য অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়েন। তাঁহারা অনেক সময় আপন সন্তানদিগকে নানা প্রকার নিরুৎসাহের কথা বলিয়া অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলেন। সন্তান হয়ত তাঁহাদের মুখে এই সকল কথা না শুনিলে স্বচ্ছন্দে আপনার ক্ষমতা অনুসারে, আপনার তেজের সহিত চলিতে পারিত, কিন্তু পিতা মাতার মুখে তাদৃশ কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত ও আপনার শক্তি সামর্থ্যের উপর অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়া পড়ে। আমি আমার নিজ জীবনের এই প্রকার সন্ধিস্থলের কথা যখন স্মরণ করি তখন আমার মনে আমার অবস্থাপন্ন যুবকগণের জন্য প্রাণের মর্ম্মস্থলে দারুণ ব্যথা উপস্থিত হয়।

"একদিন একটী যুবক গ্রীষ্মাবকাশের বন্ধের দিবস পাঠাগারে আমার নিকট বিদায় লইতে আসিল। যুবা পুরুষটী আমার নিকট বিদায় লইয়াও সেস্থানে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি তাহার এই প্রকার

অসঙ্গত ভাব দেখিয়া, কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে বলিলাম, 'হেনরী তুমি আবার স্কুল খুলিলেই আসিতেছ ?' আমি যে কোন প্রকার সন্দেহ করিয়া এই কথাটী বলিয়াছিলাম তাহা নয়। কেবল একটা কথা বলিবার অভিপ্রায়ে ও কথাটী বলিয়াছিলাম। কিন্তু আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবামাত্র যাহা দেখিলাম তাহা অত্যন্ত ক্লেশকর। যুবকের চক্ষুদ্বয় অশ্রুপরিপূর্ণ হইল এবং ক্রন্দনের আবেগে তাহার সমুদয় শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'না মহাশয় আমার আর হাযরমে আসা হইবে না। বাবা বলিতেছেন, আমার লেখা পড়া যাহা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট। তিনি এখন আমাকে ক্ষেত্রে চাষের কায করিতে বলিতেছেন। তিনি বলেন, চাষার ছেলের লেখা পড়া বেশী শিখিবার আবশ্যক নাই।'

"বালকের কথা শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত ক্লেশ হইতে লাগিল। আমি জানিতাম এই বালকটী অতিশয় বুদ্ধিমান্—লেখা পড়া শিখিলে নিশ্চয়ই সে একজন মানুষের মত মানুষ হইতে পারিবে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার পিতা এখানে আছেন ?'

"বালক আবও কাঁদিয়া বলিল, 'তিনি এখানে আছেন, আমাব সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া যাইবাব আয়োজন কবিতেছেন। আমাকে আব আসিতে দিবেন না।'

"আমি বলিলাম, 'তুমি অত ভাবিও না, তাঁহাকে বল যে গাব্ফীল্ড সাহেব আপনাকে তাঁহার পাঠাগাবে যাইয়া সাক্ষাৎ কবিতে অনুবোধ কবিয়াছেন। তিনি যেন হাযবম পবিত্যাগ কবিবাব পূর্ব্বে আমাব সঙ্গে অবশ্য দেখা কবেন। আমি তোমাব বিষয় তাঁহাকে কিছু বলিব, একথা বলিও না। শুদ্ধ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব এই কথা বলিও।'

"আধ ঘণ্টাব মধ্যেই উক্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী আমাব ঘবের ভিতব আসিযা বসিলেন। লোকটী সভ্য সমাজেব ধবণ জানিত না, মোটামুটী চাষাব মত তাহাব চাল চলন দেখিলাম। আমি ইতিপূর্ব্বে ইহাব বিষয় কিছু কিছু জানিতাম; এই জন্য কোন্ দিক দিযা, কেমন কবিয়া বলিলে বেশী ফল হইতে পাবে তাহা আমি বুঝিয়া লইলাম। সুতবাং এদিক ওদিক না কবিযা একবাবেই স্পষ্ট কথা বলিলাম। বলিলাম, 'আপনি তবে হেনবীকে বাড়ী নিয়ে যাবাব জন্যই এসেছেন—না?' বৃদ্ধ বলিলেন, 'হাঁ'। তার পর আমি বলিলাম, 'হেনবীর

সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলা আবশ্যক হইয়াছে। হেনরী স্কুল খুলিলে আবার আস্‌বে ত?'

"বৃদ্ধ চাষা আপনার অভিজ্ঞতা, অতি পরিষ্কার ভাষায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, 'না আমার ত বোধ হয় না। তাহাকে পুনরায় বিদ্যালয়ে পাঠাইবার আমার আর আশা নাই। এর মধ্যেই সে যে শিক্ষা পেয়েছে একজন চাষার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। আমি দেখছি যে চাষার ছেলে বেশী লেখা পড়া শিখিলেই কুঁড়ে হয়ে পড়ে। আপনাদের শিক্ষিত চাষাগুলি সকলেই এক একটী গণ্ডমূর্খ—চাষের কায কিছুই বুঝে না। হেনরীকে যে এত দিন স্কুলে রাখা হয়েছে তাতেই অনিষ্ট হবে'। কেননা সে চাষের কায চেয়ে লেখা পড়াতেই বেশী মন দেবে—কেবল বই নিয়েই থাকবে। পৃথিবীর সকল লোকেই চাষার উপর নির্ভর করিতেছে এবং আমি দেখছি যে, আজ কাল শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাষাদের পোষ্য বাড়িতেছে।'

"আমি বলিলাম, 'আপনার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার কষ্ট হইতেছে। আমি হেনরীকে খুব ভাল ছাত্র বলিয়া জানি। হেনরীকে যদি আপনি বন্ধের পর পাঠা-

ইয়া দেন তাহা হইলে সে এতদূর লেখা পড়া শিখিতে পারিবে যে, তখন পাঠশালা খুলিয়া উপার্জ্জন করিতে পারিবে এবং তদ্দ্বারা নিজের ব্যয় ও আপনার ব্যয়ও কিছু কিছু চালাইতে পারিবে। চাষ করিয়া সে যে বড় আপনার বেশী উপায় করিতে পারিবে, আমার বোধ হয় না। কিন্তু শিক্ষকতা করিয়া বেশ দুটাকা আনিতে পারিবে। এটা আপনার কেমন লাগে ?'

"আমার পরামর্শ তাঁহার নিকট নূতন ও সৎ বলিয়া বোধ হইল। বৃদ্ধ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বেশ বলেছেন। সে আগামী শীতের ছুটীর সময় পাঠশালা চালাতে পারিবে কি ? আমি বলিলাম, 'হাঁ নিশ্চয়ই।' বৃদ্ধ তখন সম্মত হইলেন। হেনরীকে আবার ছুটীর পর স্কুলে পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া গেলেন। আমি জানিতাম যে, অর্থাভাব নিবন্ধনই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী আপন পুত্রকে স্কুল ছাড়াইয়া লইতেছিলেন। সুতরাং আমি যখন তাঁহাকে অর্থ লাভের পথ দেখাইয়া দিলাম, সরল চাষার তখন আর কোনও আপত্তি থাকিল না। আর ইহাও অতি সত্য যে অনেক শিক্ষিত লোক 'চাষ চাষার কায, শিক্ষিতের কায নয়', এই বলিয়া উপেক্ষা করেন। যাহা

হউক, হেনরী আবার বিদ্যালয়ে আসিল এবং যথা সময়ে উপাধি লাভ করিল।”

গার্‌ফীল্‌ড আর একটী যুবকের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “অন্য একটি যুবককে যে প্রকারে শিকার করিয়াছিলাম সে এক স্বতন্ত্র ব্যাপার। এই যুবকটীও যে অর্থাভাব নিবন্ধন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, আমি তাহা বেশ জানিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু ইহার পিতা পূর্ব্ববর্ণিত চাষার মত ছিল না। ইহাঁর সঙ্গে খুব সাবধানে চলিতে হইল। ইনি খুব ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। আমি ভাবিলাম তাঁহাকে ধর্ম্মের দিক দিয়াই ধরিতে হইবে। উক্ত যুবক আমাকে অতি কাতরভাবে জানাইয়াছিল যে, অর্থাভাব নিবন্ধন তাহার পিতা তাহাকে বিদ্যালয়ে পড়াইতে অসমর্থ ও অনিচ্ছুক। সুতরাং তাহার ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে লেখা পড়া শিখিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া চাষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; এই জন্য সে বিদ্যালয়ে আসিতে পারিবে না। এই মর্ম্মে আমাকে একখানি পত্র লিখিয়া তাহাতে অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিল। আমি এই পত্র খানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। আমি একটী দিন স্থির করিয়া তাহাকে সংবাদ দিলাম। পরে উক্ত দিবসে

তাহাদের বাসস্থানে গমন করিয়া তাহার পিতার সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আলোচনার ফল ভাল হইল। পিতা বালককে আবার বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতে সম্মত হইলেন।” তার পর এই বালক উপাধি লাভ করিয়া বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াছিল।

গারফীল্‌ডের আশ্চর্য্য শক্তি ছিল। তিনি কখনও বালকদিগকে আপনার প্রতি অনুরক্ত করিতে অসমর্থ হইতেন না। বালকেরা স্বভাবতঃই তাঁহার অসাধারণ শক্তির প্রভাবে তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইত। তিনি যদি কোনও বালককে মিষ্ট করিয়া একটী কথা বলিতেন তাহা হইলেই সে কত সুখী হইত। ফলতঃ তদীয় ছাত্রগণ তাঁহার প্রতি এতাদৃশ অনুরক্ত হইয়াছিল যে, অপর কোন শিক্ষকের প্রতি বালকগণের সচরাচর তাদৃশ অনুরাগ দেখা যায় না। তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫ পাঁচ বৎসর কাল হায়রম বিদ্যালয়ে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাহার ভিতর তদীয় চরিত্রের অশেষ সদ্‌গুণ প্রকাশ পাইয়াছিল। অপরাপর শিক্ষক ও ছাত্রগণ তাঁহার মহত্ত্ব, ও তাঁহার প্রেমের প্রভাবে তদীয় গুণের পক্ষপাতী হইয়াছিল।

তিনি নির্দ্দিষ্ট পুস্তক ব্যতীত আপন ছাত্রগণের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য তাহাদিগকে নানা প্রকার উত্তম উত্তম গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা করাইতেন। তাহাদিগকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদা সদুপদেশ দিতেন। যে সকল দরিদ্র ছাত্র শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যাধ্যয়ন করিতে আসিত, তিনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই উৎসাহিত করিতেন। 'সদাচরণ,' 'জীবনে জয়লাভ' ও 'জীবনের সন্ধিস্থল' ইত্যাদি বিষয়ে তাহাদিগকে বহু উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি একবার জীবনের সন্ধিস্থল বিষয়ে উপদেশ প্রদান কালে একটী সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী কথা বলিয়াছিলেন।

তিনি বলিয়াছিলেন, "আমাদের এই জেলার জজ সাহেবের বিচারালয়ের ছাদের মধ্যস্থল সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও দুই পার্শ্ব ক্রমনিম্ন। ছাদটীর গঠন এইরূপ যে, এক দিকের এক বিন্দু জলও অপর দিকে যায় না। দুই দিকের দুই ভাগ জল আবার ভূমিতে পড়িয়াও দুই ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া যায়। ছাদের উত্তর পার্শ্বের জল উত্তর দিকে পড়িয়া সেণ্টলরেন্স উপসাগরে গিয়া পড়ে এবং অপর পার্শ্বের জল অপর দিক বহিয়া দক্ষিণ প্রদেশের মেক্সিকো উপসাগরে গিয়া পড়ে। সুতরাং

ছাদের মধ্যস্থলে এক বিন্দু জলও যদি ঐ উচ্চ রেখার উপর পড়ে, তাহা হইলে সেই জল বিন্দুকে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই বিপরীত দিকে বহু দূরে দূরে গিয়া পড়িতে হয়। এইরূপে একটু ঈষৎ বায়ুর হিল্লোলে অথবা একটী পক্ষীর পক্ষপুট তাড়নায় এক বিন্দু জলের পরিণাম নির্ভর করিতেছে। কেননা একটু ঈষৎ বায়ুর প্রকম্পনে রেখার এপার্শ্ব কিম্বা ও পার্শ্বে একবার পতিত হইলে আর রক্ষা নাই। কোথায় বহুদূরে গড়াইয়া গিয়া পড়িতে হইবে। কোথায় উত্তর দিকে মেক্সিকো উপসাগর, আর কোথায় দক্ষিণে বহু দূরে সেন্টলরেন্স উপসাগর।

একটু সামান্য বায়ুর সঞ্চালনের উপর যেমন ঐ জল বিন্দুর পরিণাম নির্ভর করে, সেইরূপ, হে যুবা বন্ধুগণ! অনেক সময় একটী অতি সামান্য ক্ষুদ্র ঘটনা ও অবস্থার উপর—একটী অতি ক্ষুদ্র বিষয়ের মীমাংসার উপর তোমাদের জীবনের পরিণাম নির্ভর করে। এই ঘটনা ও অবস্থা একখানি পুস্তক, একটী সঙ্গী, একটী ভাব, একটী সংকল্প—কিম্বা কোন মুহূর্ত্তের একটু সামান্য কৌতুকজনক ব্যাপারও হইতে পারে।”[৪]

গারফীল্ড এই কালেজের অধ্যক্ষ হইয়া ছাত্রদিগের নিকট অনেক সময় উৎকৃষ্ট সারগর্ভ বিষয়ের বক্তৃতা

করিতেন। তাহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন এবং ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল তাহাদিকে অবগত করাইতেন। ছাত্রদিগকে লইয়া ধর্ম্মসঙ্গীত ও ঈশ্বরোপাসনায় অনেক সময় যাপন করিতেন। এই সকল কারণে ছাত্রগণও তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মান প্রদান করিত। তাহারা বয়সে যতই বড় হউক না কেন, সকলের সঙ্গেই ছোট বালকের মত আমোদ আহ্লাদ করিতেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর তিনি পূর্ব্ববর্ণিত কুমারী রডলফকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সহধর্ম্মিনী রডলফের সাহায্যে গারফীল্ড আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত গুরুতর শ্রমসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বহু দূরে দূরে গমন করিয়া রবিবারে এবং অন্য ছুটীর দিনে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের সহায়তা করিতেন।

একদিকে গারফীল্ডের প্রকৃতি বালকের মত সরল হইলেও অপর দিকে তাহার খুব রাস ভারি ছিল। এখানকার কালেজে মধ্যে মধ্যে মেলা হইত। তাহাতে চারিদিক হইতে প্রায় দশ সহস্র লোক সমবেত হইত। এই সকল লোকের মধ্যে আবার অনেক পালোয়ান ও মাতাল লোক থাকিত। এই সকল লোক রঙ্গ ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে অত্যন্ত

বিরক্ত করিত। কিন্তু গার্ফীল্ডের একটী অঙ্গুলির নির্দ্দেশ অথবা একটু হস্ত পবিচালনে মহা গোলযোগ থামিয়া যাইত, সেই সকল দুর্দ্দান্ত লোকেবা দূরে সরিয়া যাইত।

গার্ফীল্ড ছোট ছোট বিষয় ও ছোট ছোট ব্যাপাব গুলিও তন্ন তন্ন কবিয়া অবলোকন করিতেন, এবং ছাত্রদিগকে সেই সকল বিষয় দর্শন করিবাব জন্য শিক্ষা দিতেন। তিনি পড়াইতে পড়াইতে কোন কোন দিন হয়ত আপন ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা কবিতেন, "নীচের তালায় কয়টা থাম আছে? দ্বাবে কযটা প্যাপস আছে? ঘরে কয়টা জানালা আছে? সম্মুখেব ময়দানে কয়টা গাছ আছে?" এই প্রকাব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিয়া তাহাদিগকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। পথে যাইতে যাইতে নানা প্রকার সামগ্রী অবলোকন ও পবীক্ষা কবিয়া যাইতেন। আবাব যখন যে বিষয়টী দেখিতেন তখন সেটী উত্তমরূপে না বুঝিয়া ছাড়িতেন না। এইরূপে তিনি বালকগণকে বস্তু ও বিষয় দর্শন করিতে শিক্ষা দিতেন।

জেম্স এব্রাম গার্ফীলড় ছাত্রগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা অনেকটা বলা হইয়াছে। তিনি

যখন কোনও বালককে তিরস্কার অথবা প্রশংসা করিতেন, প্রায়ই একটী হাত বাড়াইয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিতেন এবং আপনার কাছে টানিয়া আনিয়া মিষ্টভাবে তাঁহার দোষ অথবা গুণের কথা বলিতেন।

তিনি যেমন ঘণ্টা বাজাইবার কায ও গৃহ সম্মার্জ্জনের কায করিয়া লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার অধ্যক্ষতাকালে আর এক ব্যক্তি দ্বাররবানের কায করিয়া লেখা পড়া শিখিতেছিলেন। তিনি এক্ষণে একজন ধর্ম্মযাজক হইয়াছেন। পাছে তিনি সামান্য কায করিতেন বলিয়া আপনাকে হীন মনে করেন, এজন্য মহাত্মা গারফীল্‌ড সময়ে সময়ে কোন কাযের কথা লইয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন; এবং এইরূপে তাঁহার অন্তরে আত্মসম্মানের ভাব রোপণ করিয়া দিতেন।

২০

উচ্চতম সোপান

হারম বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেই গার্‌ফীল্‌ডের প্রাণগত বাসনা ছিল। অধ্যাপনা ও ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া জীবন যাপন করি-

বেন, গারফীল্ডের ইহাই কামনা ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনে জীবন নিক্ষেপ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলে কি হয়, লোকে তাহা শুনিল না। তাঁহার স্বদেশবাসী প্রধান প্রধান লোকেরা তাঁহাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি যদি প্রতিভাশালী লোক হইয়াও রাজনীতি বিষয়ে উদাসীন থাকেন তাহা হইলে দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতি হইবে। এইরূপে তিনি তাঁহাদের অনুরোধে রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে একটী প্রবল শক্তিশালী দল প্রস্তুত হইতেছিল, তিনি তাহাদের হইয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন কি, এই অভিপ্রায়ে তিনি স্কুলের কার্য্য শেষ করিয়া সন্ধ্যার সময় গৃহ হইতে বাহির হইতেন, তিন চারি কিম্বা পাঁচ ক্রোশ দূরে গমন করিয়া বক্তৃতা করিতেন এবং সেই দিনই আবার ফিরিয়া আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে এই সকল সময়ে একটী না একটী ছাত্র থাকিত। তিনি পথে যাইতে যাইতে নানা প্রকার জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতেন এবং ছাত্র তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার লাভ করিত।

আল্‌ফন্‌সো হার্ট নামক এক ব্যক্তি দাসত্ব প্রথা সমর্থন করিয়া হাররমে একটী বক্তৃতা করিল। গার্‌-ফীল্‌ড এবং তাঁহার দলের অনেক লোক সেই বক্তৃতা স্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা গার্‌ফীল্‌ডকে তৎক্ষণাৎ সেই বক্তৃতার উত্তর প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। গার্‌-ফীল্‌ডও বক্তৃতা শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্ম ব্যথিত হইয়াছি-লেন, সুতরাং তিনিও এই বক্তৃতার বিরুদ্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি আজ এমন এক সুযুক্তিপূর্ণ অগ্নিময় বক্তৃতা করিলেন যে, তদ্দ্বারা বিরোধী বক্তার সমস্ত যুক্তি তর্ক ও ভ্রান্ত মত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া উড়িয়া গেল। অথচ বক্তৃতার ভিতর একটুও গালাগালি কি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পাইল না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে একদিন আল্‌ফন্‌সোর সহিত দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে তর্ক করিতে অতিশয় অনুরোধ করিল।

দিন স্থির হইল। দলে দলে লোক তর্কস্থলে উপ-স্থিত হইল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে গার্‌ফীল্‌ড তাঁহার প্রতি-দ্বন্দ্বীর সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। তর্কে আল্‌ফনসো সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল। দাসত্ব প্রথা যে অন্যায় নহে, তাহা তিনি প্রমাণ করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বোক্ত

বক্তৃতা ও এই তর্কশক্তি দেখিয়া লোকে গার্ফীল্ডের প্রতি নিরতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা তাঁহাকে প্রদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধিরূপে যাইতে অনুরোধ করিলেন।

পর বৎসর তাঁহার জেলার লোকেরা প্রদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাকে তাঁহাদের প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইতে চাহিলেন। তিনি বার বার অস্বীকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার কথা না শুনিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত নির্ব্বন্ধসহকারে অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার হৃদয় হায়রম বিদ্যালয়ে বসিয়া গিয়াছিল, সহস্র অনুরোধেও সে ভাব দূর হইল না। তিনি অবশেষে এই বলিয়া তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন "এই হায়রম বিদ্যালয়ই আমার জীবনের কার্য্যক্ষেত্র। রাজনৈতিক জীবন যাপন করিতে আমার আকাঙ্ক্ষা হয় না। আমি আপনাদের এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না। আমার এই খানেই অন্তরের অনুরাগ রহিয়াছে এবং ইহাই আমার জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য।"

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে উইলিয়মস্ কালেজের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে উক্ত কালেজের উৎসব উপলক্ষে প্রধান বক্তা করিয়া নিমন্ত্রণ করেন। গার্ফীল্ডের পক্ষেই এ সম্মান

শোভা পায়। তিনি তথাকার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া যখন হায়রমে ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন আবার তাঁহার স্বপ্রদেশবাসী প্রধান প্রধান লোকেরা সমবেত হইয়া, তাঁহার নিকট পূর্ব্ব প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে প্রদেশীয় শাসন সমিতির সভ্য হইতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা যে এক জন মাত্র উপযুক্ত লোক পাইয়াছিলেন, তিনি হঠাৎ মারা গিয়াছেন; এখন তাঁহারা আর গার্ফীল্ড ভিন্ন অন্য লোক দেখিতে পাইতেছেন না। গার্ফীল্ড সহজে স্বীকার করিতে চাহিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের নিতান্ত অনুরোধে পড়িয়া এবং হায়রম বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নির্ব্বন্ধাতিশয়প্রযুক্ত উক্ত পদ গ্রহণ করিলেন। অধিকাংশ লোকের মতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রদেশীয় জাতীয় সভার সভ্য মনোনীত হইলেন।

এই সময় অতি ভয়ানক সময়! দাসত্ব প্রথা লইয়া দেশ মধ্যে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ ভাগের সহিত উত্তর ভাগের ঘোরতর সংগ্রাম। দক্ষিণ ভাগ বলিল, "যদি দাসত্ব প্রথা বিরোধীদিগের কোনও লোক প্রেসিডেণ্ট হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই

আমরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব।” উত্তরভাগ ওদিকে দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর। এই ভয়ঙ্কর বিপ্লবের সময় গারফীলড় ৩০ বৎসর বয়সে প্রদেশীয় সভায় প্রবেশ করিলেন। সভাতে আরও দুই জন সভ্যের সঙ্গে এক মত হইয়া তিনি দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন; এবং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইলেও তাঁহারা দেশের ও অসহায় নরনারীর কল্যাণ কামনায় তাহাতে জীবন আহুতি প্রদান করিবেন, অতি গোপনে এবং নির্জ্জনে এই ভীষণ সংকল্প করিলেন।

যুক্তরাজ্যের জাতীয় মহা সমিতিতে এবার মহাত্মা লিঙ্কলন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন। দাসত্ব প্রথার বিরোধীদিগের জয় হইল। লিঙ্কলন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন, দাসত্ব প্রথা আর দাঁড়াইতে পারিল না। “স্বদেশ হইতে এই মহা অনিষ্টকারী ভয়ঙ্কর পাপ সমূলে উৎপাটিত না করিয়া আর নিশ্চিন্ত হইব না,” তিনি এই বিষম সংকল্প ঘোষণা করিলেন। সমস্ত ক্রীত দাস ও ক্রীত দাসীগণকে স্বাধীন করিতে হইবে, হৃদয়ে এই পবিত্র ব্রত লইয়া তিনি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট হইলেন। দক্ষিণ রাজ্য গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। রাজদ্রোহ অনিবার্য্য হইয়া পড়িল।

এক্ষণে গার্ফীল্ডের পক্ষে মহা সঙ্কট উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "ওহিও কি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবে?" এই প্রশ্ন লইয়া গার্ফীল্ড আহার নিদ্রা পরিহার করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। গভীর রজনী পর্য্যন্ত এই সকল প্রশ্ন লইয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে তিনি ইহাই স্থির করিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট যেদিকে মত দিবেন তাঁহার ওহিও প্রদেশও সেইদিকে মত দিবে। এই স্থির করিয়া তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁহার দৃঢ় ও দুর্জ্জয় বিদ্বেষ ছিল। কোনও প্রকার বন্দোবস্তে তিনি রাজি ছিলেন না। গবর্ণমেণ্ট দাস প্রভুগণের সহিত সদ্ভাব রক্ষার জন্য একটা মাঝামাঝি আইন করিতে চাহিলেন। গার্ফীল্ড এবং আরও ৬ জন সভ্য এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিমত লিপিবদ্ধ করিলেন। গার্ফীল্ড বলিলেন, "আমার বাহুদ্বয় যতদিন অসি ধারণে সক্ষম থাকিবে, ততদিন আমি এমন কোনও ব্যবস্থায় সম্মত হইব না, যদ্দারা প্রকৃত পক্ষে দাসগণের স্বাধীনতা হরণ করা হয় এবং প্রভুগণের তাহাদের উপর ক্ষমতা অক্ষুন্ন থাকে।"

আর বেশী দিন বিলম্ব করিতে হইল না। শত্রু-গণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্থিত হইল। ধর্ম্মাত্মা লিঙ্কলন এক্ষণে যুক্তরাজ্যের শাসন কর্ত্তা। তাঁহার সংকল্প গবর্ণ-মেণ্ট অগ্রে অস্ত্রধারণ করিবেন না। তাঁহার সংকল্পই বজায় রহিল। বিদ্রোহী দাস প্রভুগণই অগ্রে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। যখন এই সংবাদ প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কলনের নিকট আসিল, তখন তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে ৭৫০০০ সৈন্য চাহিলেন। এই আদেশ ওহিও সভায় আসিবামাত্র মহাবীর গারফীল্ড মহা উৎসাহে সকলের সমক্ষে তাহা পাঠ করিলেন। বহু সংখ্যক লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। সকলে অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দের সহিত প্রেসিডেণ্টের আদেশের পক্ষ সমর্থন করিলেন। ওহিও সভার সভ্যগণ সকলের সম্মতিক্রমে ২০০০০ সৈন্য ও ত্রিশ লক্ষ ডলার যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রদান করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

চারিদিকে যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হইল। গারফীল্ড প্রথমতঃ অজ্ঞতাপ্রযুক্ত সৈন্য পরিচালনের ভার লইতে ইচ্ছুক হন নাই। কিন্তু অবশেষে সকলে

অনুবোধ করাতে তিনি আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি সৈন্য বিভাগে পরিচালকের ভার লইয়া খুব বীরত্ব ও উৎসাহের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্ব জীবনে আমরা যেমন উৎসাহ ও কর্ম্মশীলতা দেখিয়াছি, সেইরূপ এখানেও তিনি অতি নিম্ন পদ হইতে অবশেষে উচ্চ পদে উন্নীত হইলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি হায়রম বিদ্যালয়ে কার্য্য করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছিলেন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ওহিওবাসীরা তাঁহাকে যুক্তরাজ্যের জাতীয় মহাসমিতিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইল। সুতরাং তিনি সামরিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কলনের ইচ্ছামত কংগ্রেসের সভ্যপদ গ্রহণ করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি অর্থসম্বন্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, কংগ্রেসে সমর কৌশলাভিজ্ঞ সভ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল।

এপর্য্যন্ত হায়রম বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার আগমনের আশা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি আগমন করিতে পারিবেন এমন আশা আর রহিল না।

তিনি ওহিওর ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক যুক্তরাজ্যের উচ্চতম জাতীয় সভার সভ্য মনোনীত হইলেন। গারফীল্‌ডকে যখন প্রথমতঃ এই পদের কথা বলা হইল, তখন তিনি বলিলেন, "আপনাদের যাহা অভিরুচি, বন্ধুগণের মতে যদি ইহা ভাল হয় তবে আমি তাহাতে অসম্মত হইব না।"

বন্ধু বলিলেন, "নির্ব্বাচন সম্মুখে—আপনি নির্ব্বাচন ক্ষেত্র কলম্বস নগরে যান আমরা ইহা ইচ্ছা করি।"

গারফীল্‌ড বলিলেন, "আমি এরূপ প্রণালীতে রাজি নই। আমি উচ্চ পদ লাভের জন্য একটুও চেষ্টা করিতে চাই না। আমি জীবনে খুজিয়া কোনও পদ গ্রহণ করিব না। যদি আবশ্যক হয় জনসাধারণ আমাকে নির্ব্বাচন করিবেন। আমি উপযাচক হইব না।"

বন্ধু বলিলেন, "তাহা ত ঠিক্ কথাই। আমরা আপনাকে কোনও প্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে বলিতেছি না। আপনি কেবল উপস্থিত থাকিবেন। আপনাকে সকলে দেখিতে পায় এবং আপনার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে পারে আমরা কেবল এই টুকু চাই।"

তখন গারফীল্‌ড পরিষ্কার জবাব দিয়া বলিলেন, "না—তাহা হইবে না। আমি সেখানে নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে

উপস্থিত হইলেই লোকে ভাবিবে আমি যোগাড় করিতে আসিয়াছি। একথা মনে করিতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়। আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, আমি কোন মতেই কুলশ্বাসে যাইব না।”

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রত্যক ষ্টেটের ব্যবস্থাপক সভা হইতে দুই জন করিয়া উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচিত হইয়া একটী সমিতি গঠিত হয়। ইঁহাদের উপরেই প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিবার ভার ছিল। প্রেসিডেণ্ট রাজ্যের সমুদয় বিভাগের কর্ত্তা। তিনি চারি বৎসরের জন্য মনোনীত হইয়া থাকেন। গার্ফীলড অদ্য সর্ব্বপ্রধান জাতীয় সমিতির সভ্য পদ পাইতে চলিলেন। ইহার উপরেই প্রেসিডেণ্টের পদ। সুতরাং উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিবার আর বড় বেশী বিলম্ব নাই।

গার্ফীল্ডের নাম শুনিয়া আর আর পদ প্রার্থীগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। তাঁহারা বেশ জানিতেন যে, গার্ফীল্ডের নাম উঠিলে তাঁহাদিকে আর কেহ নির্ব্বাচন করিতে চাহিবে না। গার্ফীল্ড সর্ব্বসাধারণের এতই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সভ্য মনোনীত হইয়া গেলে পর গার্ফীলড

কলম্বাসে গমন করিয়া সভ্য পদ গ্রহণ উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি বলেন, "আমি বিগত ২০ বৎসর হইল রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করিয়াছি; তন্মধ্যে যুক্তরাজ্যের সাধারণ প্রতিনিধি সভায় থাকিয়া আমি একটী কার্য্য করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

"কোন বিষয়ে সকল দিক হয়ত ভাল নাও বুঝিয়া থাকিতে পারি, কিম্বা হয়ত কোন কোন কার্য্য করিয়া ক্ষতিগ্রস্তও হইয়া থাকিতে পারি; কিন্তু তাহা হইলেও আমি বরাবর জীবনে একটী নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছি। সে নীতিটী এই—আমি যাহা ভাল বলিয়া বিবেকের দ্বারা ধরিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি, জীবন নাশের আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া সেই নীতিটী ধরিয়াই চলিয়াছি। আমি বহুকাল ধরিয়া ওহিও রাজ্যের জন-সাধারণের প্রতিনিধিরূপে জন-সাধারণ সমিতিতে কার্য্য করিয়াছি। আমি যাঁহাদের প্রতিনিধি ছিলাম তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের প্রশংসা লাভের বাসনা করিয়াছি বটে, কিন্তু আপনারা আমার অহঙ্কার মার্জ্জনা করিবেন, আমি তাঁহাদের প্রশংসার উপরেও আর এক ব্যক্তির প্রশংসা অধিক কামনা করিয়াছি। সে ব্যক্তির নাম—গার্‌ফীল্‌ড। সেই ব্যক্তিই কেবল আমার এক-

মাত্র সঙ্গী আমাকে তাহার সঙ্গে শুইতে হয়, খাইতে হয়, বাস করিতে হয় এবং তাহারই সঙ্গে আমাকে মরিতে হইবে। সুতরাং আমি যদি কোন কার্য্যে সেই গারফীল্ডের সম্মতি না পাই, তাহা হইলে কেমন করিয়া বাঁচিব? যাহার সঙ্গে সর্ব্বদা কারবার তাহার সহিত বিবাদ করিয়া কেমন করিয়া বাঁচিব?"

গারফীল্ড পূর্ব্বোক্ত সভ্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার ৫ মাস পরে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টের পদ পূরণের সময় উপস্থিত হইল।

জেম্স এব্রাম গারফীল্ড যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব ও ধৈর্য্য প্রদর্শন করিয়া ক্রমে সেনাপতির পদ লাভ করিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি অবিচ্ছেদে রাজকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই দীর্ঘকালে মহাবীর সেনাপতি গারফীল্ড যুক্তরাজ্যের লোকের নিকট অতিশয় সুপরিচিত হইবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। বিশেষতঃ জাতীয় সাধারণ সভা যখন পাঁচ মাস পরে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টের শূন্য পদ পূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন তখন গারফীল্ডও উক্ত সভার একজন সভ্য ছিলেন। উৎসাহ ও কার্য্যশীলতায় তিনি সকলেরই অতিশয় সম্মান ও সমাদরের পাত্র

হইয়াছিলেন। তিনি সভায় উপস্থিত থাকিয়া যখন যে কার্য্য করিতেন সকলেই তাহাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহার গুণ ও শক্তির প্রশংসা করিত।

আজ আমেরিকার যুক্তরাজ্যের জাতীয় সাধারণ সভায় মহাবীর গার্ফীল্ড উপস্থিত। তিনি প্রেসিডেণ্টের পদপ্রার্থী ছিলেন না। কিন্তু তাহা না হইলেও যখন গার্ফীল্ড উঠিয়া সভায় কোন কথা বলিতেছিলেন, অথবা কার্য্যানুরোধে বহু লোকাকীর্ণ সভার মধ্যে বেড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন, তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র জনসাধারণ মহা উৎসাহে করতালি ও উচ্চরবে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। সে দিন গার্ফীল্ডের দর্শনমাত্র জনসাধারণের অন্তর যেন তাড়িতসঞ্চারে নাচিয়া উঠিতে লাগিল।

ক্রমে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনার্থ জনসাধারণ সভার সভ্যগণ আপন আপন মত জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত চৌত্রিশবার মত গণনা করা হইল কিন্তু কিছুই স্থির হইল না। অবশেষে পঞ্চত্রিংশৎবারে উক্ত সভার প্রায় ৫০ জন সভ্য জেম্‌স এব্রাম গার্ফীল্ডের নাম প্রস্তাব করিলেন।

জেমস এব্রাম গার্ফীল্ডের নাম উচ্চারিত হইবামাত্র

সভার মধ্যে এক মহা কোলাহল উত্থিত হইল—সে ভয়ঙ্কর হুলস্থুল ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেল। সভার সভ্যগণের মধ্যে যে মত-বিরোধ ছিল তাহা মিটিয়া গেল। জেম্‌স এব্রাম গার্ফীল্ডের নাম উচ্চারিত হইতেই সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। যুক্তরাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন সমুদয় বিভাগ হইতে প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ রাজ্যের নামাঙ্কিত নিশান লইয়া জাতীয় জনসাধারণ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। একটী রাজ্যের প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের নিশান লইয়া সসম্ভ্রমে ও সগর্ব্বে মহাবীর জেম্‌স এব্রাম গার্ফীল্ডের মস্তকোপরি ধারণ করিল। তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া ক্রমে ৭০০ শত প্রতিনিধি মহানন্দে মহাকোলাহল পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকোপরি শত শত পতাকা উত্তোলন করিলেন। প্রশস্ত গৃহের প্রাচীর যেন বিদীর্ণ করিয়া আনন্দধ্বনি ছুটীতে লাগিল। তাঁহাদের চারি পার্শ্বে ১৫০০০ সহস্র লোক আরও ভৈরব-রবে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। মহাসমারোহে লোক সাধারণ অদ্য চাষার সন্তান জেম্‌স এব্রাম গার্ফীল্ডকে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের শাসনকর্ত্তৃপদে বরণ করিল। জাতীয় রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। ১৫০০০ সহস্রলোক সমস্বরে জাতীয় সঙ্গীত গান করিতে লাগিল।

গৃহ প্রাঙ্গনে এই ব্যাপার। বহির্দ্দেশে মুহুর্মুহু তোপ ধ্বনি হইতে লাগিল। পৃথিবীর অপর কোনও দেশে কথনও এমন উৎসাহ স্রোত দেখা যায় নাই। স্বদেশ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া আজ আমেরিকাবাসীগণ আপনাদের স্বার্থ, আপনাদের বিষয় বাসনা সমুদায় বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র স্বদেশ ও গারফীল্ডের সম্মানের জন্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

এইরূপে চাষা, পিতৃহীন ও দরিদ্র জেম্স এব্রাম গারফীল্ড কেবল মাত্র চরিত্র, ধর্ম্ম ও স্বাবলম্বনের বলে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নবেম্বর, বর্ত্তমান যুগের এক অতি উন্নত রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হইলেন। তিনি জনসাধারণের এতই প্রিয় ছিলেন যে, তিনি প্রেসিডেণ্ট হওয়াতে দেশের তাবৎ বিবাদ গণ্ডগোল মিটিয়া গেল। পরস্পরের মধ্যে যে দলাদলির ভাব ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল।

জেম্স অরণ্য মাঝে পর্ণকুটীরে, অতি সামান্য দরিদ্র চাষার বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ ঈশ্বর প্রসাদে সুবিখ্যাত জেম্স এব্রাম গারফীল্ড, শুভ্র প্রস্তর নির্ম্মিত প্রশস্ত রাজপ্রাসাদে অপরিমেয় সম্মানের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। আজ আর তিনি অরণ্যবাসী

নন—আজ তিনি রাজধানীর রাজপ্রাসাদবাসী রাজা অপেক্ষাও অধিক গৌরবান্বিত।

২১

প্রাণবিনাশ.

মহাবীর গারফীল্ড অধিককাল এই উচ্চ পদে অবস্থিতি করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র ৪ মাসকাল তিনি প্রেসিডেণ্টের পদে আরূঢ় ছিলেন। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার যথেষ্ট শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তিনি সেই অতি অল্প কাল মধ্যে দেশের বাণিজ্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের উন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহাতে সর্ব্ব বিষয়ে আমেরিকা উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি মর্ম্মন সম্প্রদায়ের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধেও দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

প্রেসিডেণ্ট গারফীল্ড দেশের অতি কর্ম্মক্ষম, দক্ষ ও ভাল লোক লইয়া আপনার মন্ত্রী সভা গঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে দলাদলির ভাব কোন প্রকারে না জন্মিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে অতীব সাবধান-

তার সহিত সুপ্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি কাহাকেও অনুগ্রহ দেখাইয়া, অথবা সাধারণের কার্য্যের ব্যাঘাত করিয়া, ব্যক্তি বিশেষকে কৃপা করিয়া পক্ষপাত দোষে দোষী হইলেন না। কিন্তু হায়! এমন ন্যায়সঙ্গত প্রণালী অবলম্বন করাতেও অতি শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে চাহিলেন কংক্লিং নামক একজন রাজপুরুষ তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া একটী বিরোধী দল গঠন করিলেন। এই দলেরই গুইটো নামক এক হতভাগ্য নরপিশাচ অবশেষে মহাবীর গার্ফীল্ডের প্রাণহরণ করে।

মহাবীর গার্ফীল্ডের পত্নীর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ছিল বলিয়া তিনি আপন কন্যাকে লইয়া লংব্রাঞ্চ নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। প্রেসিডেণ্টও তথায় একপক্ষ কাল বাস করিয়া একটু বিশ্রাম করিবেন বলিয়া মনে করিলেন। তিনি ২রা জুলাই শনিবার রাজধানী ওয়াশিংটনস্থ রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া প্রাতে ৯॥০ টার সময় রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। প্রেসিডেণ্ট গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া ষ্টেশনের বিশ্রামে আগারে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন অমনি উপরোক্ত হতভাগ্য রাক্ষস,

একটী পিস্তলের দুইটী গুলি উ'াবি উপরি তাঁহার শরীরে বর্ষণ করিল।

বহু সংখ্যক লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। তথাপি দুর্ভাগ্য নরপিশাচ এমনই স্বার্থান্ধ হইয়াছিল যে, এমন দেবতুল্য সর্ব্বজনপ্রিয় মহাত্মা প্রেসিডেন্টকে হত্যা করিতেও ভীত বা লজ্জিত হইল না। প্রেসিডেন্ট তৎক্ষণাৎ রক্তাক্ত কলেবরে ধূলায় পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। হায়! পৃথিবী কি ভয়ানক স্থান। ভগবানের সোণার সংসার স্বার্থপর মানব, পাপ কলঙ্কে ও রুধির ধারায় কলঙ্কিত করিয়া কি বীভৎস ও মলিন স্থান করিয়া রাখিয়াছে।

প্রথমে সকলেই মনে করিয়াছিল যে, তিনি তন্মুহূর্ত্তেই গতাসু হইবেন। কিন্তু তাহা হইল না। ২রা জুলাই হইতে ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে তিনি জীবন ধারণ করিয়া রহিলেন। সেই অসহ্য যাতনার মধ্যে তিনি যে সহিষ্ণুতা ও নির্ভরের ভাব দেখাইয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখা যায় না।

সকলেই তাঁহার আরোগ্য কামনায় ভগবানের নিকট একান্তমনে প্রার্থনা করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! গার্ফীল্ড ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। এই মহাবীর হিংসা বিদ্বেষময় পৃথিবীর পাশ হইতে মুক্ত হইয়া সেই

লোকে গমন করিলেন যেখানে মানবের কুটিলতা আর কাহাকেও ক্লেশ দিতে পারে না।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫০ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার শরীর দীর্ঘে চারি হস্ত পরিমাণ ছিল। তিনি কি জলপথ, কি স্থলপথ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিয়া দেশ-দেশান্তর দর্শন করিতে ভাল বাসিতেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর সোমবারে তাঁহার দেহ তদীয় জন্ম-ভূমিতে লইয়া গিয়া সমাধিস্থ করা হইল।

মহাত্মা গারফীল্ড মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। তিনি আজীবন ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং প্রার্থনা-পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান সরল ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমেরিকাবাসীগণ তদীয় বিধবা পত্নীকে প্রায় দশলক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

পরিশিষ্ট

জেম্‌স এব্রাম গার্‌ফীল্‌ড বাল্যকাল হইতে ধীরে ধীরে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হইয়া কি-রূপে অতি হীন অবস্থা হইতে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। কালে যাহারা বড়লোক হয় বাল্যকালেই তাহাদের জীবনে সেই মহৎ ও উচ্চভাবের পূর্ব্বাভাস দেখা যায়। জেম্‌সের জীবনে তাহাই ঘটিয়াছিল।

মহাবীর গারফীল্‌ডের জননী সন্তানকে বাল্যকাল হইতে যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতেই গার্‌ফীল্‌ডকে এত বড় করিয়াছিল। তিনি যখন যুদ্ধারম্ভে যুদ্ধে গমন করিবেন কিনা এই চিন্তায় মগ্ন হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে ধর্ম্মের শাসন তিরোহিত হয় নাই। তিনি যখন যে কার্য্য করিতেন তাহাতেই ভগবানকে সাক্ষী করিয়া আপন অন্তরস্থ আত্মা গার্‌ফীল্‌ডের মত লইতেন। যুদ্ধের ভাবনা লইয়া তিনি আপন স্নেহময়ী জননী, স্ত্রী ও সন্তানের নিকট গৃহে গমন করিয়া রাত্রিকালে গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। ধার্ম্মিকা জননী তাঁহার হস্তের একখানি ধর্ম্মপুস্তক দিয়া বলিলেন, "এই গ্রন্থ পাঠ কর, তোমার

কর্ত্তব্য জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে—তোমার সন্দেহ দূর হইবে এবং যাহা ভাল তাহাই করিতে সমর্থ হইবে।

ধার্ম্মিক পুত্র তাহাই করিলেন। তিনি অভিনিবিষ্ট-চিত্তে উক্ত গ্রন্থ একবার দুইবার তিনবার পাঠ করিলেন। গ্রন্থের প্রত্যেক অক্ষর যেন জীবন্ত ভাবে তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "যাও। অসহায় নরনারী-গণের উদ্ধারার্থ প্রাণদান করিতে কদাচ কুণ্ঠিত হইও না। যাও, আর ভাবিবার সময় নাই।" রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইল—গার্ফীল্ড গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া ধর্ম্ম গ্রন্থ দেখিতে লাগিলেন। এবার সেই শব্দ যেন তাঁহার অন্তর হইতে দ্বিগুণ তেজে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল, "যাও, গার্ফীল্ড যাও!" গার্ফীল্ডের সকল ভাবনা দূর হইল। তিনি এখন পুস্তক ও আত্মা উভয়েরই মত পাইলেন। তিনি অন্তরস্থ গার্ফীল্ডের সম্মতি লাভ করিয়া তদীয় আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সমরে অবতীর্ণ হইলেন।

পরদিন অতি প্রত্যূষে তিনি জনৈক সুহৃদকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন:—

"আমার মনের গতি অতি কৌতূহলের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছি। নূতন ঘটনাবলীর সঙ্গে

সঙ্গে নূতন অবস্থার উপযোগী হইয়া আমার মনের প্রত্যেক পুরাতন গঠন যেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ভাবে গঠিত হইতেছে। একে একে আমার পুরাতন স্বত্ব, পুরাতন লক্ষ্য, পুরাতন চিন্তা ও ভাবের প্রণালী এখনকার কর্ত্তব্যের সহিত অসঙ্গত হইয়া পড়িতেছে। সামরিক জীবনের নূতন গঠন আরম্ভ হইয়াছে। পুরাতন গৃহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি এই পরিবর্ত্তনে মর্ম্মাহত হইয়াছি—এমন কি,যখন পশ্চাতের দিকে চাহিয়া দেখি যে, আমার অনেক দিনের প্রিয় আশামন্দির বর্ত্তমান কর্ত্তব্যের অনুরোধে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া স্মৃতি প্রান্তরের অপর পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে, তখন শোকে আমার অশ্রুবর্ষণ হইতে থাকে। কিন্তু যদি সহস্র সহস্র আমেরিকাবাসীর জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এইরূপে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াও আমাদের দেশের জাতীয় কলঙ্ক দূর হয়, এবং দেশ মধ্যে ন্যায় ও স্বাধীনতার আদর বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে এই ত্যাগস্বীকার আমি অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করিব। আমি আশায় বুক বাঁধিয়া আমার দেশের জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করিলাম। আমার জীবন নাশের দ্বারা যদি আমার দেশের মঙ্গল সাধিত হয় তাহা হইলেই আমার কামনা পূর্ণ হইবে।"

গারফীল্ড সেনাপতি পদে আরূঢ় হইয়াও পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হন নাই। তিনি যখন খালে নৌকা চালাইতেন তখন যে সকল অতি কুৎসিতপ্রকৃতি দাঁড়ি, মাঝিদের সহিত এক নৌকায় ছিলেন তাহাদের মধ্যে একব্যক্তি হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া, এই সময় একদিন তাঁহাকে আদর করিয়া 'জিম্‌' জিম্‌' বলিয়া ডাকিল। গারফীল্ড তাহাকে যে অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছিলেন এখন সে হতভাগ্যের মূর্ত্তি তদপেক্ষা আরও মলিন ও হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই জন্য প্রথমতঃ তিনি তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। তার পর যখন সে বিশেষ পরিচয় প্রদান করিল, তখন তাহাকে অত্যন্ত আদরের সহিত আলিঙ্গন করিলেন। পরে এই লোকটী মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া সেনাপতি গারফীল্ডের আদেশে যুদ্ধকালে নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় ও বিপদ সঙ্কুল কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল। অবশেষে কিছুদিন পরে উক্ত হতভাগ্য ব্যক্তি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহার আপনার লোক আর কেহই ছিল না। সেনাপতি তাহার চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করান এবং তাহার মৃত্যুর পর সম্মানের সহিত তাহার সৎকার করেন।

তিনি আপনার ছাত্রদিগকে এত ভাল বাসিতেন যে, বিদ্যালয় হইতে চলিয়া গিয়াও অনেক দিন পর্য্যন্ত, যখনই অবকাশ পাইতেন তাহাদিগকে পত্র লিখিতেন।

তিনি প্রেসিডেণ্টের পদারূঢ় হইয়া যে সকল সৎ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে জনসাধারণের লেখাপড়া শিক্ষার বন্দোবস্ত করা একটী প্রধান ছিল।

কোন কার্য্য বিশেষ উপলক্ষে তাঁহার প্রতি একবার জনসাধারণ সভা কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ দোষারোপ করা হয়। তিনি সেইসময় স্বাভাবিক তেজের সহিত বলিয়াছিলেন; "আমি যাহা করিয়াছি তাহা ফিরাইতে পারিব না। আমার যাহা যথার্থ ধারণা, আপনারা আমাকে আপনাদের প্রতিনিধি করুন বা নাই করুন তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারিব না। আপনাদের মত আমি সম্মান করিয়া থাকি—কিন্তু আমার বিবেককে তদপেক্ষাও অধিক সম্মান করিয়া থাকি। আমি যদি স্বাধীনভাবে আপন কর্ত্তব্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া নিজের বুদ্ধি ও বিবেক অনুসারে আপনাদের কার্য্য করিতে পারি, তাহা হইলেই আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি; আর যদি তাহা না হয় আমি জনসাধারণ সভায় আপনাদের প্রতিনিধি

হইতে চাই না। আমার বিবেক ও স্বাধীন বুদ্ধিকে আপনাদের চরণে বলিদান দিয়া বহু সম্মান লাভ করা অপেক্ষা, স্বাধীনভাবে একজন সামান্য লোক হইয়া থাকাই সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ ও বাঞ্ছনীয়।"

সভা মনে করিয়াছিলেন যে, গার্ফীল্ড তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের জন্য ক্ষমা চাহিবেন। কিন্তু তাহা না করিয়া যখন তিনি এইরূপ উত্তর দিলেন, তখন একজন সভ্য দাঁড়াইয়া বলিলেন, "সভাপতি মহাশয়! যে ব্যক্তি সভার সমক্ষে এমন তেজের সহিত কথা কহিতে পারে, আমার মতে তাহাকেই প্রতিনিধি করা যুক্তিযুক্ত। অতএব আমি প্রস্তাব করি যে, সেনাপতি গার্ফীল্ডকে পুনরায় প্রতিনিধি করা হয়। আমি আশা করি এই প্রস্তাব সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে।" আর দ্বিরুক্তি হইল না, সকলেই আনন্দে করতালি করিয়া উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রেল তারিখে জনৈক দুরাত্মা নরপিশাচ তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট ধর্ম্মাত্মা লিঙ্কলনের প্রাণ সংহার করে। এই ব্যাপারের পর সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় মার মার শব্দে রাজধানী ওয়াসিংটনের রাজপথে ভ্রমণ করিতে লাগিল। গবর্ণ-

মেণ্টের বিরুদ্ধে যে একটী কথা বলে তাহারই তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশ করা হয়। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে একটী ফাঁসি-কাষ্ঠ বেড়াইতে লাগিল। যাহাকে বিদ্রোহী বলিয়া সন্দেহ হইল তৎক্ষণাৎ অমনি তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইল।

এই ভীষণ ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া সকলেই কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। এই সময় দীর্ঘকায় পুরুষ, সেনা-পতি গার্ফীল্ড এই জনস্রোতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, বাম হস্তে একটী ক্ষুদ্র নিশান লইয়া এবং দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক সেই লোকারণ্যকে সম্বোধন করিয়া অতি স্পষ্ট ও সতেজস্বরে চীৎকার করিয়া বলি-লেন, "হে স্বদেশবাসীগণ। রাজাধিরাজ পরমেশ্বরের সিংহাসন আজ গাঢ়তম তম-ঘনায় আবরণ করিয়াছে! কিন্তু তিনি ন্যায়-সিংহাসনোপরি প্রশান্তভাবে উপবিষ্ট। আজ সত্য আর ক্ষমাই কেবল তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিবে। হে নগরবাসী বন্ধুগণ! মহান্ ঈশ্বরের রাজত্ব অটল রহিয়াছে, এবং ওয়াসিংটনের শাসন-প্রণালী এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।"

তিনি জলদ নির্ঘোষে এই কথা প্রচার করিবামাত্র উর্দ্ধ লোকারণ্য, ধীরে ধীরে ও প্রশান্তভাবে চলিয়া গেল।

তাঁহার বক্তৃতার শক্তি এমন অসাধারণ ছিল যে,সময়ে সময়ে বোধ হইত তিনি যেন লোকের অন্তস্তল ধরিয়া প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার বক্তৃতা যেমন সুযুক্তিপূর্ণ তেমনি আবার ভাবপূর্ণ। তাঁহার বক্তৃতার ছন্দো বন্ধন, সতেজ ভাব এবং তদোপরি তাঁহার আত্মার তেজ এই সমুদয় একত্রিত হইয়া লোকের মনে এমন এক অদ্ভুত ভাবের সমাবেশ করিয়া দিত যে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

গার্ফীল্ডের উপদেশ

অনেক যুবা পুরুষ মনে করেন যে, ক্রমে ক্রমে ঘটনাসূত্রে এমন 'কিছু একটা' হইয়া দাঁড়াইবে যদ্দারা তাঁহারা প্রভূত খ্যাতি সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। ইহার মত নির্ব্বোধের চিন্তা আর হইতে পারে না। হে যুবা বন্ধুগণ! এ সংসারে 'কিছু একটা' আপনা হইতে হইয়া উঠে না—'কিছু একটা' করিয়া লইতে হয়।"

"আমি এক জন মানুষকে যত না সম্মান করি এক জন বালককে তদপেক্ষা অনেক অধিক সম্মান করি। আমি পথে যদি কোন দরিদ্র বালককে দেখি, আমার

মনে হয় উহাকে আমার সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। কেননা সে স্বয়ং উদ্যোগী হইলে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে এক দিন এক জন দেশমান্য বড় লোক হইয়া উঠিতে পারে।”

“ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি আছে যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী সুবিখ্যাত বিদ্বান এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা সমুদয় পৃথিবী উল্টাইয়া গেলেও যানে একটী অশ্বযোজনা করিতে পারেন না।”

“অদৃষ্ট মৃগতৃষ্ণিকাবৎ। মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাৎ ধাবিত হইতে পার কিন্তু তাহাতে তোমার পিপাসার শান্তি হওয়া দূরে থাকুক পরিণামে তাহাতে বরং তোমার প্রাণ নাশ হইতে পারে।”

“অর্দ্ধ সের পরিমাণ উদ্যোগ ৪০ মণ অদৃষ্টের সমান।”

“যে কার্য্যটীতে তুমি নিযুক্ত আছ তাহা ব্যতীত আরও পাঁচটা কার্য্য শিখিয়া রাখ।”

“একটী ঢিল নাও লাগিতে পারে। অনেকগুলা ঢিল নিশ্চয়ই একটা না একটা লাগিবে।”

“যদি বল প্রতিভাশালী লোক … নও গাধার মত

খাটে না ; তবে আমি বলি, তাহা সত্য হইলেও যে খাটিতে পারে সে তাহার কাছাকাছি বটে।"

"প্রত্যেক চরিত্র, প্রকৃতি ও শিক্ষা এই দুয়ের সংযোগে গঠিত হয়।"

"মানুষ লৌহ নির্ম্মিত হইবে না, কিন্তু জীবন্ত বৃক্ষের মত হইবে ?"

"রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেই সম্মান লাভ হয় না।"

"মানুষ যত বড়ই মহৎ হউক না কেন প্রত্যেকের জীবনেই সংগ্রাম আছে।"

"যুবা পুরুষ হওয়া সুখের বিষয়, কিন্তু মধ্য বয়সে স্বাধীন মনুষ্য হওয়া আরও সুখের বিষয়।"

"ন্যায় কার্য্য করিতে গিয়া আমাকে হারিতে হয় সেও ভাল, তবু অন্যায় পথে গিয়া জিতিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।"

"যে বিপদটা আমাদের সম্মুখে তাহাকেই যেন বড় বলিয়া বোধ করি।"

"তোমার জীবনে যে কিছু লাভ করিবে তাহ তোমার স্বকীয় চেষ্টা দ্বারা করিবে, তাহা হইলেই তোমার নিজের অংশ হইবে।"

"অঙ্ক শাস্ত্রের সত্য বহু বৎসরেও পরিবর্ত্তন হয় না

"পৃথিবীতে যদি এমন কিছু থাকে যাহাকে মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে তবে সে সাহসী পুরুষ। সেই ব্যক্তিই সাহসী পুরুষ যে শয়তানেরও মুখের দিকে নির্ভয়ে তাকাইয়া বলিতে পারে, 'তুমি শয়তান'।"

"যাহার অন্তরে প্রকৃত বল আছে সে বাহিরের চাকচিক্যের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন না করিয়া থাকিতে পারে না।"

"যিনি বালকের শৈশব সময়ে ভাল করিয়া শিক্ষা দিবার পথ দেখাইয়া দিতে পারেন তিনি সমুদয় জাতির বন্ধু।"

"প্রত্যেক ছাত্রের নিজের, সমাজের, স্বভাবের, ও শিল্পের ফলতঃ সমুদয় বিষয়ের সহিত ঈশ্বরের কি প্রকার সম্বন্ধ তাহা আলোচনা করা কর্ত্তব্য। কেননা তিনি সমুদয়ের কর্ত্তা।"

"যে সকল সংকল্প উচ্চ তাহা ধীরে ধীরে অতি নীরবে উত্থান করে।"

"সত্য সমুদয় পরস্পর পরস্পরের সহিত দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ।"

"বরং আমি পরাস্ত হইব তথাপি আমার ধর্ম্ম নাশ করিব না।"

"সাধু উদ্দেশ্যই জগতের প্রধান যোদ্ধা। যে যুদ্ধের পশ্চাতে সাধু উদ্দেশ্য নাই তাহা শুদ্ধ পাশব বল।"

"কোন লোকের পক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া স্পর্দ্ধার সহিত বুক ফুলাইয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা ত ভয়ানক কথাই, কিন্তু একটী জাতির পক্ষে তদ্রূপ আচরণ করা আরও ৫০ গুণ ভয়ানক। সে ভয়ানক আচরণ আকারে মৃত্তিকা এবং আকাশকে স্পর্শইকরে।"

"রাজনৈতিক দলাদলিরূপ পুষ্পোদ্যানে যে সকল পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় তাহা এই পৃথিবীর তাবৎ পুষ্প অপেক্ষা সুগন্ধি ও সুমিষ্ট।"

"এক জন মানুষ যে এব্রাহাম লিঙ্কলেনকে হত্যা করিয়াছিল তাহা নহে। বিশ্বাসঘাতকতা ও দাসত্ব প্রথার ভয়ঙ্কর নিরাশ ও ঘৃণার ভাব ব্যক্তি বিশেষের অন্তরে প্রবেশ করিয়া জাতীয় মহা আনন্দের মধ্যে তাঁহাকে নিপাত করিয়াছিল।"

সমাপ্ত

এই পুস্তক কলিকাতা ৪৫/৫ বেনিয়াটোলা লেন ও পটলডাঙ্গায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।